নিজেকে চিনতে বই পড়ি
আলোকিত মানুষ গড়ি
DR.AMIN LIBRARY
Dr. Amin Library
www.facebook/draminlibrary

সিয়াম দর্শন

সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী

www.draminlibrary.com

সিয়াম দর্শন

সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী

www.draminlibrary.com

চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০১
গ্রন্থস্বত্ব : স্বত্ব মুক্ত

ISBN : 984-8161-244-3

র‍্যামন পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে
সৈয়দ রহমত উল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত
পাণিনি ৫৫/১ পাতলা খান লেন, ঢাকা থেকে কম্পোজ
মৌমিতা প্রিন্টার্স প্যারীদাস রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত
মূল্য : ৭০.০০ টাকা (সাদা)
৪০.০০ টাকা (নিউজ)

www.draminlibrary.com

বিষয় সূচী

১. সালাত, সিয়াম, জাকাত, হজ্ব, কোরবানী ৯
২. কোরানে সিয়াম (২ঃ১৮৩-১৮৯) ১০
৩. জাহেরী এফতার করিবার সময় সম্বন্ধে মতভেদ ১৯
৪. হাদিসে সিয়াম ২০
৫. এফতার ৩৩
৬. দরবারে রেসালত ৩৪
৭. এফতার মাহাত্ম্য এবং এফতার রহস্য ৪৮
৮. সেহ্‌রী খাওয়া ৬১
৯. বেসাল ৬২
১০. বেসালের পর্যালোচনা ৬৪
১১. সিয়াম সাধনায় তারাবীর ভূমিকা ৬৫
১২. এতেকাফ ৭০
১৩. এতেকাফ-এর কয়েকটি হাদিস ৭২
১৪. সিয়ামের হাকীকত ৭৭
১৫. একদিন সিয়াম পালনের ফজিলত ৭৯
১৬. মন এবং দেহের মধ্যে রহিয়াছে খন্দক ৮১
১৭. সিয়ামের বিবিধ প্রসঙ্গ ৮৩
১৮. ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত সিয়াম ৮৪
১৯. সালাতুল ঈদ মাঠে সম্পন্ন করার বিধান কেন? ৮৭
২০. রমজান মাসে পানাহারের হিসাব দেওয়ার মাশলা ৮৮
২১. রমজানের একটি দোয়া ৮৯
২২. দুইটি বাক্যের ব্যাখ্যা (২ঃ২৫৬-২৫৭) ৯১
২৩. সূরা কৃদর ৯৪
২৪. সূরা কাওসার ও তাহার ব্যাখ্যা ৯৭
২৫. কাওসার কী? ৯৯

www.draminlibrary.com

ভূমিকা

সিয়াম সম্বন্ধে কোরানে সংক্ষেপে যাহা আছে সিয়াম দর্শন বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। হাদিস দ্বারা সিয়ামের স্বরূপ বাস্তবরূপ ধারণ করিয়া উহার দর্শনকে বিস্তারিত ও সহজভাবে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে।

রমজানের সিয়াম সাধনার ব্যবস্থা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক (Elastic) করিয়া রচনা করা হইয়াছে। যাহার যতটুকু সামর্থ বা যোগ্যতা আছে সে তাহা হইতে ততটুকু কল্যাণ আহরণ করিতে পারিবে। সিয়াম একটি সার্বজনীন সাধন ব্যবস্থা। আল্লাহ্‌তা'লা নিজেই বলিয়াছেন, "রমজান আমার জন্য, তাই আমি নিজ হাতে ইহার প্রতিফল দান করি এবং আমি নিজেই রমজানের সিয়াম সাধনার প্রতিফল।"

রমজানের সিয়াম সাধনাকে সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাকে ধর্মসমূহ হইতে তাগুত বর্জন করিবার প্রকৃষ্ট সাধনা বলা যাইতে পারে। এইজন্য একান্ত প্রাসঙ্গিক না হইলেও তাগুত সংক্রান্ত দুটি বাক্যের ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

উর্দু এবং বাংলা ভাষায় প্রচলিত রোজা কথাটি ফারসী ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আরবীতে ইহাকে বলে সিয়াম। সিয়াম যে ব্যক্তি পালন করে তাহাকে বলে "সায়েম" অর্থাৎ রোজাদার। আমরা আরবী শব্দটিই ব্যবহার করিব।

সিয়াম অর্থ প্রত্যাখ্যান, Rejection, বর্জন, ত্যাগ, বিরত বা বারিত থাকা এবং যে ব্যক্তি বিরত বা বারিত থাকে তাঁহাকে সায়েম বলে। এখন কথা হইল সায়েম অর্থাৎ রোজাদার কোন বিষয় হইত বারিত হইয়া থাকিবে? এবং কী প্রত্যাখ্যান করিবে? প্রত্যাখ্যান করিবার এবং বারিত হইবার একমাত্র বিষয় হইল দুনিয়া তথা তাগুত। এইজন্য যদিও তাগুত সংক্রান্ত বাক্যগুলোর মধ্যে কোরানে সিয়ামের উল্লেখ নাই তবুও সেই বাক্যসমূহ হইতে দুইটি মাত্র বাক্যের ব্যাখ্যা এই পুস্তিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম।

একাগ্রভাবে সঠিক ধারায় রমজানের সিয়াম সাধনা করিতে পারিলে তাহাতে ক্বদর রাত্রির সন্ধান পাওয়া যায় যাহার ফলে সাধকের নিকট নাজেল হয়

www.draminlibrary.com

তাঁহাকে বলিয়া উঠিলাম : ইয়া রসুলাল্লাহ্ (আলাইহে সালাতু আস্ সালাম) আমরা যে কয়জন এখানে উপস্থিত আছি তাহাদের কাহারও এমন সাধ্য বা সম্বল নাই যে, আমরা একজন সায়েমকে এইরূপ এফতার করাইতে পারি। জবাবে তৎক্ষণাৎ রসুলাল্লাহ্ তাঁহার বক্তব্যের মাঝখানে থামিয়া বলিলেন : আল্লাহ্ এই সওয়াব তাহাকে দান করেন যে একজন সায়েমকে এক চুমুক দুধ দ্বারা, একটি খেজুর দ্বারা অথবা তাহাও না থাকিলে পানীয় শরবত দ্বারা এফতার করায়।

রসুলাল্লাহ্ (আঃ) ইহাতে কি বুঝাইতে চাহিলেন? ধর্মপালন বিষয়টি অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক (Elastic)। এফতার করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে, যে যতটুকু পার সাহায্য কর। হাকীকতে যাহাকে এফতার বলে তাহার সামর্থ্য না থাকলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে পানাহার নামক জাহেরী যে আনুষ্ঠানিক এফতার রাখা হইয়াছে তাহা হইতে আমল শুরু কর। যে ব্যক্তি ধর্ম সাধনার যে পর্যায়ে থাকিবে সে ব্যক্তি তাহার সেই পর্যায়ের সৎ আমল করিয়া ক্রমশ উচ্চমানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। প্রথমেই সর্বোচ্চ মানের মহৎ কাজ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্মীয় ক্রমোন্নতি একটি বিরাট স্থিতিস্থাপক বিষয়। অতএব প্রত্যেক মানুষকে তাহার অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করা হয় এবং সেই অনুপাতে তাহার কর্তব্য এবং পুরস্কার নির্ধারিত হয়।

কিন্তু কাঁধ হইতে আগুন ঝারিয়া ফেলিতে হইলে সত্যিকার এফতার করাইবার শক্তি বা গুণ অর্জন করিতেই হইবে নতুবা যতকাল পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তির দ্বার অতিক্রম করিতে না পারিবে ততকাল দুনিয়ার আগুন মানুষের ঘাড়ের উপর বোঝার মত কিছু না কিছু চাপিয়া থাকিবেই।

রসুলাল্লাহ্র (আঃ) ভাষণের মাঝখানে সাহাবীদের এই প্রশ্নের জবাব দিয়া আবার তিনি তাহার বক্তৃতার মান পূর্ববর্তী পর্যায়ে (যথাস্থানে) রাখিয়া আবার বলিতে লাগিলেন : যে ব্যক্তি একজন সায়েমকে সন্তুষ্ট করে (অর্থাৎ এফতার তথা কামালিয়াত দান করিয়া সন্তুষ্ট করে) আল্লাহ্ তাহাকে আমার হাউজ হইতে শরবত পান করান।

দরবারে রেসালত

দরবারে রেসালত-এর অর্থ রেসালতের দরবার বা রসুল পর্যায়ের ব্যক্তিগণের দরবার। পূর্ববর্তী হউক অথবা পরবর্তী হউক আল্লাহ্র রসুল পর্যায়ের সকল মহান ব্যক্তিগণ হইলেন এই দরবারের সভ্য। পূর্ববর্তী নবীগণ সবাই মোহাম্মাদুর

www.draminlibrary.com

কোরান, হেদায়েতের ব্যাখ্যা এবং ফোরকান। এইজন্য রমজান মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈসর্গিক একটি রাত্রিকে ক্বদর রাত্রিরূপে পালন করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ক্বদর রাত্রি সিয়ামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার কারণে ক্বদর রাত্রি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সূরা ক্বদরের ব্যাখ্যা এই পুস্তিকায় জুড়িয়া দেওয়া হইল। সেইরূপ একই কারণে "কাওসার" এর পরিচয় দেওয়ার জন্য সূরা কাওসারের ব্যাখ্যাও এর সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হইল। গুরুবাদ এবং জন্মান্তরবাদ তথা রূপান্তরবাদ কোরানের সকল কথার মধ্যে সূক্ষ্ম ও রূপকভাবে বিধৃত রহিয়াছে। ইহাকে অস্বীকার করিলে কোরান ও হাদিসে অংকিত জীবন দর্শন বুঝিয়া নেওয়া সম্ভবপর নয়।

যখন যেমন বুঝিয়াছি তখন তেমন লিখিয়াছি। তাই বিজ্ঞ পাঠকের নিকট অনুরোধ রহিল যেন আমার লিখিত পুস্তকাদির বক্তব্যসমূহে পূর্বাপর অসামঞ্জস্যগুলি সংশোধন করিয়া লন। সিয়াম দর্শন গ্রন্থটি সর্বসাধারণের জন্য পাঠ্য নয়। ইহা সত্যসন্ধানী এবং চিন্তাশীল গবেষকদের জন্য।

—লেখক

www.draminlibrary.com

সিয়াম, জাকাত, হজ্ব, কোরবানী এবং অন্যান্য সকল ধর্মানুষ্ঠানের মূল চাবিকাঠি হইল সালাত। "ধর্ম" অর্থ Phenomenon সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যাহা কিছু মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহার সব কিছুকে ধর্ম বলে। ধর্মগুলির প্রতি মোহাবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্কে ধরিয়া রাখিলে সেগুলি মানুষকে সৃষ্টির সঙ্গে ধরিয়া রাখে। ইহাকে বলা হয় সংস্কার বা শিরিক। সুতরাং মনের মধ্য দিয়া আগমনকারী ধর্মসমূহের মোহ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং পরিত্যাজ্য। ধর্মের মোহ পরিত্যাগ করিবার অনুশীলনকে সালাত বলে। সিয়াম অর্থ ধর্ম পরিহার বা পরিত্যাগ। পরিত্যাগ করার অনুশীলন (Practice) বা পদ্ধতি হইল সালাত। জাকাত অর্থ আমিত্বের উৎসর্গ—Denial of the self or the ego, আমিত্বের উৎসর্গ কখনও হইতে পারেনা যদি ধর্মসমূহকে মোহ দ্বারা ধরিয়া রাখা হয়। ধরিয়া রাখিলে পুনর্জন্মের উপাদান সৃষ্টি হয় এবং তাহা দ্বারা মানবীয় অস্তিত্ব বা আমিত্ব দীর্ঘায়িত হয়। এইরূপ দুষ্ট আমিত্বের নিরসন করিতে চাহিলে সালাত করা অপরিহার্য, সুতরাং জাকাতের চাবিকাঠি সালাত। এই কারণে সালাত ও জাকাতের উল্লেখ অবিচ্ছেদ্যভাবে কোরানে বহুবার একযোগে করা হইয়াছে।

কোরান বলিতেছেন : "হজজুল বাইতা" অর্থাৎ গৃহটির হজ্ব কর। হজ্ব অর্থ অনু অনু করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখা। আপন মানব দেহ ও মনকে অনু অনু করিয়া দেখা। বিশ্ব মানব দেহের প্রতীক জাহেরী ঘর হইল কাবা ঘর। নফস দর্শন তথা আত্মদর্শনকে সালাত বলে। "নফস দর্শন" অর্থ অসারতা দর্শন, অনাত্ম দর্শন। সুতরাং সালাত এবং হজ্ব একই বিষয়ের দুইরূপ বা দুই পর্যায় মাত্র। হজ্ব আত্মদর্শনের তথা আত্মত্যাগের চরম পর্যায় এবং সালাত হইল উহার প্রাথমিক এবং মৌলিক পর্যায়। সালাত সংসার জীবনের মধ্যে থাকিয়া গৃহের সহায়ক পরিবেশের মধ্যে ধর্মসমূহের স্বরূপ দর্শন করা আর হজ্ব বিশ্ব নাগরিক হইয়া অসীম মহা প্রকৃতির মধ্যে গৃহহারা অবস্থায় আপন রূপ দর্শন করা।

হজ্ব সমাপণের দ্বারা পরিপূর্ণ আত্মদর্শন লাভ করিয়া পরমের জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করার নাম কোরবানী। সুতরাং সালাতের অনুশীলন ব্যতীত কোরবানী করা অসম্ভব। এইরূপে দেখা যায় সালাত কোরবানীর চাবিকাঠি। কোরানে কোরবানী বুঝাইতে যে শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা হইল "জবেহ"। "জবেহ" অর্থ পবিত্র করা, শুদ্ধ করা। জিন এবং ইনসান জাতির মস্তিষ্কের অপবিত্রতা এবং কলুষ-কালিমা ধোলাই করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া তোলার জন্যই কোরবানী। সমাজ শুদ্ধির জন্য প্রতিটি সমাজের দুই একজনকে কোরবানী হইতেই হইবে। নতুবা প্রকৃত সমাজ কল্যাণ সুদূর পরাহত।

www.draminlibrary.com

কোরানে সিয়াম
(২ঃ ১৮৩-১৮৯)

১৮৩।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

অনুবাদ : হে ইমানের মহড়াকারীগণ, তোমাদের উপর সিয়াম কেতাবস্থ করা হইল যেমন কেতাবস্থ করা হইয়াছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেন তোমরা তাকওয়া কর, অথবা... কেতাবস্থ করা হইল যেমন কেতাবস্থ করা হইয়াছিল তোমাদের কবুলকৃতগণ হইতে যেন তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হও,

ব্যাখ্যা : আমানু অর্থ গুরুভক্ত সাধক। কেতাব অর্থ দেহ। গুরুভক্ত সাধকগণই কেবল একথা উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহাদের উপর সিয়াম দেওয়া হইয়াছে দেহস্থ করিয়া, অর্থাৎ দেহের সঙ্গে বিজড়িত করিয়া। প্রত্যেক মানব সত্তার সঙ্গে সিয়াম অর্থাৎ "দেহমন বিসর্জন" জড়াইয়া রহিয়াছে কিন্তু আমানু ব্যতীত সাধারণ অমনোযোগী লোকেরা তাহা উপলব্ধি করে না, যদিও সবাই জানে যে, মৃত্যু দ্বারা আপন সত্তা হইতে দেহমন বারংবার বিচ্ছিন্ন হইয়াই চলিতেছে।

প্রথমত, সিয়াম কোন নূতন কথা নয় বরং সর্বকালের সর্বমানুষের জন্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয়, আমানুগণ যাহাদিগকে গুরুরূপে কবুল করে তাহাদের মধ্য হইতে সম্যক গুরু বা কামেল মোর্শেদগণই কেবল সিয়ামকে দেহস্থ করিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা দেহমন হইতে আপন সত্তাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বেই বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং আমানুগণের লক্ষ্য হইল দেহমন বর্জনের জন্য গুরুর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হওয়া।

১৮৪।

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

www.draminlibrary.com

অনুবাদ : গণনাকৃত সময় সমূহ সিয়াম, অতএব তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত অথবা ভ্রমণের উপর আছে তাহার গণনা পরবর্তী কাল সমূহের প্রতিটি হইতে (গ্রহণীয়)। এবং যে শরাঘাত খাওয়া তাহার উপর মুক্তিপণ রহিল একজন মিসকিনকে আহার্য দান। তারপর যে ব্যক্তি ততোধিক সৎকর্ম স্বেচ্ছায় করে উহা তাহার জন্য কল্যাণকর। এবং যদি সিয়াম কর, তোমাদের জন্য (তাহা) কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝিয়া থাক।

ব্যাখ্যা : গণনাকৃত সময়সমূহই সিয়াম কাল। এই কথার মধ্যেই সিয়ামের নিগুঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যাহা কিছু মস্তিষ্কের দিকে আসে তাহার প্রত্যেকটি বিষয় এক এক করিয়া হিসাব মত বর্জন করার পদ্ধতির নাম সিয়াম। পীড়িত অবস্থায় এবং ভ্রমণরত অবস্থায় বিষয়গুলির প্রত্যেকটির আগমনকে গণনা করিয়া বর্জন করা সম্ভবপর হয় না। এইজন্য এইরূপ দুই অবস্থায় সিয়াম করা নিষেধ করা হইতেছে। তবে অবশ্য পালনীয় সিয়াম হিসাবে পরবর্তী সময়ে ইহা পূরণ করার নির্দেশ রহিল। যে ব্যক্তি গুরুভক্ত কিন্তু এখনও জীব পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ আমানু হয় নাই সে ব্যক্তি সিয়াম সাধনা করিতে যাইয়া বিষয়বস্তুর তীরাঘাত এত বেশী খায় যে, সিয়াম সাধনা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না, তাহার জন্য ব্যবস্থা হইল একজন গুরুভাই মিসকিনকে আহার্য দান করা। মিসকিন তাহাকেই বলে যে গুরুভক্ত বিষয়বস্তুর মোহ ত্যাগ করিয়া সর্বহারা হইয়া গিয়াছে। যদি কেহ একজন মিসকিনকে আহার্য্য দানের পরেও অন্যান্য প্রকার সৎকর্ম করে তবে উহা অধিক কল্যাণকর। কিন্তু যদি কেহ সিয়ামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সিয়াম সাধনায় দৃঢ়ভাবে লিপ্ত থাকে তবে উহা তাহার জন্য অবশ্য কল্যাণকর।

১৮৫।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ
الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ
الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ
كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

www.draminlibrary.com

অনুবাদ : রমজান মাস ইহাতে কোরান নাজেল হয় যাহা মানুষের জন্য একটি হেদায়েত এবং হেদায়েতের একটি ব্যাখ্যা এবং ফোরকান। অতএব তোমাদের মধ্যে যে এই মাসকে প্রত্যক্ষ করে সে-ই সিয়াম করে। এবং তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত অথবা ভ্রমণের উপরে আছে তাহার গণনা পরবর্তী কালসমূহের হইতে গ্রহণীয়। তোমাদের সহিত যাহা সহজ তাহাই আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন এবং তোমাদের সহিত যাহা কঠিন আল্লাহ্ তাহা ইচ্ছা করেন না; এবং গণনাটিকে কৃতকার্য করিয়া তোলার জন্য এবং যে হেদায়েত তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহার (আদর্শের) উপরে আল্লাহ্কে বড় করিয়া তোলার জন্য এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

ব্যাখ্যা : "কোরান নাজেল হওয়া" কথাটি সর্বকালীন এবং সার্বজনীন একটি বিষয়। সাধকের নিকট তাঁহার আত্মদর্শনের পূর্ণাঙ্গ যে পাঠ তাহা হইতে নাজেল হয় বা বাহির হয় তাহাকেই বলা হইয়াছে কোরান। পূর্ণাঙ্গ সাধকের আত্মদর্শনের পাঠকে অর্থাৎ অভিব্যক্তিকে কোরান বলে। আরবী কোরান ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কোরানই মানুষের জন্য একমাত্র হেদায়েত। ইহা সাধকের "রমজান মাস" ব্যতীত অর্থাৎ শিরিক পরিত্যাক্ত কাল ব্যতীত অন্য সময় নাজেল হয় না। চরম সাধক হইতে আগত কোরান অর্থাৎ পরম একজন গুরু হইতে আগত কোরান ইনসানের জন্য হেদায়েত। ইনসান হইতে নিম্ন পর্যায়ের মানুষের জন্য হেদায়েত নয়। সৎগুরু তাঁহার আপন হইতে আগত কোরান শিক্ষা দিয়া অধিনস্থ ভক্ত জীবগণকে ইনসান বানাইয়া থাকেন (৫৫ : ১)। এইরূপ ইনসানের জন্যই কোরান হেদায়েত। জীব প্রকৃতির মানুষের জন্য কোরান বোধগম্য বা যোগ্য নয়। গুরু হইতে যোগ্য শিক্ষা লাভের পর তাহারা কোরানের জ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকে।

সায়েমের নিকট তাঁহার সিয়ামের কালে হেদায়েতের ব্যাখ্যা এবং ফোরকান নাজেল হয়। মানব জীবন সার্থকভাবে মুক্তির দিকে পরিচালনার জন্য সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের যত প্রকার হেদায়েত (Guidence) প্রয়োজন হইতে পারে তাহার সর্বদিকের জ্ঞানে সায়েম পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন।

সিয়াম সাধনার সময়ে সিয়ামের ফলশ্রুতি স্বরূপ সায়েমের নিকট ফোরকান নাজেল হয়। অর্থাৎ ভাল-মন্দ প্রভেদ জ্ঞান তথা সর্ববিষয়ের পার্থক্যকারী জ্ঞান নাজেল হয়, যাহাদ্বারা বস্তুর বন্ধন হইতে মুক্তিপথের সঠিক নির্দেশনা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সিয়াম করা অর্থ সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যাহা কিছু বিষয়বস্তু মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহার মোহ বর্জন করা। এইরূপ বর্জনের গুরুত্ব যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় অর্থাৎ উপলব্ধি করে সেই ব্যক্তিই কেবল এই মাসে সিয়াম করে। অন্য লোকেরা কেবল পানাহারের সময়সূচির বিধান পালন করিয়াই আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

www.draminlibrary.com

পীড়া এবং ভ্রমণ, এগুলো দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার হইয়া থাকে। মানসিকভাবে পীড়িত এবং বিষয়বস্তুর উপর মানসিক ভ্রমণে রত ব্যক্তির পক্ষে সিয়াম পালন করা সম্ভবপর হয় না বিধায় তাহাদের প্রতি নির্দেশ হইল যেন তাহারা সিয়াম পালনের উপযুক্ত মানসিক যোগ্যতা অর্জনের পর উহা "পালন করিতে" যত্নবান হয়। "পালন করা" কথাটি এখানে নাই, গণনা করিবার কথা রহিয়াছে। কোরানের কথা হইল : পরবর্তী কালসমূহের অর্থাৎ প্রতিটি ধর্ম আগমনের কালসমূহ হইতে আগমনকারী সকল ধর্মকে এক এক করিয়া গণনা করা। ইহার অর্থ আগমনকারী প্রতিটি ধর্মই যেন তাহার জ্ঞাতসারে আগমন করে এবং বিদায় গ্রহণ করে। ইহার ফলে বস্তুবাদের মোহের ছাপ তথা শিরিক বা সংস্কার মস্তিষ্কে আবদ্ধ হইয়া থাকে না, সকলই পরিত্যাক্ত (Rejected) হইয়া যায়। ইহাই সিয়ামের মূল কথা। সিয়ামের অভ্যন্তরীণ কথাটি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই আনুষ্ঠানিক সিয়াম পালনের ক্ষেত্রেও দৈহিকভাবে অসুস্থ এবং দৈহিক ভ্রমণকারীর সিয়াম পালন নিষিদ্ধ করিয়া তাহা পরে পালন করা ওয়াজেব অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় করা হইল।

"সহজ" অর্থ জান্নাতের জিন্দিগী এবং কঠিন অর্থ জাহান্নামের জিন্দিগী (৮৭ : ৮) (৯২ : ৭)। আল্লাহ্‌তা'লা রবরূপে মানুষের সঙ্গেই আছেন। তিনি কখনও ইচ্ছা করেন না যে, তিনি মানুষের কঠিন অবস্থার সঙ্গে অবস্থান করেন। বরং তিনি মানুষের সহজ অবস্থার সঙ্গে স্থায়ী হইয়া থাকিতে চাহেন। কিন্তু মানুষ কার্যকরভাবে ইচ্ছা না করিলে তাহার "সহজ জীবন" আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে দান করিতে পারেন না, অর্থাৎ জান্নাত এবং তদূর্ধ্বের স্থান দান করিতে পারেন না। ইহা তাহারই রচিত বিধান।

অতএব সিয়ামের যে হেদায়েত বা নির্দেশ আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে সেই নির্দেশের উপরে আমল করিয়া আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌কে বড় করিয়া তোলার জন্য ধর্মসমূহের গণনা কার্যের অনুশীলনকে কৃতকার্য করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। নির্ধারিত নিয়মে গণনা কার্য সম্পাদন করিতে থাকিলে বস্তুমোহের ছাপ তথা শিরিক হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হইবে এবং ইহার ফলে আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবেন। সকল হেদায়েত মানুষের নফসের উপরেই দেওয়া হয়, নফসের উপরে আল্লাহ্‌কে বড় করিয়া তোলার জন্যই হেদায়েত। নফস প্রাধান্য পাইলে মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র জাগরণ হয় না। সিয়াম সাধনায় বস্তুর মোহ বন্ধন হইতে মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। মুক্ত মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়া পুরুষে পরিণত হন এবং তখনই কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি মুক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব হয়।

www.draminlibrary.com

১৮৬।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

অনুবাদ : এবং যখন আমার দাসগণ আমার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তখন (বলুন) নিশ্চয় আমি নিকটে আছি। আহবানকারীর আহবানে আমি সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহবান করে, সুতরাং তাহারাও সাড়া দিক আমার জন্য এবং আমার সহিত ইমানের কাজ করুক যাহাতে তাহারা সুপথগামী হইতে পারে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্‌র দাস যখনই আল্লাহ্‌কে ডাকে তখনই তিনি তাহার ডাকে সাড়া দেন কিন্তু সকল দাস তাহা শুনিতে পারে না। আল্লাহ্ মানুষের নিকটেই আছেন কিন্তু মানুষের মন আল্লাহ্ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। সিয়াম প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র সাড়া দেওয়ার উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ্ বলিতেছেন : "আমি যেহেতু আমার দাসের ডাকে সাড়া দিয়া থাকি সুতরাং আমার ডাকে দাসেরও সাড়া দেওয়া উচিত। আমি আমার দাসগণকে সিয়াম পালনের জন্য ইহাতে সাড়া দিলে সে সুপথ প্রাপ্ত হইবে।"

১৮৭।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ
لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

www.draminlibrary.com

অনুবাদ : সিয়ামের রাত্রে তোমাদের নারীর দিকের অশ্লীলতা (অর্থাৎ শয়ন কর্ম) হালাল করা হইল। তাহারা তোমাদের লেবাস এবং তোমরা তাহাদের লেবাস। আল্লাহ্ জানেন যে তোমরা তোমাদের নফসের খেয়ানত করিয়া থাক। অতএব তিনি তোমাদের উপর (করুণা) দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদিগ হইতে স্নেহের ক্ষমা করিলেন। অতএব এখন তোমরা তাহাদের সহিত সহবাস কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা (অর্থাৎ যে সিয়াম) কেতাবস্থ করিয়াছেন তাহার আকাঙ্খা কর এবং খাও ও পান কর যতক্ষণ প্রভাতের কাল সূত্র হইতে সাদা সূত্র তোমাদের জন্য স্পষ্ট করা না হয় : তারপর সিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির দিকে। এবং তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করিও না যতকাল অবস্থান লইয়া আছ মসজিদ সমূহের মধ্যে। ইহা আল্লাহ্র সীমারেখা সুতরাং ইহার (অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গমের) নিকটে যাইও না। এইরূপে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁহার পরিচয়ের ব্যাখ্যা দান করেন যেন তাহারা তাকওয়া করে।

ব্যাখ্যা : প্রথম যখন সিয়াম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয় তখন রাত্রিবেলা স্ত্রী সহবাস করা নিষেধ ছিল এবং সেহরী খাওয়ার বিধান ছিল না। সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ সায়েম জাগিয়া থাকিতে পারিবে ততক্ষণ পানাহার করিতে পারিবে। একবার ঘুমাইয়া পড়িলে পর জাগিয়া উঠিলেও পানাহার করা নিষিদ্ধ ছিল। ইহাতে দেখা গেল :

১। কেহ কেহ স্ত্রী সহবাস না করার নিয়ম ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যক্ত করিয়া উহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের ব্যবস্থা চাহিল। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে রসুলাল্লাহ্ (আঃ) এক এক করিয়া যথাক্রমে তিনটি ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া ইহাদের মধ্য হইতে যে কোন একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যক্তি বিশেষে দান করিতেন। যথা : (ক) একজন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী মুক্ত করা, (খ) ষাটজন ক্ষুধার্তকে দু'বেলা খাদ্য দান করা, (গ) রমজান মাসের পর ষাট দিন একাধারে সিয়াম পালন করা।

২। কেহ কেহ কায়িক পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিত এবং সন্ধ্যার পর পানাহারের আগেই নিদ্রামগ্ন হইয়া যাইত। ইহার ফলে তাহাদের পানাহার করা সে রাত্রির জন্য নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। পরের দিন তাহাদের অনেকেই কাজ করিতে যাইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অজ্ঞান হইয়া পড়িত। তাহাছাড়া উক্ত সময়ও ছিল আরবের গ্রীষ্মকাল।

এই দুই প্রকার অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তা'লা সিয়াম পালনের আনুষ্ঠানিক বিধান সহজতর করিয়া দিলেন। তাই তিনি রাত্রিবেলা স্ত্রী সহবাসের অনুমতি এবং সেহরী খাওয়ার সুবিধা দানের উল্লেখ করিয়া উক্ত বাক্য নাজেল করিলেন। এই দুইটি বিষয়ের উপর কয়েকটি ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ হাদিসে দেখিতে পাওয়া যায়।

www.draminlibrary.com

স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের লেবাস : অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী একজন অন্যজনের সমর্থক, সহায়ক এবং আনন্দ ও আরামদায়ক। সংসার সমুদ্রে পোতাশ্রয়। পোশাক যেমন শীতাতপ হইতে রক্ষা করে তেমনই একজন অন্যজনের মান-ইজ্জত রক্ষাকারী। ইসলামের বিধান এইরূপ যে, একে অন্যকে পোশাকের মত সাজাইয়া রাখিবে।

এখানে সিয়াম প্রসঙ্গে লেবাসের অর্থ একটু বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কোরানে বলিতেছেন : লেবাসের মত তোমরা পরস্পরকে জড়াইয়া থাকিতে অত্যন্ত পছন্দ কর বলিয়াই লোভের বশবর্তী হইয়া তোমাদের কেহ কেহ সিয়ামের বিধান ভঙ্গ করিয়াছ। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধান ভঙ্গ করিয়া রাত্রিকালে গোপনে তোমরা নফসের যে কী খেয়ানত অর্থাৎ ক্ষতি করিয়াছ তাহা আল্লাহ্ জানেন। অতএব তোমাদের প্রতি দয়া করিয়া আল্লাহ্ এ বিষয়ে স্নেহের ক্ষমা করিলেন। ইহাতে আইনের কড়াকড়ি ভাব শিথিল করা হইল এবং সেহরী প্রবর্তন করিয়া শারীরিক কষ্টের লাঘব করা হইল এবং সিয়ামের যাহা লক্ষ্য সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল।

যৌন প্রক্রিয়ার অনুমোদন দানের মধ্যে যে হাকীকত রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে বিচার্য বিষয়। সাধক যখন সিয়ামে সিদ্ধ হইয়া যাইবে তখন সে তাহার আপন সত্তা হইতে দেহমনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে যৌনক্রিয়া করেন তাহা শুধুমাত্র দেহ-মনের প্রক্রিয়া এবং তাহা আপন সত্তা হইতে বর্জিত। যদি শরীয়তের বিধানে ইহা হালাল করা না হয় তবে মহাপুরুষগণের বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি সমাজে থাকে না এবং দিনের বেলা পানাহার করিয়াও সিয়াম সাধনা যে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে একথার সত্যতা জনমন হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আত্মসত্তা হইতে দেহ-মনকে বিচ্ছিন্ন করার নামই সিয়াম। এই বিচ্ছিন্নতা (অর্থাৎ দেহমনের মৃত্যু) প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেহস্থ হইয়া আছে। মৃত্যু দ্বারা যে কোন সময় বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হইয়া যাইতে পারে। দেহমন হইতে এইরূপ বিচ্ছিন্নতার পূর্বেই সায়েম বিচ্ছিন্নতা অর্জন করে। ইহাকে কোরানের ভাষায় বলা হইয়াছে "মৃত্যুর আগে মরিয়া যাওয়া।"

দিনের বেলা কিংবা রাত্রিবেলায় পানাহার অথবা স্ত্রী সঙ্গম করা বা না করার মধ্যে সিয়ামের গুরুত্ব তেমন নাই যেমন রহিয়াছে সিয়াম (অর্থাৎ বিচ্ছেদ) অর্জন করার কার্যকরি আকাঙ্খার মধ্যে।

প্রভাত অর্থ মুক্ত জীবনের প্রভাত বা সূচনা। অর্থাৎ বস্তুমোহের অন্ধকার হইতে মুক্ত আলোকিত জীবনের প্রভাত। আলোর উদয় পথে পূর্ব গগনে সূতার মত কালরেখা হইতে সাদা রেখার উদয় না হওয়া পর্যন্ত সাধক পানাহার করিয়া থাকে। তারপর বিষয়বস্তু হইতে আলোর উদয় হইয়া গেলে সে নিজে তাঁহার সত্তাকে আর

www.draminlibrary.com

পানাহার করায় না। তখন যাহা পানাহার হইতেছে বলিয়া দেখা যায় তাহা তাঁহার দেহমনের ব্যাপার। সায়েমের আপন সত্তা সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হইয়া বস্তুবাদে সকল অন্ধকার হইতে চিরমুক্তি লাভ করে। মরার আগে মরিয়া যাওয়ার ইহা একটি জ্ঞানবাদী ধারা।

সপ্ত ইন্দ্রিয় পথে আগমনকারী বস্তুসমূহের উপভোগের মাধ্যমে আলোর উদয় হইয়া গেলে এই সিয়াম অর্থাৎ বিচ্ছেদের আমল চালাইয়া যাইতে হইবে রাত্রির দিকে। সিয়াম একটি অস্ত্র। ইহা চালাইয়া যাইতে হইবে আপন অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের দিকে। অর্থাৎ আপন সত্তার মধ্যে অবস্থিত সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা, অস্পষ্টতা, আবিলতা ইত্যাদি সর্বপ্রকার রাত্রির দিকে সিয়াম নামক অস্ত্র চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহাতে সকল মোহবন্ধন হইতে অনন্ত আলোর দেশে প্রবেশ লাভ করা সম্ভবপর হইবে। সিয়াম সাধনা দ্বারা বস্তুর অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান লাভের পর সিয়াম প্রচেষ্টা এমনভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে যেন কোন বিষয়েই স্বাধীন আল্লাহ্ সত্তাকে মানুষের মধ্যে অবস্থিত শয়তান সত্তা ঢাকিয়া রাখিতে না পারে। আল্লাহ্ সত্তা এবং শয়তান সত্তার সমন্বয় হইল মানব সত্তা।

মসজিদসমূহ বলিতে কী বুঝান হইয়াছে? সেজদার স্থানকে মসজিদ বলে। যেখানেই আগমনকারী ধর্মসমূহের উপর সেজদা হইয়া যায় উহাই মসজিদ। এইরূপে প্রতিটি ইন্দ্রিয় দ্বার এক একটি মসজিদ। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ধর্মের উপর সেজদা করা শিরিক। সাধক যখন ইন্দ্রিয় দ্বারগুলোর উপর প্রহরারত থাকে তখন আগমনকারী ধর্মগুলি শিরিক বা সংস্কার সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রহরারত অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা সিয়াম ব্যতীত অন্য কোন দিকে এক মুহূর্ত মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ তাহাদের থাকে না। আর যাহারা মসজিদ নামক এবাদতখানায় এতেকাফ করে অর্থাৎ অবস্থান লয় তাহাদের জন্য স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ করা হইল। আল্লাহ্র প্রতি তাকওয়া অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা দেওয়া হইল। অনুষ্ঠান পালনে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে আল্লাহ্র পরিচয় লাভে বিলম্ব হয়।

১৮৮।

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

www.draminlibrary.com

অনুবাদ : এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তোমাদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করিও না। এবং হাকীমের দিকে ইহার দ্বারা উৎকোচ দিয়া থাক মানুষের মাল হইতে এক অংশ অন্যায়ভাবে ভোগ করিবার জন্য, এবং তোমরা ইহা (অর্থাৎ এই অন্যায়) বুঝ।

ব্যাখ্যা : ইনসান অর্থ মানুষের মধ্যে সচেতন শ্রেণীর লোক। যেহেতু ইনসানগণ সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে সেইহেতু তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যেন তাহারা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভোগ করার জন্য হাকীমদিগকে উৎকোচ দিয়া প্রভাবান্বিত না করে। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সমস্ত সম্পদ ভোগদখল করিবার অধিকার সকলের জন্য। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ অধিকার বলিয়া ইহা হইতে এক অংশ নিজেদের ভোগে আনা অন্যায়। ইনসানগণ অসাম্যের এই অন্যায় অবশ্য বুঝে। তথাপি হাকীমদিগকে অর্থাৎ সমাজের নিয়ন্ত্রকদিগকে সর্বদা মালের উৎকোচ দ্বারা তাহারা বস্তুভোগের কর্মকাণ্ড অন্যায়ভাবে চালাইতেছে।

১৮৯।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ
مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۭ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا
الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا
الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদ : (সাধকেরা) তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে নূতন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে (অর্থাৎ সাধকের ধর্মসমূহের মধ্য হইতে জ্ঞানের আলো উদয় বিষয়ে)? বলিয়া দাও: এইগুলো ইনসানের জন্য এবং হজ্বের জন্য ওয়াক্ত করা রহিয়াছে। (অর্থাৎ গুরুভক্ত সাধক এবং আত্মদর্শনে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের জন্য সময় নির্ধারিত করা বিষয়রূপে রহিয়াছে; জীব প্রকৃতির মানুষের জন্য নহে)। এবং ঘরে আসিবার মধ্যে কল্যাণ নাই যদি ইহার পিছন দিক দিয়া আসা হয়, বরং বিশেষ কল্যাণ রহিয়াছে তাকওয়াকারীর জন্য (অর্থাৎ গুরুর প্রতি কর্তব্যপরায়ণের জন্য)। এবং ঘরটিতে প্রবেশ কর ইহার দ্বারগুলো হইতে। এবং আল্লাহ্‌র কার্যকারণকে ভয় কর যেন তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।

ব্যাখ্যা : রসুলল্লাহকে (আঃ) তাঁহার ভক্তগণ নূতন চাঁদসমূহ উদয় হওয়া বিষয়ে অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জবাব দিলেন

www.draminlibrary.com

যে, এইগুলির উদয় সাধকের জন্য এবং "হজ্বের জন্য" অর্থাৎ আত্মদর্শনে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য সময় সাপেক্ষ। ইনসানের অর্থাৎ সালাতী সাধকের পরিমাণ মত সালাতের গভীরতায় না আসা পর্যন্ত এবং আত্মদর্শনের তথা হজ্বের পরিমাণ মত সাধনা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উহাতে চন্দ্র উদয় অর্থাৎ বস্তু জ্ঞানের উদয় আরম্ভ হয় না। সম্যক গুরু হইতে এই জ্ঞান অর্জনীয়।

'ঘরের পিছন হইতে প্রবেশ করা' অর্থ অজ্ঞানতার সহিত আত্মদর্শনের চেষ্টা করা। আপন দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার সম্বন্ধে গুরুই হইলেন অভিজ্ঞ শিক্ষাদাতা। তাঁহার নির্দেশিত জ্ঞানের পথে আত্মদর্শনে অগ্রসর হইবার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। কারণ আপন গৃহের জ্ঞান অর্জন বিষয়ে গুরুর জ্ঞান সুপরিপক্ক। সুতরাং গুরুর নির্দেশিত নিয়ম ব্যতীত আত্মদর্শনে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্‌র প্রতি তথা গুরুর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।

জাহেরী এফতার করিবার সময় সম্বন্ধে মতভেদ

শিয়াদের মতে, সুন্নিদের রোজা একেবারেই হয় না। কারণ সুন্নিগণ সন্ধ্যায় এফতার করে। অল্পক্ষণের জন্য রোজা নষ্ট করিয়া ফেলে। অপরপক্ষে সুন্নিদের মতে, শিয়াদের রোজা মকরুহ্ হইয়া যায়, যেহেতু প্রায় পনর মিনিট পরে তাহারা এফতার করে।

যেহেতু এফতার শীঘ্র করার তাগিদ কয়েকটি হাদিসেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া সুন্নি আলেমগণ মনে করেন, সেইহেতু সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মতে এফতার করিতে হইবে, নতুবা এফতার বিষয়ে তাড়াহুড়া করার আদেশ লঙ্ঘনের জন্য উহা মকরুহ্ অর্থাৎ অবাঞ্ছিত বা ত্রুটিপূর্ণ হইয়া যায়। শিয়া আলেমগণ মনে করেন যেহেতু কোরানে বলিতেছেন (২ : ১৮৭) "সিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির দিকে" অতএব সন্ধ্যাকে রাত্রিরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, সন্ধ্যা রাত্রিও নয়, দিনও নয়। সূর্যাস্তের পর কিছুটা অন্ধকার হইলে তখন উহাকে রাত্রি বলা হয়।

আসলে উভয় দল এ বিষয়ে ভুল মত প্রকাশ করিয়া থাকে। সিয়াম সাধনার হাকীকত বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উভয় দল এবিষয়ে ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। এফতার সন্ধ্যায় হোক বা পনর মিনিট পরে হোক তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তথাপি সমাজ জীবনে সকলের জন্য সম্মিলিত একটি মত গ্রহণ করিয়া চলাই ভাল। ইহাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

www.draminlibrary.com

সূরা মরিয়মের ২৬নং বাক্যে হজরত মরিয়ম কর্তৃক একটি সিয়াম পালন করার কথা এইরূপে উল্লেখিত আছে : "নিশ্চয় আমি আররহমানের জন্য মানত করিয়াছি একটি সওম সুতরাং আমি এই সময় কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলিব না।"

দৈহিক অপবিত্রতার কারণে শরীয়তের বিধান মতে সদ্য প্রসূতির জন্য সিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ আছে। ইহাতে শিশুর খাদ্যাভাব হইতে পারে। এমতাবস্থায় হজরত মরিয়ম আল্লাহ্‌র নির্দেশে সিয়ামের মানত করেন কেমন করিয়া?

যেহেতু দিনের বেলা খাদ্য ত্যাগের মধ্যে সিয়াম আবদ্ধ নয়, সেইহেতু মরিয়ম সেই নাজুক অবস্থায় সিয়াম পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণ হয় সিয়াম সম্পূর্ণরূপে মনের ব্যাপার। খাদ্যের সময় নিয়ন্ত্রণ উহার একটি সাধারণ আনুষ্ঠানিক বিষয় মাত্র। সিয়াম সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। কথা বলিতে গেলে সিয়াম হইতে মনের যতটুকু বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে সিয়াম ভাব ব্যাহত হয়, খাদ্য গ্রহণে তাহা হয় না। অর্থাৎ অপরের সঙ্গে বাক্যালাপে সিয়াম ভাব যে পরিমাণে ব্যাহত হয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যকার আহারের সময় নির্ধারিত না করিয়া প্রয়োজন মত যখন ইচ্ছা পানাহার গ্রহণে তাহা হয় না।

হাদিসে সিয়াম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ - (متفق عليه)

১। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : যখন রমজান প্রবেশ করে আকাশের দরজা খুলিয়া যায় (অন্য একটি উক্তিতে আছে জান্নাতের দরজা খুলিয়া যায়), জাহান্নামের দরজা বন্ধ হইয়া যায় এবং শয়তান সমূহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় (এবং অন্য উক্তিতে আছে রহমতের দরজা খুলিয়া যায়)। (*ঐক্যসম্মত*) ॥

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : "রমজান যখন প্রবেশ করে" এর অর্থ যাহার মধ্যে রমজানের সাধনা প্রবেশ করে অর্থাৎ দানা বাঁধে, তাহার রহস্যজগতের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া যায়। এর কারণ নফসের কু-প্রবৃত্তির সমস্ত দরজা সে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং তাহার নফসের মধ্যে পাপ প্রবেশের সকল দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নফসের কু-প্রবৃত্তিগুলোর সকল দ্বার অর্থাৎ নরকের দ্বার বন্ধ করিলে রহমতের দ্বার তথা জান্নাতের দ্বার খুলিয়া যায়। সদ্ভাব সৎচিন্তা অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে এবং তাহার "পার্থিব জান্নাত" রচনা আরম্ভ হইয়া যায়।

যাহারা রমজানের সিয়াম সাধনায় মশগুল হয় না তাহাদের জীবনে এবং তাহাদের মনের জগতে এই পরিবর্তন আসিতে পারে না। এইজন্য "রমজান প্রবেশ করিলে" কথা বলা হইয়াছে, "রমজান মাস আসিলে" কথা বলেন নাই। এই কারণে দেখা যায় রমজানের সিয়ামের ভাব সাধকের অন্তরে প্রবেশ করাইতে চাহিলে আরও দুইমাস আগে হইতে রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করার কথা হাদিসে উল্লেখ আছে।

ইবলিস মানব অন্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করার কারণে আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে শয়তান মিশিয়া গিয়াছে। শয়তান শুধু বাহিরের জীব নয়। যদি শয়তান শুধুমাত্র বাহিরের জীব হইত এবং রমজান মাসে তাহাদিগকে বন্ধ করিয়া রাখা হইত তাহা হইলে সমস্ত জগতে কোথাও এতটুকু পাপ রমজান মাসে থাকিতে পারিত না।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمّٰى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ اِلَّا الصَّائِمُوْنَ - (متفق عليه)

২। সহল ইবনে সাদ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : জান্নাতে আটটি দরজা আছে উহাদের মধ্যে একটির নামকরণ করা হইয়াছে রাইয়ান উহাতে সায়েম ব্যতীত কেহই প্রবেশ লাভ করিবে না। (*ঐক্যসম্মত*) ॥

ব্যাখ্যা : জাহান্নামের দরজার সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়া থাকে সাত এবং জান্নাতের দরজা হইল আটটি। পাপ প্রবেশের জন্য প্রবৃত্তির দ্বার সমূহকে সাত ভাগে ভাগ করিয়াছে। এই দ্বারগুলোর মধ্য দিয়া পাপ প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিলে এইগুলো জান্নাতের দ্বারে পরিণত হইয়া যায়। যেগুলো ছিল তাহার নরকের দ্বার সাধক সেগুলোকে স্বর্গের দ্বারে পরিণত করিয়া লয়। অর্থাৎ এই দ্বারগুলো দ্বারা ন্যায় ও সত্য ব্যতীত অন্যায় ও অসত্যের প্রবেশ বন্ধ করিয়া ফেলে। আপন প্রচেষ্টা দ্বারা

www.draminlibrary.com

মনের মধ্যে পাপ প্রবেশের দরজাগুলো বন্ধ করিলেই স্বর্গে যাওয়া যায় না, যদি আল্লাহ্‌র রহমতের দ্বার খুলিয়া দেওয়া না হয়। এইরূপে জান্নাতের দ্বার হইল আটটি। রহমতের দ্বার না খোলা পর্যন্ত পাপ প্রবেশের দ্বারগুলো চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় না। সায়েমের প্রবৃত্তিসমূহের কৃচ্ছ সাধনা দ্বারা রহমতের যে অষ্টম দ্বার খুলিয়া যায় তাহার নামকরণ করা হইয়াছে "রাইয়ান"। ইহা সায়েমের জন্য জান্নাতে প্রবেশের বিশেষ দ্বার।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ-(متفق عليه)

৩। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ)বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত রমজানে সিয়াম পালন করে এবং পুরস্কারের আশা রাখে তাহার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত রমজানে দাঁড়ায় (সালাতে) এবং পুরস্কারের আশা রাখে তাহার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত ক্বদর রাত্রিতে দাঁড়ায় এবং পুরস্কারের আশা রাখে তাহার অতীতের সমস্ত অপরাধ বা গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (*ঐক্যসম্মত*) ‖

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত পুরো রমজান মাস সিয়াম পালন করে তাহার অতীত জীবনের সমস্ত অপরাধ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। অপরাধ মাফ পাওয়া অর্থ জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাওয়া। এই হাল সায়েমের অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে না। রুহ্ প্রাপ্তি অথবা এলহামের ঘটনা দ্বারা সায়েম জানিতে পারে যে, তাহার গুনাহ মাফ হইয়া গিয়াছে। পুরস্কারের আশা হইল পার্থিব জান্নাত লাভ করা, যাহাকে "জান্নাতুন নাঈম" বলা হইয়াছে। রুহ প্রাপ্তি, এলহাম প্রাপ্তি ইত্যাদি হইল এই জান্নাত লাভের প্রমাণ বা ঘটনা যাহা সাধকের জীবনে ঘটিয়া থাকে। এইরূপ পুরস্কারের আশা করিয়া সায়েম রমজান মাসে সালাতে দাঁড়ায়। "রমজানে দাঁড়ান" অর্থে বিশেষভাবে রাত্রিতে দাঁড়ান বুঝায়। সায়েম ঘুম জয় করার পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে সিয়ামকে দাঁড় করিয়া ফেলে।

www.draminlibrary.com

উহার নীতির পতন তাহার আর ঘটে না। এমন ব্যক্তির অতীত জীবনের সমস্ত অপরাধ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

যে ব্যক্তি ক্বদর রাত্রিতে ইমানের সহিত দাঁড়ায় তাহার অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। কিন্তু ক্বদর রাত্রি কয়জনের ভাগ্যে জুটে? জীবনে একবার যাহার ক্বদর রাত্রি ঘটিয়াছে তাহার রুহ্ প্রাপ্তি হইয়া গিয়েছে এবং আত্ম-পরিচয় লাভ হইয়া গিয়াছে। (সূরা ক্বদরের প্রকৃত অর্থ দ্রষ্টব্য)। জাহেরী তারিখ মোতাবেক আনুষ্ঠানিক ক্বদর রাত্রিতে প্রায় সবাই সালাতে দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের রুহ্ প্রাপ্তি অথবা ইমান প্রাপ্তি অথবা আত্মপরিচয় প্রাপ্তি ঘটিয়া যায় কি? অতএব নিশ্চয় এই হাসিদটি মনগড়া সাধারণ অর্থ বহন করে না।

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ
يُضَعَّفُ حَسَنَةً بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ
قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ
يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ
فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ
فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ
جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا
يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ
صَائِمٌ - (متفق عليه)

৪। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন : আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎ আমল দশ গুণ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ্ বলিয়াছেন : সিয়াম ব্যতীত, যেহেতু নিশ্চয় সে আমার জন্য এবং আমিই তাহার সঙ্গে পুরস্কার, আমার জন্য সে তাহার প্রবৃত্তিসমূহ শান্ত করে এবং তাহার খাদ্য ত্যাগ করে আমার আজল হইতে। সায়েমের জন্য দুইটি আনন্দ—একটি আনন্দ তাহার এফতারের নিকটে আর একটি আনন্দ তাহার রবের মোলাকাতের নিকটে এবং সায়েমের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট কস্তুরীর গন্ধ হইতে পবিত্র। এবং সিয়াম একটি ঢাল। যখন তোমাদের কাহারও সিয়ামের সময়

www.draminlibrary.com

হয় সুতরাং তখন সে ফাহেসা করে না এবং কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করে না। যদি অন্য কেহ অশালীন বাক্য প্রয়োগ করে অথবা তাহার সহিত যুদ্ধ করে তবে সে যেন বলে আমি সায়েম। (*ঐক্যসম্মত*) ॥

ব্যাখ্যা : আদম সন্তানের আমল বা চরিত্র সুন্দর করাই সৎ আমলের উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ সৎ আমলের দ্বারা আল্লাহ্ মানব চরিত্রকে বহুগুণ সুন্দর করিয়া দিয়া থাকেন কিন্তু সিয়াম ব্যতীত। কারণ, সায়েম সৌন্দর্যের কোন সীমার মধ্যে থাকিয়া সন্তুষ্ট নয়, কারণ সায়েম পরম সুন্দর আল্লাহ্তা'লাকে নিজের মধ্যে অভিব্যক্ত করার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। আল্লাহ্তা'লা নিজেই সায়েমের পুরস্কার। অন্য কোন প্রকার পুরস্কারের প্রত্যাশী সে নয়। এইজন্য আল্লাহ্ বলিতেছেন, "সিয়াম আমার জন্য সুতরাং আমি নিজেই সায়েমের পুরস্কার।"

এখন কথা হইল, সায়েম তাহার জীবন এবং চিন্তাধারার কতটুকু আপন রবের উপর ছাড়িয়া দিতে পারিবে? সম্পূর্ণ নিজেকে তাঁহার উপর অর্পণ করিতে পারিলে কাহারও মেহেরবানীতে রুহ্ প্রাপ্ত হইয়া উহাতে রবের দর্শন লাভ করিতে পারিবে এবং তাহার এফতার হইয়া যাইবে। সেই পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারিলেও সায়েম হইতে পারিবার কারণে অর্থাৎ দুনিয়া হইতে মনকে বিরত রাখিতে পারিবার কারণে এফতার যে তাহার নিকটে আসিয়া গিয়াছে ইহা দর্শনে সে আনন্দিত হইয়া যায়, তাহা এই আশায় যে, একদিন অবশ্য তাহাকে এফতার করান হইবেই। এফতার যে অতি নিকটে আসিয়া গিয়াছে তাহা সে অনুভব করিতেছে কিন্তু নিজ হইতে নাগাল পাইতেছে না। তাহা ছাড়া আপন রবের দর্শন না মিলিলেও তাহার এলহাম শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহার পরবর্তী মোলাকাতের স্তর নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে— এই আনন্দ তাহাকে মাতাইয়া তোলে।

এইরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া সেই সায়েমের পক্ষে সম্ভব, যিনি সিয়ামের আমলের দ্বারা দুষ্ট ও অশান্ত প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া শান্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন এবং আল্লাহ্র আজল হইতে খাদ্য ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। খাদ্য খাওয়া একটি কর্ম তথা ধর্ম। প্রত্যেক ধর্ম যাহা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহার একটা কাল থাকে যাহাকে কোরানে "ইয়াওমুদ্দীন" অর্থাৎ দ্বীনের কাল তথা কর্মের কাল বা আজল বলে। সায়েম আল্লাহ্র সৃষ্ট এই আজল হইতে খাদ্য ত্যাগ করে। অর্থাৎ খাদ্য খায় কিন্তু তাহা আজলমুক্ত থাকে। আজল জয় করিতে পারিলে কর্মের মধ্যে শিরিক থাকে না। ইহাকেই বলে নিষ্কাম কর্ম। খাদ্য খাওয়ার মত কোন প্রয়োজনীয় কর্মই দোষণীয় নয় যদি উহাকে আজলমুক্ত করা যায়। সম্যক গুরুরূপে আল্লাহ্তা'লাই আজল জয়ী বা কালজয়ী মহাপুরুষ—ধর্মের কালের রাজা "মালেকে ইয়াওমুদ্দীন"।

www.draminlibrary.com

সিয়াম করিতে গেলে সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যে সকল ধর্ম আসিয়া শিরিক পয়দা করে তাহাকে সত্তার প্রতি শরাঘাত বলা হইয়াছে। এই সকল শরাঘাত প্রতিহত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা তাহাই সিয়াম। এইজন্য সিয়ামকে বস্তুবাদের শরাঘাত হইতে মুক্তি লাভের ঢাল বলা হইয়াছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِىْ مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ (التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَاَحْمَدُ- (غريب)

৫। হযরত আবু হোরায়রা বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : যখন রমজান মাসের প্রথম রাত্রি হয় তখন শয়তান সমূহ এবং অবাধ্য জিন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় এবং (জাহান্নামের) আগুনের দরজাগুলো বন্ধ হইয়া যায়, কাজেই ইহার একটি দরজাও খুলে না। এবং জান্নাতের দ্বারগুলি খুলিয়া যায় কাজেই উহার একটি দ্বারও বন্ধ হয় না। এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা করে : হে কল্যাণে অগ্রগামী (অর্থাৎ কল্যাণ সন্ধানী) অগ্রসর হও এবং হে অকল্যাণে অগ্রগামী (অর্থাৎ অন্যায় সন্ধানী) কাটিয়া পড় এবং আল্লাহ্‌র জন্যই তাহারা আগুন হইতে মুক্ত এবং প্রত্যেক রাত্রিই এইরূপ।
(তিরমিজি, ইবনে মাজা, আহমদ) ॥

ব্যাখ্যা : রজব মাস হইতে প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করিয়া যেইমাত্র রমজান মাসের চাঁদ উঠে সেই রাত্র হইতে সায়েম তাহার নফসের দ্বারসমূহ একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলে যাহাতে শয়তান সমূহ এবং অবাধ্য জিন কোন অবস্থাতেই মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার না পায়।

কোন অবস্থাতেই জিনকে মানুষের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। জিনকে কোরানে সাধারণভাবে মানুষের দুশমনরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। জিন মানব মনে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার কারণে মনের মধ্যে অবাধ্যতার উদয় করিয়া মানুষকে বিপথগামী করিবার অধিকার পাইয়াছে। জিন মোমিন হইলেও

www.draminlibrary.com

তাহাদের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব করা উচিত নয়, কারণ তাহারা মানুষ হইতে নিম্নমানের জীব। এইজন্য জিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা মানুষের জন্য শরীয়তসিদ্ধ নয়।

মনের চিন্তাধারা হইতে দুষ্ট শয়তান এবং অবাধ্য জিনের ভাবধারা সরাইয়া ফেলিলে মানুষের মন ফেরেস্তা স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া মনের মধ্যে সকল প্রকার মন্দভাব প্রবেশের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। এবং তাহার ফলে জান্নাতের সকল দ্বার খুলিয়া যায়। এইরূপ মোজাহেদী মনের নিকট এলহামের ঘোষণা আসিতে থাকে এবং তাহাতে সত্য ও অসত্যের সকল প্রকার সূক্ষ্ম দিক নির্ণয় হইতে থাকে। এই ঘোষণা দ্বারা একদিকে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া সত্যের দিকে চালনা করিতে থাকে, অন্যদিকে অসত্যের সূক্ষ্ম স্বরূপ দেখাইয়া তাহা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে থাকে। ইহাতে মানব অন্তরে যত প্রকার দুনিয়ার সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশ ছিল তাহা মন হইতে ঝরিয়া পড়িতে থাকে। এইরূপে তাহার মনোরাজ্যে কোথাও আগুন স্থান লাভ করিতে পারে না। প্রথম রাত্রি হইতে শেষ রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যেক রাত্রিই এইরূপ।

এখানে খাস করিয়া রাত্রির উল্লেখ করিবার কারণ হইল : রাত্রিতে উপভোগের মধ্যে "সিয়াম" অর্থাৎ দুনিয়া হইতে বিরতি তথা প্রকৃত কর্মযোগ প্রমাণিত হয়। কর্মযোগী উপভোগের মধ্যেই ত্যাগী হইয়া থাকেন। তাহাছাড়া রাত্রিকাল নীরবতার প্রতীক হিসেবে অন্তরে ঘোষণা আসিবার উপযুক্ত সময় বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَتَاكُمْ رَمَضَانُ
شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ
السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ
الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ
خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ - (احمد والنسائى)

৬। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : মোবারক রমজান তোমাদের নিকট আগত হইল। ইহার সিয়াম সাধনা আল্লাহ্ তোমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন। ইহাতে আকাশের দ্বার খুলিয়া যায়। এবং ইহাতে জাহান্নামের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। এবং ইহাতে দুষ্ট শয়তান সমূহ আল্লাহ্র জন্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যায়। উহাতে একটি রাত্রি আছে যাহা হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ। উহার (অর্থাৎ সেই ক্বদর রাত্রির) কল্যাণ হইতে যে বঞ্চিত সে বঞ্চিতই হইল। *(আহাম্মদ, নেসাই)* ॥

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : এই হাদিসের বিশেষ বক্তব্য হইল তিনটি। প্রথমত, রমজান মাসকে মোবারক মাস বলা হইয়াছে। মোবারক অর্থ বরকতওয়ালা, বর্ধিষ্ণু বা প্রাচুর্য প্রাপ্ত। যেহেতু ইহা মন হইতে দুনিয়া ত্যাগ করিবার মাস অর্থাৎ দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করিবার মাস, সেইহেতু ইহা পারত্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি এবং প্রাচুর্য আনয়নকারী মাস।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু ইহাকে মানুষের জন্য সিয়াম সাধনার মাস হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন সেইহেতু মানুষ তাহার কু-প্রবৃত্তিসমূহকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বন্ধ করিয়া ফেলে, যাহার ফলে পাপের সকল দ্বার রুদ্ধ হইয়া রহস্যালোকের দ্বার এবং জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া যাইতে থাকে। জীবনে যে সকল বিষয় অজানা এবং রহস্য আবৃত্ত ছিল সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ হইতে থাকে এবং সৃষ্টির সকল রহস্য দ্বার ক্রমশ খুলিয়া যাইতে থাকে। ইহা বরকত লাভের আর একটি রূপ।

তৃতীয়ত, ক্বদর রাত্রি লাভের সম্ভাবনা রমজান মাসে অত্যধিক। ক্বদর রাত্রিতে রুহ্ প্রাপ্ত হইয়া মানুষ এমন আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া উঠে, যে জ্ঞান দুনিয়াতে প্রাপ্তব্য নয়। রমজান মাসে সিয়াম সাধনার ফল স্বরূপ সাধকের জন্য ক্বদর রাত্রি লাভের যে বিশেষ সম্ভাবনা রাখা হইয়াছে তাহাই হইল রমজান মাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বা লক্ষ্য। সিয়াম সাধনার ফলশ্রুতি স্বরূপ ক্বদর রাত্রি যাহার ঘটিল না তথা ক্বদর রাত্রি পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না, উহার কল্যাণ হইতে (অর্থাৎ ক্বদর রাত্রিতে প্রাপ্তব্য মহাকল্যাণ হইতে) সেই সাধক বঞ্চিতই রহিল। রুহ্ প্রাপ্তি হইতেই হইবে। যতকাল তাহা না হইবে ততকাল মানুষ জান্নাতের মহা দান হইতে বঞ্চিতই থাকে। রুহ্ প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত দেবলোকে প্রবেশাধিকার পায় না এবং জান্নাত লাভ করিবার সৌভাগ্যও হয় না।

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ
لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ
كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ - (ابن ماجة)

৭। আনাস ইবনে মালেক বলিয়াছেন, রমজান উপস্থিত হইল তাই আল্লাহ্‌র রসুল (আঃ) বলিলেন : নিশ্চয় এই মাস তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং ইহাতে একটি রাত্রি আছে যাহা হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি উহা হইতে বঞ্চিত

www.draminlibrary.com

হইল নিশ্চয় সে উহার সমস্ত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইল। এবং উহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হয় না একেবারেই হতভাগ্য লোক ছাড়া। *(ইবনে মা'জা)* ॥

ব্যাখ্যা : (পূর্ববর্তী হাদিসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এখানে ক্বদর রাত্রিকে হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এই কথা কোরানে সূরা ক্বদরেও উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ হাজার মাস যথাসাধ্য শুদ্ধভাবে এবাদত করিয়া মানুষ নিজ হইতে যতটুকু শুদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে, একবার ক্বদর রাত্রির সন্ধান পাওয়া অর্থাৎ ক্বদর রাত্রিতে পৌঁছাইয়া যাওয়া তাহা হইতে উত্তম। সময়ের দৈর্ঘ্য দ্বারা এবাদতের মান নির্ণয় হয় না, বরং উহার গভীরতা দ্বারাই তাহার গুরুত্ব এবং সার্থকতা অর্জন হইয়া থাকে। রুহ্ প্রাপ্তি তথা জান্নাত প্রাপ্তি মানব জীবনের লক্ষ্য। সিয়াম সাধনা দ্বারা যদি কেহ লক্ষ্যে পৌঁছাইতে না পারে তবে সে ব্যক্তি হতভাগ্যই বটে। ক্বদর রাত্রি লাভ করাই হইল সিয়াম সাধনার মূল লক্ষ্য। যে ব্যক্তি উহা হইতে বঞ্চিত হইল সে ব্যক্তি বাস্তবিক পক্ষে হতভাগ্য কারণ এ জীবনে তাহার জান্নাত প্রাপ্তি ঘটিল না।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে : আমরা সকল সায়েমগণই এই হতভাগ্য দলের লোক বিধায় ক্বদর রাত্রিকে আমরা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের রাত্রিরূপে গ্রহণ না করিয়া শুধু আনুষ্ঠানিক নৈসর্গিক রাত্রি বানাইয়া লইয়াছি—ইহার জন্য সূরা ক্বদরের অর্থও বদলাইয়া লইয়াছি।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ -(البيهقى)

৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : সিয়াম সাধনা এবং কোরান একজন (আল্লাহ্র) দাসের জন্য শাফায়াত করিবে। সিয়াম বলিবে : হে রব, নিশ্চয় আমি তাহাকে মানা করিয়াছি দিনের বেলা খাদ্য ও যৌন তৃপ্তি—সুতরাং আমাকে উহাতে শাফায়াত করিতে দাও। এবং কোরান বলিবে : আমি তাহাকে রাত্রিকে ঘুমাইতে মানা করিয়াছি— সুতরাং আমাকে উহাতে শাফায়াত করিতে দাও এইরূপে তাহারা উভয়েই শাফায়াত করিবে। *(বায়হাকী)* ॥

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : এই হাদিসটি গভীর অর্থবহ এবং জটিল। কোরান এবং সিয়াম কোন প্রকার কাল্পনিক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া শাফায়াত করিতে আসে না, বরং কোরানের ভাবধারা এবং সিয়ামের অভ্যাস মানুষের চরিত্রগত হইয়া চরিত্রকে তাহারা শাফায়াত প্রাপ্তির যোগ্য করিয়া তোলে। যোগ্যতার সীমার মধ্যে আসিয়া সেই চরিত্র শাফায়াত চাহিতে থাকে।

এলহামের সংযোগের দ্বারা কাল কাটাইতে থাকিলে যে সকল নির্দেশগুলি আসে তাহা কোরানের ধারা মতই হইয়া থাকে। কেতাবের পরিচয় এবং বক্তব্য বহন করে কোরান। সায়েম কেতাব জ্ঞান অর্জন করার জন্য রাত্রি জাগরণ করিতেছে তথা প্রকৃতির নিয়মের অধীনতা হইতে মুক্তি লাভের মহড়া করিতেছে আত্মদর্শন বা নফস দর্শনের সাহায্যে। সিয়াম এবং কোরান এই উভয় একজন সায়েম দাসের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শাফায়াত অর্থাৎ উদ্ধারের সুপারিশ করিয়া থাকে। প্রতিদিনের সিয়ামের দুইটি অংশ : (১) দিনের অংশ এবং (২) রাত্রির অংশ। উভয় অংশ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। দিনের অংশ পানাহার হইতে দেহকে এবং যৌন সংশ্রব হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া দুনিয়া হইতে সায়েমকে সরাইয়া রাখিয়াছে। ইহাতে দেহ ও মন উভয়ের ত্যাগ সাধনার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়া থাকে। রাত্রির অংশ : পানাহার ইত্যাদি সর্ব বিষয়ের সঙ্গে দেহমনের পরিমিত সম্বন্ধের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখিয়া এমনভাবে রাত্রিযাপন করার ব্যবস্থা হইয়াছে যাহাতে পানাহারের মধ্যেও সায়েম দুনিয়া হইতে সরিয়াই রহিয়াছে। সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র বিকাশ বিজ্ঞানের সাথে আপন দেহ কেতাবের সমন্বয়সাধন করিয়া রাত্রি যাপন করা হইতেছে। ফলতঃ মনে দুনিয়ার কোন পরশ লাগিতেছে না।

এইরূপে দিনের এবং রাত্রির অংশ উভয় মিলিয়া মনের ত্যাগ সাধনার ব্যাপকতা এবং পরিপূর্ণতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র সেফাতের বিকাশ বিজ্ঞানকে তথা মানবদেহকে কেতাব বলে। সায়েম কেতাবের সঙ্গে এলহামের দ্বারা সংযুক্ত ব্যক্তি, যদিও কেতাব এখনও সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ত্তে আসে নাই। ভাষার মাধ্যমে কেতাবের প্রকাশকে "কোরান" বলে। "কেতাব" কথা বলে না। কথা বলে কোরান। কোরান যাহাই বলে তাহা কেতাবের কথাই বলে। কোরান সায়েমকে শাফায়াত করিয়া জাহান্নাম হইতে উদ্ধার করিতে চায় এবং কেতাবের উপর অধিকার দান করিতে চায়, কারণ সায়েম কেতাব প্রাপ্তির জন্য কোরানের বিধান অনুযায়ী ঘুম ত্যাগ করিবার চেষ্টায় আছে।

www.draminlibrary.com

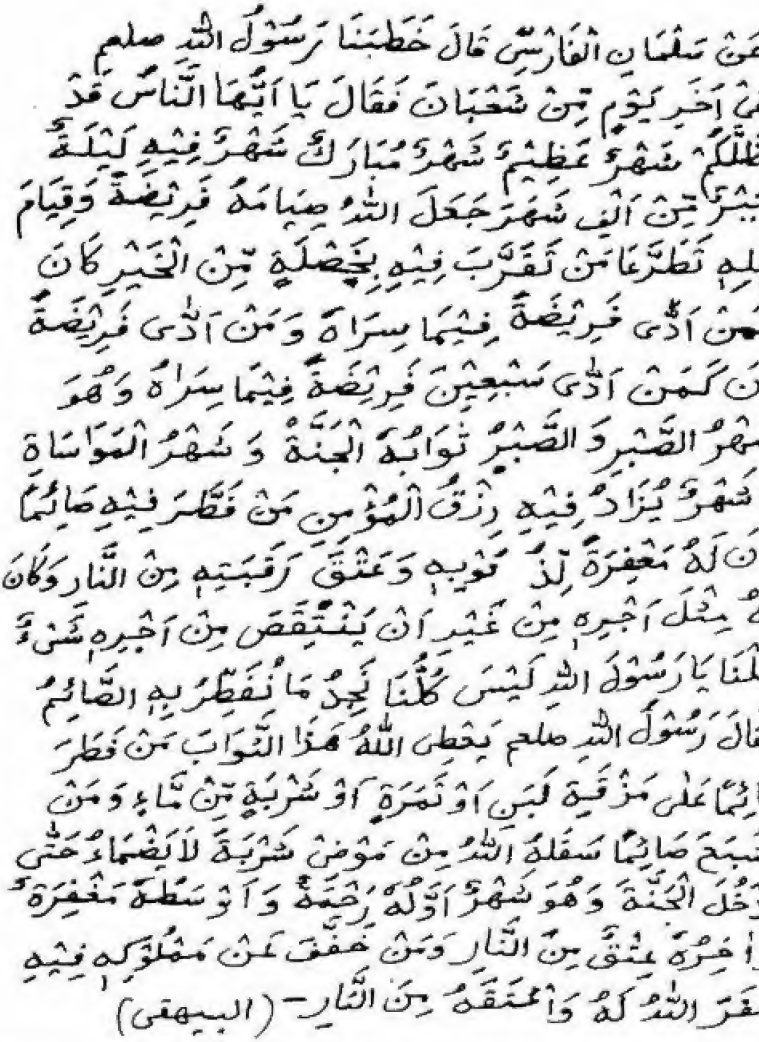

عن سلمان الفارسى قال خطبنا رسول الله صلعم
فى اخر يوم من شعبان فقال يا ايها الناس قد
اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة
خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام
ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان
كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة
كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه وهو
شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة
وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما
كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان
له مثل اجره من غير ان ينتقص من اجره شيء
قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم
فقال رسول الله صلعم يعطى الله هذا الثواب من فطر
صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء ومن
اشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى
يدخل الجنة وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة
واخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه
غفر الله له واعتقه من النار — (البيهقى)

৯। সালমান ফারসী বর্ণনা করিতেছেন —রসুলাল্লাহ্ (আঃ) শাবানের শেষ দিন আমাদিগকে খোৎবা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন : ওহে লোক সকল নিশ্চয় তোমাদের নিকট আসিয়াছে এক মহান মাস, মোবারক মাস, তাহাতে একটি রাত্রি আছে যাহা হাজার মাস হইতেও শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্ ফরজ করিয়াছেন এই মাসের সিয়ামকে এবং ইহার রাত্রিগুলিতে (সালাতে) দাঁড়ান ইচ্ছাধীন করিয়াছেন। ইহাতে ভাল একটি খাসলত (অর্থাৎ স্বভাব) লইয়া

www.draminlibrary.com

যে কেহ অগ্রসর হয় তাহা ঐ ব্যক্তির মত যে উহার বহির্ভূত (অর্থাৎ রমজান মাসের বহির্ভূত) একটি ফরজ কাজ সম্পন্ন করে। এবং যে কেহ একটি ফরজ কাজ উহাতে সম্পন্ন করে তাহা উহার বহির্ভূত ৭০টি ফরজ কাজের সমান। এবং ইহা ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের পুরস্কার জান্নাত এবং ইহা পরস্পর সহানুভূতির মাস। এই মাসে মোমিনের রেজেক বৃদ্ধি পায়। এই মাসে একজন সায়েমকে যে এফতার করায় তাহার জন্য রহিয়াছে তাহার অপরাধসমূহের ক্ষমা এবং আগুন হইতে তাহার "কাঁধ" এর মুক্তি। এবং তাহার জন্য রহিয়াছে উহার অর্জনের মত অর্জন—উহার উপার্জনের কোনরূপ ঘাটতি হইয়া নয়। আমরা বলিলাম : হে রসুলাল্লাহ্ (আলাইহে সালাতু আসসালাম) আমাদের কাহারও এমন কিছু নাই যাহাদ্বারা একজন সায়েমকে এফতার করাইতে পারি। কাজেই আল্লাহ্র রসুল বলিলেন : আল্লাহ্ এই সওয়াব তাহাকে দান করেন যে একজন সায়েমকে এক চুমুক দুধ দ্বারা এফতার করায় বা একটি খেজুর বা পানীয় শরবতের দ্বারা এফতার করায় এবং যে ব্যক্তি একজন সায়েমকে সন্তুষ্ট করে (করিতে পারে) তাহাকে আল্লাহ্ আমার হাউজে (কাওসার) হইতে শরবত পান করান : জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হইবে না এবং এই মাস যাহার প্রথমে রহমত, মধ্যস্থলে ক্ষমা এবং শেষে আগুন হইতে মুক্তি। এবং যে ব্যক্তি হাল্কা করিয়া দেয় তাহার মামলূককে (অর্থাৎ চুক্তিতে আবদ্ধ দাসকে) ইহাতে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করেন এবং আগুন হইতে তাহাকে মুক্ত করেন। (*বায়হাকী*) ॥

ব্যাখ্যা : অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা উল্লেখ করিলাম। সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ্তা'লা তাঁহার বিচিত্র সেফাতের সামান্য অংশ অস্থায়ীভাবে দান করিয়া থাকেন। আল্লাহ্র সেফাতগুলোর দাতা হইলেন সৃষ্টির নেতা, তাঁহারই মনোনীত প্রতিনিধি এবং সৃষ্টির জন্য রহমত মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ্ আলাইহে সালাতু আস্সালাম। আজমত আল্লাহ্র একটি সেফাত। আল্লাহ্ তাঁহার আজমত তাঁহার খাস বান্দাগণকে দান করিয়া থাকেন। রসুলাল্লাহ্ (আঃ) অন্য সকল মানুষ হইতে অধিক আজমত দান করিয়াছেন আলীকে (আঃ)।

কোন এক রমজান মাসের চাঁদ উঠার আগে রসুলাল্লাহ্ (আঃ) ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন— যে মাস মোমিনগণের নিকট আসিতেছে তাহা একটি আজমতওয়ালা মাস, একটি মোবারক মাস। মাস কখনও আজমতওয়ালা এবং বরকতওয়ালা হইতে পারে না। মানুষ সময়ের উপর সৎ আমল করিয়া আজমত এবং বরকতের অধিকারী হইয়া থাকে। ইহাতে আমলের সময়টিকে বরকতওয়ালা সময়রূপে গৌরবান্বিত করিয়া উহাতে চিরস্মরণীয় করিয়া তুলে।

ইহা এমন একটি মাস যাহাতে হাজার মাস হইতেও শ্রেষ্ঠ একটি "রাত্রি" আছে বা একটি "রাত্রি" রাখা হইয়াছে। কোন মাসের কোন একটি নৈসর্গিক রাত্রি হাজার

www.draminlibrary.com

মাস হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার কালের মধ্যে যে সময়ে সাধনকে তাহার আমিত্ব হইতে সরাইয়া রুহ্ দান করিবার জন্য শক্তিশালী আধ্যাত্মিক একটি পরিবেশের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়—যাহা দ্বারা রুহ্ প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করে সেই সময়টির শ্রেষ্ঠত্ব সুদীর্ঘ হাজার মাসের এবাদত ওয়ালা জিন্দিগী হইতে শ্রেষ্ঠ।

এইরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ একটি রাত্রিকাল সায়েমের জন্য আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যদি সায়েম তাহার কর্তব্য পালন করিতে যথাসাধ্য যত্নবান হয়, এবং যদি উহা আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় হয়।

আল্লাহ্ ফরজ করিয়াছেন এই মাসের সিয়াম সাধনাকে। অর্থাৎ ইহাকে মানুষের করণীয় রূপে ইচ্ছা করিয়াছেন। আর রাত্রিতে সালাত দাঁড় করান মানুষের ইচ্ছাধীন করিয়াছেন। অর্থাৎ অতিরিক্ত সালাত পালন করা ইচ্ছাধীন করিয়াছেন, যেমন সালাতে তারাবীহ্। সালাতে তারাবীহ্ কল্যাণকর কিন্তু ইচ্ছাধীন। না করিলে অপরাধ ধরা হইবে না।

এইমাসে ভাল একটি "খাসলত" অর্থাৎ ভাল একটি স্বভাব লইয়া যদি (রবের) নিকটবর্তী হইতে থাকে তাহা ঐ ব্যক্তির সমান যে ব্যক্তি একটি ফরজ কাজ অন্য সময়ে সম্পন্ন করে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল : ব্যক্তিত্বের উন্নতি হইল ধর্ম পালনের কল্যাণ। রমজান মাসে সায়েম যে কোন একটি ভাল স্বভাবের কাজ করিলে (যাহা বাধ্যতামূলক নয় অর্থাৎ কম গুরুত্বপূর্ণ) তাহা অন্য সময়ের একটি বাধ্যতামূলক কাজের সমান কল্যাণ বহন করে এর অর্থ ছোট একটি ভাল কাজের দ্বারা ব্যক্তিত্বের উন্নতি রমজান মাসে সায়েমের হইয়া থাকে তাহা অন্য সময়ের বড় একটি ভাল কাজের চারিত্রিক সুফলের সমান। এবং সিয়াম অবস্থায় একটি ফরজ কাজ সম্পন্ন করা অন্য সময়ের সত্তরটি ফরজ কাজের সমান কল্যাণকর।

কল্যাণ বা সওয়াব আলাদা কোন বিষয় বা বস্তু নয়, বরং ইহা চারিত্রিক উন্নতি যাহা রবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শব্দটি হইল "তাকাররাবু" অর্থাৎ নিকটে যায়। ইহা দ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে, সায়েমকে তাহার সিয়াম অবস্থায় রবের নৈকট্য লাভের সুযোগ বেশি দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

রমজান কঠোর সাধনার একটি মাস। এইজন্য ইহাকে ধৈর্যের মাস বলা হইয়াছে। ইহাতে এমন ধৈর্য অর্জন করিবার চেষ্টা থাকিবে যেমন জেহাদের মাঠে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেলেও প্রকৃত মোজাহেদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, তাহার মত। ধৈর্যের পুরস্কার জান্নাত। ধৈর্য সম্বন্ধে কোরানে বলিতেছেন, "নিশ্চয় ধৈর্যশীলের সঙ্গে আল্লাহ্ থাকেন।"

www.draminlibrary.com

একে অন্যের প্রতি দুঃখ-দরদ এবং সহানুভূতি শিক্ষার মাস হইল রমজান মাস। এই মাসে মোমিনের রেজেক বৃদ্ধি হয়। "রেজেক" আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দান। ইহা দুই প্রকার—অস্থায়ী এবং স্থায়ী রেজেক অর্থাৎ সাধারণ এবং অসাধারণ দান। মোমিনের রেজেক হইল স্থায়ী, অফুরন্ত কল্যাণ। রমজান মাসে মোমিন তাহার রেজেক বর্ধিত হারে পাইয়া থাকে।

এফতার

সাধারণভাবে আমরা যখন যাহা পানাহার করি তাহাই এফতার। পানাহার এবং দুনিয়া হইতে বিরত থাকার নাম সিয়াম। "কামালিয়াত" অর্জন করা তথা সৃষ্টির মোহবন্ধন হইতে মুক্তি লাভের শক্তি অর্জন করার নাম হইল প্রকৃত এফতার। এফতার প্রাপ্ত হইলে মানুষ ভোগের অধীনতা হইতে দেহ ও মনকে মুক্ত করিয়া তুলিতে পারে। পানাহার করার উপভোগ তখন মানুষের স্বভাবগত হইয়া যায়। ইহা জান্নাতবাসীর অবস্থা। এফতার করিতে পারিলে পার্থিব জীবনেই দুনিয়া হইতে বিরত হওয়া যায়। কাজেই নিজ হইতে প্রকৃত এফতার করা যায় না। যিনি নিজে এফতার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই কেবল অন্য ব্যক্তিকে এফতার করাইতে পারেন। অবশ্য কাহাকেও এফতার করান কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যাহাকে এফতার করান হয় তাহা হইতে উন্নত মানের ব্যক্তি হইলেন তিনি যিনি এফতার করাইয়া থাকেন। নিজে এফতার প্রাপ্ত অর্থাৎ কামেল না হইলে অন্যকে এফতার করান সম্ভবপর নয়। ইহাই এফতারের হাকীকত।

এফতার প্রাপ্ত হইলে সায়েম যে কল্যাণ লাভ করে সেই কল্যাণ যিনি তাহাকে এফতার করাইয়াছেন তিনিও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ এফতার দানকারী ব্যক্তির মর্যাদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে তাঁহার কাঁধ হইতে জাহান্নামের আগুন চিরতরে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তিনি প্রতিষ্ঠিত কামেল। কামালিয়াত দাতা কামেল। সুতরাং সত্যিকার এফতার করিতে চাহিলে কিছুদিন কোন কামেল ব্যক্তির শিক্ষা ও দীক্ষার অধীন থাকিতে হয়।

ফাতারা শব্দ হইতে এফতার। ফাতারা অর্থ দেহ-মন ভাঙ্গিয়া ফেলা যাহাতে পুনরায় দেহমনের সমন্বয়ে নবজন্ম লাভ না হয়। মন হইতে দেহের আকর্ষণকে একেবারে বিচূর্ণ করা।

এই হাদিসের উল্লিখিত সত্যিকার এফতারের স্বরূপের বয়ান রসুলের মুখে শুনিয়া সালমান ফারসী বলিতেছেন যে, আমরা রসুলের (আঃ) বক্তব্যের মধ্যখানে

www.draminlibrary.com

তাঁহাকে বলিয়া উঠিলাম : ইয়া রসুলাল্লাহ্ (আলাইহে সালাতু আস্ সালাম) আমরা যে কয়জন এখানে উপস্থিত আছি তাহাদের কাহারও এমন সাধ্য বা সম্বল নাই যে, আমরা একজন সায়েমকে এইরূপ এফতার করাইতে পারি। জবাবে তৎক্ষণাৎ রসুলাল্লাহ্ তাঁহার বক্তব্যের মাঝখানে থামিয়া বলিলেন : আল্লাহ্ এই সওয়াব তাহাকে দান করেন যে একজন সায়েমকে এক চুমুক দুধ দ্বারা, একটি খেজুর দ্বারা অথবা তাহাও না থাকিলে পানীয় শরবত দ্বারা এফতার করায়।

রসুলাল্লাহ্ (আঃ) ইহাতে কি বুঝাইতে চাহিলেন? ধর্মপালন বিষয়টি অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক (Elastic)। এফতার করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে, যে যতটুকু পার সাহায্য কর। হাকীকতে যাহাকে এফতার বলে তাহার সামর্থ্য না থাকলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে পানাহার নামক জাহেরী যে আনুষ্ঠানিক এফতার রাখা হইয়াছে তাহা হইতে আমল শুরু কর। যে ব্যক্তি ধর্ম সাধনার যে পর্যায়ে থাকিবে সে ব্যক্তি তাহার সেই পর্যায়ের সৎ আমল করিয়া ক্রমশ উচ্চমানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। প্রথমেই সর্বোচ্চ মানের মহৎ কাজ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্মীয় ক্রমোন্নতি একটি বিরাট স্থিতিস্থাপক বিষয়। অতএব প্রত্যেক মানুষকে তাহার অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করা হয় এবং সেই অনুপাতে তাহার কর্তব্য এবং পুরস্কার নির্ধারিত হয়।

কিন্তু কাঁধ হইতে আগুন ঝারিয়া ফেলিতে হইলে সত্যিকার এফতার করাইবার শক্তি বা গুণ অর্জন করিতেই হইবে নতুবা যতকাল পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তির দ্বার অতিক্রম করিতে না পারিবে ততকাল দুনিয়ার আগুন মানুষের ঘাড়ের উপর বোঝার মত কিছু না কিছু চাপিয়া থাকিবেই।

রসুলাল্লাহ্র (আঃ) ভাষণের মাঝখানে সাহাবীদের এই প্রশ্নের জবাব দিয়া আবার তিনি তাহার বক্তৃতার মান পূর্ববর্তী পর্যায়ে (যথাস্থানে) রাখিয়া আবার বলিতে লাগিলেন : যে ব্যক্তি একজন সায়েমকে সন্তুষ্ট করে (অর্থাৎ এফতার তথা কামালিয়াত দান করিয়া সন্তুষ্ট করে) আল্লাহ্ তাহাকে আমার হাউজ হইতে শরবত পান করান।

দরবারে রেসালত

দরবারে রেসালত-এর অর্থ রেসালতের দরবার বা রসুল পর্যায়ের ব্যক্তিগণের দরবার। পূর্ববর্তী হউক অথবা পরবর্তী হউক আল্লাহ্র রসুল পর্যায়ের সকল মহান ব্যক্তিগণ হইলেন এই দরবারের সভ্য। পূর্ববর্তী নবীগণ সবাই মোহাম্মাদুর

www.draminlibrary.com

রসুলাল্লাহ্ আলাইহে সালাতু আস্‌সালামের দ্বারা পরিচালিত আল্লাহ্‌র "দরবারে রেসালত" এর সভা (দ্রষ্টব্য ৩ : ৮১)। তাহাদের যে কোন একজন সভ্যকে (member) অবলম্বন করিলে মানুষের মুক্তির পথ পরিষ্কার হইতে থাকিবে।

যদিও রসুলগণের একজন হইতে অন্যজনকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে তথাপি সাধারণ মানুষকে তাহা বুঝিবার মত শক্তি দেওয়া হয় নাই। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যকার একজন হইতে অন্যজনকে পৃথক করিয়া ভাবিতে কোরানে নিষেধ জানাইয়াছেন (২ : ২৫৩) এবং (২ : ২৮৫)।

আলোচ্য হাদিসে দীর্ঘ একমাসের সিয়ামকে ক্রমোন্নতির তিনটি পর্যায়ে ভাগ করিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। প্রথম ভাগে আল্লাহ্‌র রহমত, মধ্যভাগে ক্ষমা এবং শেষ ভাগে আগুন হইতে মুক্তি। সায়েম দৃঢ় মনোবল লইয়া দুনিয়া হইতে বিরত থাকিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহ্‌র রহমত ব্যতীত উহা চালাইয়া যাওয়া অর্থাৎ সিয়ামের ভাব প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভবপর নয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ সায়েমের উপর রহমত করেন যার ফলে উৎসাহিত হইয়া ক্রমশ সে অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহার রহমত ব্যতীত দুনিয়া হইতে মনকে সরাইয়া থাকা সম্ভবপর হয় না।

প্রথম ভাগে সুষ্ঠুভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকার ফলে দ্বিতীয় ভাগে ক্ষমা প্রাপ্তির উপযুক্ত পর্যায়ে চলিয়া যায়। ক্ষমা প্রাপ্তির শেষ এবং চরম পর্যায় হইল জাহান্নামের আগুন হইতে একেবারে মুক্তি। অর্থাৎ চিরতরে সায়েম দুনিয়া হইতে মুক্ত হইয়া যান। প্রকৃত সায়েম তাহার দীর্ঘ তিন মাসের প্রচেষ্টা গ্রহণের ফল স্বরূপ শেষ পর্যায়ে রমজান মাসে আসিয়া রমজান মাসের উল্লিখিত উক্ত তিনটি স্তর ক্রমশ অতিক্রম করিয়া যাইবে। ইহাই হইল চরম লক্ষ্য এবং রমজানের সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য।

চুক্তিবদ্ধ দাসকে মামলুক বলে। রমজান মাসের সিয়াম পালন করা সহজসাধ্য করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে যে মনিব তাহার মামলুকের করণীয় কাজের বোঝা কমাইয়া দেয় আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা দান করেন এবং আগুন হইতে তাহাকে মুক্ত করেন। এর কারণ সে তাহার মামলুককে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়াছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم إِذَا دَخَلَ
شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيْرٍ وَ أَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ -
(البيهقى)

১০। ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন : রমজান মাস দাখেল হইলে (অর্থাৎ আসিলে) রসুলাল্লাহ্ (আঃ) সকল বন্দী ছাড়িয়া দিতেন এবং সকল প্রার্থীকেই দান করিতেন। *(বায়হাকী)* ॥

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : তিনি রহমতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ দয়ার মূর্ত প্রতীক। সৃষ্টির বন্ধন হইতে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মিক জেহাদের ডাক হইল রমজানের সিয়াম। স্বাধীনতা অর্জনের এই অনুষ্ঠান পালনে অপরাধী বন্দীকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাহা যদি সে পালন করে তাহা হইলে সকল অপরাধ তাহার চরিত্র হইতে আপনি মুছিয়া যাইবে। দয়ার মূর্ত প্রতীক রহমতুল্লিল আলামীন হইয়াও যদি তিনি অপরাধী বন্দীকে আল্লাহ্‌র দেওয়া মহান সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখেন তাহা হইলে তিনি আল্লাহ্‌র রহমতের মূর্ত স্বরূপ হইতে পারেন কী করিয়া? একই কারণে তিনি এই সময় অবাধ দাতাও ছিলেন। অতএব আল্লাহ্ যেখানে মনের বন্ধন হইতে মুক্তির দ্বার খুলিয়া দিতেছেন সেখানে রহমতের প্রতীক রসুলাল্লাহ্ দেহকে কারাগারে আবদ্ধ রাখেন কেমন করিয়া? আল্লাহ্ এই মাসে পরম দাতা হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতিনিধিও দাতা না হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিতে পারেন কি? তাই আমরা দয়ার সাগরকে দয়াল রূপেই দেখিতেছি। আবার ইহাই ছিল অপরাধীগণের প্রধান একটি সুযোগ, যাহা অবলম্বন করিয়া তাহারা মোহাম্মদী ধর্মের বিরোধিতা করিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ اَنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ اِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ فَاِذَا كَانَ اَوَّلُ يَوْمٍ مِّنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَيَقُلْنَ يَارَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ اَزْوَاجًا نَقَرُّ بِهِمْ اَعْيُنُنَا وَتَقَرُّ اَعْيُنُهُمْ بِنَا ـ (البيهقى)

১১। ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : নিশ্চয় জান্নাত রমজানের জন্য অলংকৃত হয় বৎসর ঘূর্ণনের এক মাথা হইতে প্রথম ঘূর্ণনের দিকে (অর্থাৎ সারা বছরের জন্য নিজেকে সাজাইয়া লয়)। সুতরাং যখন রমজানের প্রথম দিন হয় তখন আর্শের তলদেশে চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয় জান্নাতের পাতা হইতে। তাই তাহারা বলে—হে রব, তোমার দাসদিগ হইতে আমাদের জাওজগণকে দাও। তাহাদের দ্বারা আমাদের চক্ষু এবং আমাদের দ্বারা তাহাদের চক্ষু পরিতৃপ্ত হউক। *(বায়হাকী)* ॥

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : আর্শ— আল্লাহ্‌র সিংহাসনকে আর্শ বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে যে নফসের মধ্যে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ প্রত্যক্ষভাবে এবং জাগ্রতভাবে পূর্ণরূপে পালিত হয় বা কার্যকর হয় তাহা হইল আর্শ। গাছপালা অথবা নিম্নমানের কোন প্রাণীর মধ্যে আর্শ তৈরি হইতে পারে না।

রুহ্— নফস+নূরে মোহাম্মদী=রুহ। নফস আর নূরে মোহাম্মদীর মিলনে রুহ্ হয়। রুহ্ আল্লাহ্‌র জাত। ইহা নূরে মোহাম্মদী সম্পন্ন এক একটি ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ জাগ্রত নূরে মোহাম্মদীর এক একটি ব্যক্তিত্ব। আদমের সন্তান হিসাবে বীজরূপে মানুষের মধ্যে নূরে মোহাম্মদী উপ্ত রহিয়াছে। নফসের উপর তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিলে উহাকে রুহ্ বলে। অতএব জাগ্রত নূরে মোহাম্মদী ওয়ালা নফ্‌সকে রুহ্ বলে। রুহ্ যখন মূর্তিমান হইয়া দেখা দেয় অর্থাৎ মোলাকাত দান করে তখন উহাকে হুর বলে। অতএব সাধকের আপন আলোকিত মূর্তি ছাড়া হুর আর কিছুই নয়। হুর দর্শনই হইল আত্মদর্শন। এই দর্শন হইয়া থাকে নিজরূপে, প্রিয় স্ত্রীরূপে, প্রিয় স্বামীরূপে, নবীরূপে, রসুলরূপে এবং অলি পর্যায়ের মোর্শেদরূপে। যাহার যিনি মাশুক তাহার রূপে। কখনও নিজরূপে কখনও মাশুকের রূপে। অতএব হুর দর্শন অর্থই চরম আত্মদর্শন। রুহ্ প্রাপ্তির সাধনা দ্বারা হুর দর্শন ঘটে। হুর পুরুষ এবং মেয়ে মানুষ উভয় প্রকার হইয়া থাকে। এইজন্য "জাওজ" কথার উল্লেখ রহিয়াছে। স্বামীর জাওজ স্ত্রী এবং স্ত্রীর জাওজ স্বামী।

আপন রবকে পাইবার আশাই হইল সায়েমের একমাত্র লক্ষ্য। রব তাহার মধ্যেই রহিয়াছেন কিন্তু মনের মধ্যে দুনিয়া থাকার কারণে জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারেন না। নফস বা মন দুনিয়া হইতে বিরত হইয়া যখন তাকওয়ায় আসিয়া পড়ে অর্থাৎ মন যখন আল্লাহ্ গত হইয়া যায় কেবল তখনই সে আপন রবের জাগরণ আশা করিতে পারে। দুনিয়া হইতে বারিত বা বিরত হইয়া থাকার কার্যাবলী বা আমল হইল সিয়াম। এইজন্য সায়েম তাহার সিয়ামের পরিবর্তে যে প্রতিফল পাওয়ার আশা রাখে তাহা হইল আপন রবের জাগরণ তথা সকল কার্যভার রব কর্তৃক গ্রহণ করা।

আর্শের নীচেই জান্নাত অবস্থান করে। রমজান মাসের দিনগুলি যথাবিহিত পালন আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জান্নাত অলঙ্কৃত বা সজ্জিত হইতে থাকে। ইহার ফলে হুরদের শরীরে জান্নাতের বাতাস লাগিতে শুরু করে এবং উহাতে তাহারা জাগিয়া উঠিতে থাকে। হুর জান্নাতবাসী। দুনিয়ায় সে থাকে না। সায়েম দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছে। নিজেই আর্শ হইয়া রহিয়াছে অথবা কমপক্ষে একটি আর্শের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়াছে। ইহার ফলে তাহার দুনিয়া ছুটিয়া গিয়াছে। একটি মাস সে জান্নাতে অবস্থান করিতেছে। জান্নাতের এই হাল তৈরি করার জন্য মনের পূর্ব

www.draminlibrary.com

প্রস্তুতি হিসাবে রজব হইতে সাধনা আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ববর্তী দুই মাস উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার ফলে রমজানের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতেই অবস্থান লাভ করিতে পারিতেছে। এই জান্নাত "জান্নাতুন নাঈম" অর্থাৎ পার্থিব "নেয়ামতের জান্নাত"। ইহা চিরস্থায়ী জান্নাত নয় বরং প্রথম পর্যায়ের জান্নাত (৫ : ৫-১০)।

সায়েম দুনিয়ায় সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি। সারা বছর দুনিয়া ত্যাগ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইজন্য বছরে এক মাসের মহড়া দ্বারা এমন কর্মযোগে তৈরি করিয়া লয় যাহা দ্বারা সারাটি বছর উহার প্রভাবে অতিবাহিত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে। এইজন্য রমজানকে বলা হইয়াছে সারা বছরের জন্য জান্নাতকে সুসজ্জিত করিবার মাস।

যাহার কর্মযোগ সারা জীবনের জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে তিনি সমাজের আদর্শ সৃষ্টির জন্য এবং সিয়াম শিক্ষা সমাজে বলবৎ রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক সিয়াম তিনিও পালন করিয়া থাকেন সমাজের শিক্ষাগুরু হিসাবে।

আরও লক্ষ করিবার বিষয় হইল : নর-নারীর মধ্যে যে হুর ঘুমন্ত অবস্থায় রহিয়াছে তাহারা মিলন প্রত্যাশী। যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা মানুষের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু মানুষ তাহার প্রতি মনোযোগী নয়। বার বার মানুষের মধ্যে অবস্থান লইয়া মানুষকে ডাকিয়া চলিয়াছে তাহাকে জাগাইয়া তোলার জন্য। কিন্তু দুনিয়ার কর্মব্যস্ত মানুষ কিছুদিনের জন্য হইলেও জান্নাত রচনার কষ্ট স্বীকার করিয়া তথায় হুরের দর্শন লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চায় না। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াই তাহার নিকট অধিক প্রিয়।

عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم اَنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لِاُمَّتِهِ
فِيْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِيَ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفّٰى اَجْرَهُ
اِذَا قَضٰى عَمَلَهُ - (احمد)

১২। নবী (আঃ) হইতে হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার উম্মতের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা রমজান মাসের শেষ রাত্রিতে। জিজ্ঞাসা করা হইল : হে রসুলাল্লাহ্ উহা কি ক্বদর রাত্রি? তিনি বলিলেন "না" কিন্তু নিশ্চয় একজন আমলকারীকে (অর্থাৎ কর্মীকে) অবশ্য তাহার মজুরী সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয় যখন তাহার আমল (কর্মকে) শেষ করে। *(আহমদ)* ॥

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : কোরানের কথা মতে আল্লাহ্‌র একজন দাসের ভাগ্যে ক্বদর রাত্রি সংঘটিত হইয়া উহার মধ্যে রুহ্ নাজেল হয় তথা আত্ম-পরিচয় নাজেল হইয়া বা লাভ হইয়া দাসের ক্ষমা প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু এই হাদিসে দেখা যায় উম্মতে মোহাম্মদীকে আল্লাহ্‌তা'লা এক মাস সিয়াম পালনের মজুরী স্বরূপ নিশ্চয় ক্ষমা দান করিয়া থাকেন। ক্বদর রাত্রি প্রধানত ধ্যানযোগের ফলশ্রুতি। সিয়ামে উম্মতে মোহাম্মদীর ক্বদর রাত্রি না হইলেও অর্থাৎ ধ্যানযোগ ছাড়াও কর্মযোগে আসিয়া তাহারা ক্ষমা পাইবার যোগ্য হইতে পারে, এর কারণ তাহাদের কর্মগুলো সকলই মহানবীর আদর্শের উপর হইয়া থাকে।

আমলের শেষ রাত্রিতে ক্ষমা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিলেন বলিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল : উহাতে কি সায়েমের ক্বদর রাত্রি হইবে? তিনি বলিলেন : (ক্বদর রাত্রি ব্যতীতই) ক্ষমা তাহার মজুরী। এই হাদিস উম্মতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রমাণ বহন করে।

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم شَهْرَا
عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ-(متفق عليه)

১৩। হযরত আবু বকর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন ঈদের মাস দুইটি, যাহা কমে না রমজান এবং জেলহজ্ব। (*ঐক্যসম্মত*) ॥

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্‌র বান্দার জন্য মাস হিসাবে আনন্দের মাস হইল রমজান এবং জেলহজ্ব এবং তাহা কেন? রমজান মাসের সিয়াম পালন এবং জেলহজ্ব মাসের হজব্রত পালন, এই দুইটি আল্লাহ্‌র দর্শনপ্রার্থী সাধকের জন্য মহা আনন্দের মাস। রজব এবং শাবান মাসের প্রস্তুতি গ্রহণের পর সায়েমের জন্য রমজান হইল সাধনালব্ধ পক্ক শস্য কর্তনের আনন্দদায়ক মাস। কারণ রবের দর্শন না হইয়া থাকিলেও রবের সঙ্গে তাহার এলহামের সংযোগ হইয়া গিয়াছে। এফতার এবং রবের দর্শন না হইয়া থাকিলেও তাহা যে নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে এই হইল রমজানের আনন্দ।

রমজানে সাধনলব্ধ আনন্দ উপভোগের মধ্যে পরিপূর্ণতার যাহা বাকী রহিল হজব্রত পালনের মধ্যে যাইয়া নিশ্চয় সেই আনন্দের পরিপূর্ণতা ঘটিবে। ইহাও লক্ষ করিবার বিষয় যে, ত্যাগের মধ্যেই সত্যিকার আনন্দের উপভোগ রহিয়াছে। আরও লক্ষ করিবার বিষয় হইল—গৃহের সাধনার অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য গৃহের বাহির হইয়া হজ্ব পালন করিতে হয় (One is indoor the other is outdoor)।

www.draminlibrary.com

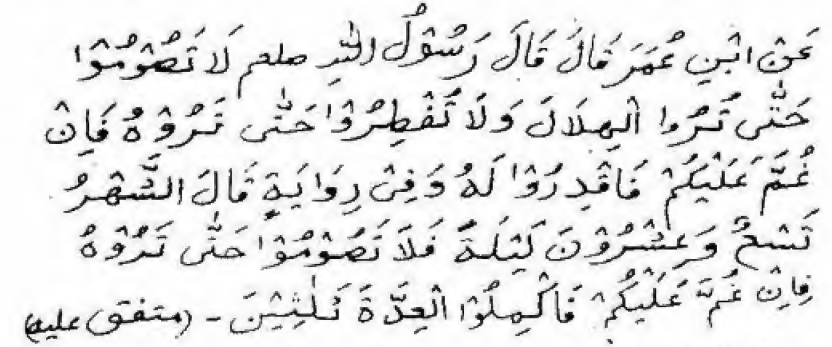
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم لَا تَصُوْمُوْا
حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ الشَّهْرُ
تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ
فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلٰثِيْنَ - (متفق عليه)

১৪। ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : চাঁদ না দেখিয়া সিয়াম করিও না (অর্থাৎ আরম্ভ করিও না) এবং উহা না দেখা পর্যন্ত এফতারও করিও না। যদি তোমাদের উপর মেঘ থাকে তবে উহা পূর্ণ কর। অন্য একটি উক্তিতে তিনি বলিয়াছেন : রমজান মাস ২৯ রাত্রির মাস। কাজেই উহা না দেখিয়া সিয়াম করিও না। অতএব যদি তোমাদের উপর মেঘ থাকে তবে উহার সংখ্যা ৩০ (দিন) পূর্ণ কর। (*ঐক্যসম্মত*) ॥

ব্যাখ্যা : এই হাদিসটিতে বলা হইতেছে যে, সিয়াম পালন করা চান্দ্রমাস অনুযায়ী এক মাসের ব্যাপার। কাজেই কোন বছর ইহা ৩০ দিন এবং কোন বছর ইহা ২৯ দিন দীর্ঘ হইবে। সিয়াম একটানা এক মাস করিতে হয়। ইহাতে কোন এফতার নাই। একটানা শুধুই সিয়াম। অর্থাৎ এই একমাসকাল দুনিয়ার সঙ্গে মন লাগান চলিবে না। যথাসাধ্য মনকে দুনিয়া হইতে ছুটাইয়া রাখিতে হইবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ভোগের এক প্রকার এফতার নির্দিষ্ট নিয়মে করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অতএব যাহাকে আমরা এফতার বলি ইহা হাকীকতে এফতার নয়। প্রকৃত এফতারে পৌঁছিবার জন্য ইহাকে সহায়ক এফতাররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে দেহ ও মনকে সুস্থ রাখিয়া লক্ষ্যের দিকে সজোরে অগ্রসর হওয়ার জন্য। লক্ষ্য হইল মনকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া রাখা। বস্তুলোভ, সংসার মোহ, চিত্তের কামনা-বাসনা ইত্যাদি সকল প্রকার নফসানী কলুষ হইতে তথা মানসিক কলুষ হইতে মনকে মুক্ত করিয়া রাখিবার প্রবল প্রচেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া রাখাই হইল সিয়াম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে এখানে আরও একটি কথা লক্ষ করিবার বিষয় হইল : "মাসটি ২৯ রাত্রির মাস" অর্থাৎ ২৯টি রাত্রি অবশ্য ইহাতে থাকিবে। এখানে ২৯ দিনের উল্লেখ না করিয়া রাত্রির উল্লেখ কেন করা হইল? রমজান মাসের সিয়াম সাধনায় রাত্রির গুরুত্ব দিন হইতে অধিক। সিয়াম সাধনার ফলাফল রাত্রির অংশেই বিশেষভাবে অনুভূত এবং প্রমাণিত হয়।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্তা'লা রবরূপে মানুষের মধ্যে বিরাজিত আছেন। মানুষের আপন পরিচালনার ভার নফসের নিকট না রাখিয়া আপন রবকে ছাড়িয়া দেওয়ার চেষ্টাই হইল সিয়াম। রবের স্বভাব অর্জন না করা পর্যন্ত রব এই শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন না। তিনি নিজে খাদ্যও খান না, ঘুমও ঘুমান না।

এমতাবস্থায় সায়েমকেও উক্ত স্বভাব অর্জন করিবার চেষ্টা গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য খাদ্য ও ঘুমের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। মাঝেমধ্যে পানাহারের যে অনুমতি দেওয়া হইল তাহারও নামকরণ করা হইল "এফতার", যদিও হাকীকতে ইহাকে এফতার বলা হয় নাই। মানুষ রাত্রির মধ্য হইতে একবেলা তথাকথিত এফতার করিয়া সিয়াম পালন করিতে কষ্ট হইবে বিধায় পরে আরও একবেলা অর্থাৎ রাত্রির শেষাংশে পানাহার করিবার অনুমতি দেওয়া হইল "সেহরী" নামকরণ করিয়া। সুতরাং সত্যিকার এফতার এই মাসের মধ্যে রাখা হয় নাই। এই মাসের শেষ দিনটি অতীত হইয়া গেলে যেই মাত্র চাঁদ দেখা যাইবে সেইদিন হইতে এফতারের আনন্দের দিন আবার সায়েমের জন্য শুরু হইয়া থাকে। এইজন্য সেই দিনের নাম হইল "ইয়াওমাল ঈদুল ফেতর" অর্থাৎ এফতারের আনন্দ দিবস।

عَنْ اِبْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ - (متفق عليه)

১৫। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : উহা (অর্থাৎ চাঁদ) দেখিয়া সিয়াম কর এবং উহা দেখিয়া এফতার কর। যদি তোমাদের উপর মেঘ থাকে, তাহা হইলে শাবানের গণনা পূর্ণ কর ত্রিশ।

অথবা : উহাকে দেখিবার জন্য সিয়াম কর এবং উহাকে দেখিবার জন্য এফতার কর। যদি তোমাদের উপর মেঘ থাকে, তাহা হইলে শাবানের গণনা পূর্ণ কর ত্রিশ। (*ঐক্যসম্মত*) ॥

ব্যাখ্যা : এই হাদিসটিতে একমাস সিয়াম পালনের আদেশ বহন করে এবং তাহা কখনও ৩০ আবার কখনও ২৯ দিন হইয়া থাকে তাহাও ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে "লে রুইয়াতিহী" অর্থাৎ উহাকে দেখিবার জন্য" বা "উহা দেখিয়া" যদি "উহা" শব্দটি চাঁদ ধরা হয় তবে এই হাদিস দ্বারা একমাস সিয়াম পালনের কথাই বুঝাইতেছে বলা যাইতেও পারে। আর যদি "উহা" কথাটি "আত্মদর্শন" তথা হুর দর্শন ধরা হয় তা হইলে অর্থ হইবে এইরূপ : হুর দর্শনের

www.draminlibrary.com

জন্য সিয়াম কর অথবা হুর দর্শন করিয়া সিয়াম কর। উহা দর্শন করিবার জন্য সিয়াম পালনের প্রয়োজন যেমন হইয়া থাকে তেমনই উহা দর্শন হইয়া গেলে সত্যিকার সিয়াম করা সম্ভব হইয়া যায়।

সূফি দর্শন মতে চাঁদ যে দেখিল বা দেখিতে পারিল তাহার রোজা শুরু হইল এবং এই চাঁদ যে পরিপূর্ণভাবে দেখিল তাহার এফতার হইয়া গেল।

কোন বিষয়কে সঠিকভাবে দেখিলে তাহা হইতে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় উহাই চাঁদ দেখা। বিষয় দেখার মধ্যে পরিপূর্ণতা অর্জিত হইলে এফতার হইয়া যায়। এফতারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে তথা সম্যক শুরু হইতে এফতার করা বিষয়টি শিক্ষণীয়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم إِنَّا أُمَّةٌ
أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا
وَهٰكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ الشَّهْرُ هٰكَذَا
وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِي تَمَامَ الثَّلٰثِيْنَ يَعْنِي مَرَّةً
تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلٰثِيْنَ (متفق عليه)

১৬। ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন, "আমরা নিরক্ষর লোক, লিখিতেও জানি না হিসাব করিতেও জানি না—মাসটি এই রকম এবং এই রকম এবং এই রকম" এবং তিনি তৃতীয়বার আঙ্গুল বন্ধ করা শেষ করিলেন। তারপর বলিলেন, "একটি মাস হইল এই রকম এবং এই রকম এবং এই রকম অর্থাৎ ত্রিশ পুরা করা, অর্থাৎ কোনবার উনত্রিশ কোনবার ত্রিশ"। (*ঐক্য সম্মত*) ॥

ব্যাখ্যা : জানিবার একটি বিষয় হইল : নবী যখন "আমরা" সর্বনাম উচ্চারণ করিয়া কথা বলেন তখন আল্লাহ্র উচ্চতম পরিষদের সদস্যবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া বলেন। তাঁহারা সবাই নিরক্ষর এইরূপ হইতে পারে না।

তাহাছাড়া উপস্থিত সবাই নিরক্ষর ছিল এবং ত্রিশ পর্যন্ত গণনাও জানিবে না, ইহা অবাস্তব। নবীকে (আঃ) খাট করিয়া দেখাইবার জন্য কথাটি বদলাইয়া লওয়া হইয়াছে। কথাটি খুব সম্ভব নিম্নরূপ ছিল : "তোমাদের মধ্যে যাহারা নিরক্ষর, লিখিতেও জান না হিসাব করিতেও জান না তাহাদের জন্য বলিতেছি : মাসটি এই রকম এবং এই রকম এবং এই রকম...ইত্যাদি"।

www.draminlibrary.com

রসুল (আঃ) নিরক্ষর ছিলেন না। তিনি লিখিতে জানিতেন এবং হিসাবও জানিতেন। উপস্থিত সভায় যাহারা নিরক্ষর ছিল, ত্রিশ পর্যন্ত গুণতেও জানিত না তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া চন্দ্র মাসের দিনের সংখ্যা দুই হাতের ১০ আঙ্গুলের ইশারায় তিনবার দেখাইলেন। এবং বলিলেন কোন বছর এই মাসের দিনের সংখ্যা এইরূপও হয় অর্থাৎ ত্রিশ দিন হয়। আবার কোন বছর ২৯ দিন হয় তাহা দেখাইলেন তিনবারে। তৃতীয়বার একটি আঙ্গুল নামাইয়া নয়টি আঙ্গুল দেখাইলেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِذَا
اِنْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوْا - (ابوداود والترمذى)

১৭। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : শাবানের মধ্যবর্তী দিনে সিয়াম করিও না। *(আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মা'জা, দারেমী)* ॥

ব্যাখ্যা : শাবান মাসের মধ্যবর্তী দিন বলিতে আমাদের দেশের প্রচলিত কথায় শবে-বরাতের দিন বুঝায়। এই দিনে সিয়াম পালন করিতে আল্লাহ্‌র রসুল নিষেধ করিয়াছেন।

عَنْ اُمِّ سَلِمَةَ (رض) قَالَتْ مَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ صلعم يَصُوْمُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلَّا شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ -
(ابوداود والترمذى والنسائى وابن ماجة)

১৮। উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন : আমি নবী সাল্লাললাহু আলাইহে অসাল্লামকে দুই মাস একাধারে সিয়াম করিতে দেখি নাই শাবান ও রমজান মাস ব্যতীত। *(আবু দাউদ, তিরমিজি, নেসাই, ইবনে মা'জা)* ॥

ব্যাখ্যা : রসুলাল্লাহ্‌র উপর সিয়াম পালন করা অবশ্য পালনীয় নয়। উম্মতকে হাতে-কলমে সিয়াম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাকেও সিয়াম করিয়া দেখাইতে হইয়াছিল। রমজানের সিয়াম সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়া উহা হইতে পূর্ণতা লাভ করিতে চাহিলে পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে (শাবান মাসের ১৫ তারিখ ব্যতীত) সারা শাবান মাস সিয়াম করিবার একান্ত প্রয়োজন যে রহিয়াছে তাহাই রসুলাল্লাহ্ কর্মদ্বারা বুঝাইয়া গিয়াছেন। এর কারণ, নিজে পালন না করিয়া অন্যকে আদেশ

www.draminlibrary.com

দেওয়া অন্যায়। এই দৃষ্টিকোণ হইতেও ইহা তিনি পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

বঙ্গানুবাদ : নিশ্চয় জান্নাতে আছে একটি নহর। উহাকে বলা হয় রজব। এবং উহার পানি অত্যধিক স্বচ্ছ। সুতরাং যে ব্যক্তি রজবের সময় সিয়াম করিয়াছিল আল্লাহ্ তাহাকে পান করাইয়াছিলেন ঐ নহর হইতে।

ব্যাখ্যা : রজব মাস দুনিয়াতে অবস্থান করে না। কারণ শরীয়ত অনুযায়ী ইহাকে দুনিয়ার বাহিরে রাখা হইয়াছে। রজব মাস "শাহরুল হারাম" এর অন্তর্গত। সুতরাং প্রকৃত সায়েমের জন্য দুনিয়াদারী করা রজব মাসে হারাম। আল্লাহ্র মিলনপ্রার্থী সাধকের জন্য এই মাসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ রমজান সাধনার জন্য যে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হইয়াছে রজব তাহার প্রথম মাস। যে ব্যক্তি রজবে সিয়াম করিয়াছিল সে ব্যক্তি ঐ মাসে সিয়াম থাকাকালীন সময়ে দুনিয়ায় বাস করে নাই, দ্বীনের মধ্যেই ছিল—তথা জান্নাতের বাগানেই ছিল। তাই আল্লাহ্ তাহাকে পান করাইয়াছিলেন রজব নামক নহর হইতে।

এফতার দুনিয়াতে নাই। এফতার প্রাপ্তি ব্যতীত সত্যিকার সিয়াম করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি সিয়াম করিতে পারিয়াছে নিশ্চয় সে এফতার করিতে পারিয়াছে। প্রথম এফতার নিজ হইতে করা যায় না। এফতার করান হইয়া থাকে। এফতার দুনিয়াতে নাই, সুতরাং রজব মাসে যে উৎস হইতে সাধক পান করিয়াছে (রবের নাম শারাব বা প্রেম শারাব) তাহা আদ্দ্বীনের মধ্যে অবস্থিত রজব ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দুনিয়ার জিনিস পানাহার করা অপরাধ, যদিও আপাত প্রয়োজন হিসাবে তাহার অনুমতি রহিয়াছে। এফতার লাভ করিতে পারিলে এইসব পানাহার হইতে মুক্ত হইয়া থাকা যায়। মুক্তির এইরূপ অবস্থা লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া হইল তাহার প্রথম মাস হইল রজব। এফতার লাভের পথে রহমতের এই নহর হইতে পানাহার শুরু করিয়া সায়েম অগ্রসর হইতে থাকে, যাহাতে রমজানে যাইয়া উহার পূর্ণতা লাভ হইতে পারে।

জান্নাতের মধ্যে যত রকমের উৎস আছে তাহার মধ্যে রজব একটি উৎস। আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে তথা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিবার যত প্রকার উৎস আছে রজব মাসের আমল তাহার মধ্যে একটি।

আদ্দ্বীনের মধ্যে থাকাই পার্থিব জান্নাত। রজব মাস দ্বীনের মধ্যে আছে, দুনিয়ায় থাকে না, যেহেতু পার্থিব জীবনে রজব মাসে দুনিয়াদারী একেবারেই হারাম। সুতরাং রজব মাসে সিয়ামে থাকিয়া পানাহার করিতে পারিলে পানাহার হইয়া যায় স্বচ্ছ এবং পবিত্র। এইরূপ স্বচ্ছ এবং পবিত্র পানাহার "আল্লাহ্র রেজেক" এর অন্তর্ভুক্ত।

www.draminlibrary.com

রজব নামক নহরের পানীয় অত্যধিক স্বচ্ছ। অর্থাৎ রজবের আমল দ্বারা মনের সকল আবিলতা ও কলুষ-কালিমা দূর হইয়া মন স্বচ্ছ, সরল ও পবিত্র হইতে থাকে।

সিয়াম সাধনার প্রথম মাস রজব। যে ব্যক্তি রজবে সিয়াম করে নাই, অথবা অন্য উপায়ে এই মাসে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করে নাই সে ব্যক্তি রজব মাসে দুনিয়ায় বাস করিয়াছে এবং দুনিয়ার পানাহার করিয়াছে। আর যে ব্যক্তি সিয়াম করিতে পারিয়াছে অথবা অন্য উপায়ে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া মন পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাকে ততকাল পানাহার করা হইয়াছিল জান্নাতের একটি নহর হইতে এবং সেই নহরটি ছিল রজব মাস।

এই হাদিসটিতে অতীতকাল ব্যবহার করা হইয়াছে। "রজবে সিয়াম পালন করিলে জান্নাতে পান করান হইবে" এইরূপ ভবিষ্যত উক্তি ব্যবহার করা হইলে সিয়ামের হাকীকত অথবা জান্নাতের হাকীকত এই হাদিস দ্বারা প্রকাশ পাইত না।

"শাহরুল হারাম" অর্থ "যাহাতে দুনিয়া হারাম এইরূপ মাস।" তাই ঐগুলি পবিত্র মাস। যে চারটি মাসকে "শাহরুল হারাম" বলিয়া কোরানে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা হইল রজব, জেলকুদ, জেলহজ্ব ও মহরম। কোরানের উক্তি অনুযায়ী হজ্বের জন্য যেমন তিন মাস নির্ধারিত করা হইয়াছে (২ ঃ ৯৭) সেইরূপ হাদিস অনুযায়ী সিয়ামে আসিতেও তিন মাস লাগে। পূর্ববর্তী দুই মাস তাহার পূর্ব প্রস্তুতি। সেই দুই মাস হইল রজব ও শাবান।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ - (ابوداود)

১৯। আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) শাবানের (সিয়াম পালন করা) বিষয় যতটা মনে রাখিতেন উহার বাহিরে (অর্থাৎ অন্য মাসে) ততটা মনে রাখিতেন না। তারপর রমজান দেখিয়া (রমজানের) সিয়াম করিতেন। উহাতে (অর্থাৎ শাবানের শেষ দিনে) মেঘ থাকিলে ৩০ দিন গণনা করিয়া তারপর (রমজানের) সিয়াম করিতেন। *(আবু দাউদ)* ॥

ব্যাখ্যা : রমজান মাসের সিয়ামকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য শাবান মাসে সিয়াম পালন করা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তাহা বুঝাইবার জন্য রসুলাল্লাহ্ (আঃ)

www.draminlibrary.com

শাবান মাসের প্রতি এত লক্ষ্য রাখিতেন। ইহাতে বুঝা যায় শাবান মাসের প্রস্তুতি ব্যতীত উম্মতগণের রমজানের সিয়াম কামিয়াবী আনয়ন করিতে পারিবে না।

২০। (শাবান শব্দের ব্যবহারিক অর্থ পৃথকীকরণ) হজরত মোহাম্মদ (সঃ) প্রায়ই বলিতেন, "তোমরা শাবান মাসকে তালাশ কর এবং এর হিসাব সঠিকভাবে রাখিবে যাহাতে রমজান মাসকে পাইতে কষ্ট না হয়।"

ব্যাখ্যা : "রমজান মাসকে পাওয়া" এর অর্থ কী? চাঁদ উঠিলে তখন হইতে রমজান মাস সকলেই পাইয়া থাকে। ইহা কাহারও জন্য হারাইয়া যাইবার কথা নয় যে, কষ্ট করিয়া ইহাকে পাইতে হইবে।

আসলে রমজান মাসটি প্রকৃত সায়েমের জন্য ব্যতিক্রধর্মী একটি কাল, যাহাতে তাহার দৈনন্দিন সকল কর্ম ও চিন্তার মধ্যে "দুনিয়া" সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। "রমজান মাস ব্যতিক্রমধর্মী একটি কাল" যাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়া নফস আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইয়া বুঝিতে পারে যে, দুনিয়ার কাল এবং আদ্‌দ্বীনের কাল একেবারেই পৃথক এবং ভিন্ন প্রকৃতির।

শাবান মাসের সাধনা ব্যতীত রমজানে সিয়ামের হালের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায় না। শাবান মাসের সাধনাই কেবল রমজানের কালটির ব্যতিক্রম সুস্পষ্টভাবে পৃথক করিয়া দেয়। অতএব শাবান মাসকে কাজে না লাগাইলে রমজান মাসকে তাহার স্বরূপে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

শাবান মাসের হিসাব ঠিকমত না রাখিলে রমজান মাস পাওয়া যায় না। "হিসাব রাখা" অর্থ সালাত করা। এই সালাত আত্মদর্শনের সালাত। ইন্দ্রিয় দ্বারগুলি দ্বারা যাহা কিছু আসে অর্থাৎ যে ধর্মসমূহ আসিতে থাকে সূক্ষ্মভাবে তাহার সঠিক হিসাব রাখিবার ধারাবাহিক অভ্যাস করাই সালাত। এইরূপ সালাত ব্যতীত সিয়াম হয় না। সালাতের সাহায্যে শাবান মাসের চাঁদ দেখার এইরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ না করিলে সাধকের জন্য রমজানের চাঁদ দেখা যাইবে না। সুতরাং রমজান মাসকে পাওয়া তাহার জন্য কষ্টকর হইয়া যাইবে। সাধনা আরম্ভ করিলেই রমজানের কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় না।

২১। তিনি এইভাবে প্রার্থনা করতেন : "হে আল্লাহ্, তুমি আমার হায়াতকে বাড়াইয়া দাও। আমি যেন রজব ও শাবান মাসের মহিমা এবং পবিত্র রমজান মাসের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হই।" (*বায়হাকী*) ॥

ব্যাখ্যা : এইজন্য রসুলাল্লাহ্ (আঃ) আমাদের শিক্ষার জন্য উক্তরূপ প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দান করিতেছেন, "হে আল্লাহ্ তুমি আমার হায়াতকে বাড়াইয়া দাও" তাহা হইলে আমি রজব ও শাবান মাসের মহিমা এবং রমজানের পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। সর্বমানবের শিক্ষাদাতা নেতা হিসাবে আমাদের পক্ষ হইয়া তিনি এই প্রার্থনা করিয়া জগতবাসীকে শিখাইতেছেন।

www.draminlibrary.com

হায়াত বাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ কি? উত্তর : সংসারের মানুষ স্বভাবত আপন দুনিয়ায় বাস করে। দুনিয়াবাসী ধর্মের দৃষ্টিতে মৃত। দুনিয়ার জীবন পশুজীবন এবং অপবিত্র বৈ আর কিছুই নয়। দুনিয়া হইতে মুক্ত হইলেই আল্লাহ্‌র দেওয়া আসল জীবন লাভ করা যায়। রমজান মাস হইল সেই আসল জীবনের মাস; এর কারণ সায়েম এই মাসে দুনিয়া হইতে ছুটিয়া থাকে। রজব ও শাবান মাসের মহিমাই কেবল রমজানকে পবিত্র করিয়া তোলে। দৃঢ়ভাবে সিয়ামের সাধন পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা পূর্ববর্তী দুই মাসকে মহিমান্বিত করিয়া না তুলিলে পবিত্র রমজানের সন্ধান পাওয়া যায় না, এবং সায়েম হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়া রমজান মাসকে পবিত্র ও সার্থক করিয়া তোলাও যায় না। পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত ইচ্ছা করিলেই মনকে হঠাৎ পবিত্র করিয়া তোলা যায় না। কোনো মাসের মধ্যে পবিত্রতা বা অপবিত্রতার কিছুই নাই। অন্তরের বা মনের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া (তথা মন হইতে দুনিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিয়া) যে সময়গুলি অতিবাহিত করা যায় বা করা হয় তাহাই পবিত্র সময়।

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَشُكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ - صلعم -

(ابوداود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى)

২২। আম্মার ইবনে ইয়াসির হইতে বর্ণিত হইয়াছে : যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কালের সিয়াম (পালন) করিবার মধ্যে ভাঙ্গন আনে তবে নিশ্চয় সে সঙ্কুচিত করে (বা চাপিয়া রাখে) আবাল কাশেমকে। (*আবু দাউদ, তিরমিজি, নেসাই, ইবনে মাজা, দারেমী*) ॥

ব্যাখ্যা : নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়ত করিয়া যদি কেহ সিয়াম পালন করা আরম্ভ করিবার পর উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে তাহা হইলে নিশ্চয় সে তাহার মধ্যে মহাগুরু রূপে অবস্থিত আপন রবকে সঙ্কুচিত করে। সায়েমের মধ্যে অবস্থিত রবকে আবাল কাশেম অর্থাৎ কাশেমের পিতা (মোহাম্মদ) বলা হইয়াছে। আব্দুল্লার পুত্র মোহাম্মদের (আঃ) বড় ছেলের নাম ছিল কাশেম। সেইজন্য তাঁহাকে বলা হয় আবুল কাশেম অর্থাৎ কাশেমের পিতা। এখানে আবাল কাশেম কথার মধ্যে গভীর একটি তাৎপর্য ও গুরুভাব নিহিত রহিয়াছে।

আবাল কাশেম অর্থ কাশেমের পিতা অর্থাৎ বন্টনকারীদের পিতা। বিশ্বের সকল নবী, রসুল এবং অলিগণ হইলেন সৌভাগ্য বন্টনকারী তথা বিষয়বস্তুর

www.draminlibrary.com

বন্ধন হইতে মুক্তির পাথেয় দানকারী। তাঁহাদের সবার পিতা হইলেন মহাগুরু মহানবী মোহাম্মদ আলাইহে সালাতু আস্‌সালাম ওয়া তসলীমা। সকল বন্টনকারীগণের পরম পিতা সেই "মোহাম্মদী নূর" এর একচ্ছটা নূরে মোহাম্মদী রূপে প্রত্যেকের মধ্যে রবরূপে বিরাজিত আছে। সিয়াম সাধনা দ্বারা তিনি জাগ্রত হইয়া উঠিতে চাহেন। সায়েম তাহার নিকট আগমনকারী ধর্মসমূহকে এক এক করিয়া বর্জন বা ত্যাগ করিয়া আসিতে ছিল, যাহার ফলে মোহসমূহ কাটাইয়া তাহার মধ্যকার রবের জাগরণ ঘটাইতে ছিল। কিন্তু যদি হঠাৎ তাহার সিয়াম সাধনার মধ্যখানে সিয়ামে ভাঙ্গন ঘটিতে দেয় তাহা হইলে উহা বন্টনকারীদের পিতাকেই সঙ্কুচিত করে। অর্থাৎ এই সঙ্কোচনের আঘাত দেহ ও মনের উপর লাগে না, বরং আপন অন্তর্নিহিত রবের উপরই লাগিয়া থাকে।

এফতার মাহাত্ম্য এবং এফতার রহস্য

عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ - (متفق عليه)

২৩। হযরত সহল হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : মানুষের কল্যাণ লাভ বন্ধ হইবে না যতকাল তাহারা এফতারে তাড়াহুড়া করিবে। (*ঐক্য সম্মত*)।

ব্যাখ্যা : এফতার পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্যই মানুষকে সিয়াম করিতে হইবে। আপন সত্তা হইতে দেহ-মনকে বিচ্ছিন্ন তথা মানবীয় আমিত্বের চির অবসান ঘটানই এফতার। সুতরাং এফতার হইতে আত্মদর্শন এবং সর্বপ্রকার জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। যেহেতু এফতারপ্রাপ্ত সায়েম ব্যতীত অন্য কাহারো দ্বারা সমাজকল্যাণ সম্ভবপর নয় সেইহেতু এফতার পর্যন্ত পৌঁছিবার তাড়াহুড়া মানব সমাজে অবশ্য থাকিতে হইবে। না থাকিলে সেই সমাজ সম্পূর্ণ বস্তুবাদী হইয়া যায় এবং তাহাদের দ্বারা কোন প্রকার সমাজকল্যাণ সম্ভবপর হয় না। নিছক বস্তুবাদী তথাকথিত কল্যাণ কোনো কল্যাণই নয়, বরং তাহাতে সমাজ হয় রাহুগ্রস্ত এবং কদাচারী।

www.draminlibrary.com

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى
اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا - (الترمذى)

২৪। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন— আমার বান্দাগণের মধ্যে আমার নিকট তাহারাই প্রিয় যাহাদের এফতার শীঘ্র হয়। (*তিরমিজি*) ॥

ব্যাখ্যা : এই হাদিসের প্রবক্তা আল্লাহ্ নিজেই। তিনি বলিতেছেন : "যে বান্দা শীঘ্র এফতার করে সেই বান্দা আমার বেশী প্রিয়।" এর অর্থ মৃত্যুর যত আগে যে মানুষ এফতার করে সে তত বেশি আল্লাহ্র প্রিয় হইতে পারে। সমাজ তাহা হইতে ধর্মের সেবা এবং আল্লাহ্র পথের হেদায়েত অধিক লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার অল্পদিন পর মৃত্যুবরণ করেন তাহা দ্বারা ঐরূপ সেবা বেশি হইতে পারে না। এইজন্য যিনি যত আগে এফতার করেন তিনি আল্লাহ্র তত বেশি প্রিয় হইয়া থাকেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم لَا
يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ
لِاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى يُؤَخِّرُوْنَ -(ابوداود وابن ماجه)

২৫। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : মানুষ যে তাড়াহুড়া করে তাহার কারণে ধর্মের প্রকাশ কমায় না, ইহার জন্যই ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ এফতারে দেরি করে। (*আবু দাউদ, ইবনে মা'জা*) ॥

ব্যাখ্যা : সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যে সকল ধর্ম দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ ইত্যাদিরূপে আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে সেগুলি গ্রহণ করা বিষয়ে মানুষ স্বভাবত তাড়াহুড়া করিয়া থাকে যাহার ফলে মানুষ ধর্মের ডিপো হইয়া থাকে। এইগুলির মোহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করার নাম এফতার। যাহারা আমানু অর্থাৎ ইমানের সাধক তথা মুক্তি পথের পথিক তাহারা সেরাতুল মোস্তাকীমের উপর থাকিয়া ধীরস্থিরভাবে জ্ঞানের সহিত ধর্মসমূহকে গ্রহণ করে যাহার ফলে তাহাদের মস্তিষ্ক ধর্মের ডিপোতে তথা সংস্কারের ডিপোতে পরিণত হয় না। সুতরাং তাহারা শীঘ্র এফতার প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অপরপক্ষে তৎকালীন ইহুদী

www.draminlibrary.com

এবং খ্রিস্টানগণ তাহাদের ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া আগত ধর্ম (Phenomenon) সমূহ গ্রহণ ও বর্জন ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে অর্থাৎ অসাবধান থাকে। সেই কারণে তাহাদের এফতারে বিলম্ব হইয়া যায়, অর্থাৎ জন্মচক্র দীর্ঘায়িত হয়।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا اَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهٖ (البيهقي)

২৬। জায়েদ ইবনে খালেদ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি একজন সায়েমকে এফতার করায় অথবা একজন ধর্মযোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করে। তাহা হইলে তাহার জন্য যে উপার্জন (অর্থাৎ প্রাপ্ত মজুরী) তাহা অপর ব্যক্তির সমান।

অথবা : তাহা হইলে তাহার জন্য যে উপার্জন তাহা উভয় ক্ষেত্রে একই রকম।

(*বায়হাকী*) ॥

ব্যাখ্যা : একজন সায়েম এবং একজন মোজাহেদ ভিন্ন প্রকার হইলেও এক পর্যায়ের ব্যক্তি। উভয় ব্যক্তি ধর্মযোদ্ধা যদিও তাহা ভিন্ন রকমের। সায়েমের লক্ষ্য এফতার লাভ করা এবং তাহা দ্বারা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া। মোজাহেদের লক্ষ্য হইল "গাজী হওয়া" অর্থাৎ কাফেরের উপরে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া এবং তাহা দ্বারা সামাজিক ন্যায়ের শাসন ব্যবস্থা দান করা।

একজন সায়েমকে এফতার করাইলে তিনি যেমন আপন মনের সর্বপ্রকার কুফরীর উপর বিজয়ী হইয়া উঠেন, তেমনই একজন গাজীকে অস্ত্র সরবরাহ করিলে তিনিও কাফেরের উপর বিজয়ী হইয়া সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

অতএব সায়েমকে এফতার করাইয়া সমাজে কামেল ব্যক্তি তৈরি করিবার প্রয়োজন যেমন অত্যধিক, ধর্মযোদ্ধাকে অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করিয়া সমাজে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনও তেমনই অত্যধিক। এইরূপে একজন হইয়া উঠেন সত্যদ্রষ্টা বিজয়ী এবং ঐরূপে অন্যজন হইয়া উঠেন সামাজিক সত্য প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ী। এই উভয় প্রকার বিজয় একে অন্যের সম্পূরক। সমাজে সত্যদ্রষ্টা না থাকিলে সমাজ যেমন নিঃস্ব হইয়া যায়, সমাজে ধর্ম ও সত্য পালনের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে সমাজ তেমনই নিঃস্ব হইয়া যায় এবং তাহাতে সৎজীবন যাপন করা কঠিন হইয়া যায়।

www.draminlibrary.com

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِذَا اَقْبَلَ
اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَ اَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَ
غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ - (متفق عليه)

২৭। হযরত ওমর বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : যখন এদিক থেকে রাত্রি আসে এবং এদিক হইতে দিন চলিয়া যায় এবং সূর্য ডুবিয়া যায়—সুতরাং নিশ্চয় একজন সায়েম এফতার করে (অথবা নিশ্চয় একজন সায়েমকে এফতার করান হয়)। (ঐক্যসম্মত) ॥

প্রকৃতপক্ষে হাদিসটি সালাত ও সিয়ামের একটি রূপক বর্ণনা। সূর্য এখানে শিরিক প্রকাশের প্রতীক। ইহা আপন সত্তা হইতে চিরতরে ডুবিয়া গেলে গভীর রাত্রির আগমন হয়, অর্থাৎ সালাতের গভীর অবস্থার উদয় হয়। হাদিসটি পরম সুন্দর ও গভীর সত্যবহ।

ইহাতে সালাত ও সিয়ামের স্বার্থক পরিণতি তথা এফতার রূপে পুরস্কার প্রাপ্তির কথাই বহন করিতেছে। রাত্রির আগমন অর্থাৎ আপন সত্তার দিকে সালাতুল উসতার আগমন অর্থাৎ সালাতের গভীর অবস্থার আগমন। দিনের প্রত্যাগমন অর্থ— "শেরেক" এর বিদায় গ্রহণ। সূর্যের অস্তগমন অর্থ— মন হইতে শেরেক মুছে যাওয়া। অর্থাৎ মনের সৃজনশীল অবস্থা লয়প্রাপ্ত হওয়া।

ব্যাখ্যা : মেশকাতের অনুবাদক ফজলুল করিম সাহেব তাহার টীকায় ইহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন : দিন শেষে যখন পূর্বদিক হইতে রাত্রি আসে এবং দিন এখান হইতে চলিয়া যায় তখন সায়েম পানাহার করুক বা না করুক তাহার এফতার করা হইয়া যায় অর্থাৎ সন্ধ্যা হইলে সিয়াম শেষ হইয়া যায় বা তাহাদের মতে ভাঙ্গিয়া যায়।

এইরূপ ভাব গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, দিনের অংশে না খাইয়া থাকাই শুধু সিয়াম, রাত্রের অংশ সিয়ামের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা নীতিবিরুদ্ধ মন্তব্য।

আসলে উভয় মোহাদ্দেস বলিতে চাহিয়াছেন : "যে ব্যক্তি সারাজীবন সিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করিয়া গেল কিন্তু এফতার প্রাপ্ত হইল না, নিশ্চয় সে জীবন সন্ধ্যায় এফতার করে।"

হাদিসটি যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা আমাদের মতো সাধারণ সায়েমের জন্য খুবই আশাপ্রদ কথা। তাহা হইলে একথাই বুঝায় যে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সায়েমকে পূর্ণতা দান করিয়া পরপারে লইয়া যাওয়া হয়। এইরূপ

www.draminlibrary.com

ভাবধারা সত্য হইতে পারে না; কারণ যে যাহা উপার্জন করে সে তাহাই পায় এবং তাহা লইয়াই পরপারে চলিয়া যায়। অতিরিক্ত কিছুই তাহাকে দেওয়া হয় না। যখন যাহা দেওয়া হয় তখন তাহা মৃত্যুর পূর্বেই দেওয়া হয়। মৃত্যুকালে কেবলমাত্র কর্মফলের দ্রষ্টা বানাইয়া দেওয়া হয়।

এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায় হাদিসটি সত্য নয়। সিয়ামের হাকীকতের উপর আঘাত হানিয়া ইহাকে একটি অনুষ্ঠান মাত্র প্রমাণ করাই হইল ইহার উদ্দেশ্য।

সালাতের আগমন দ্বারা আপন সত্তা হইতে শেরেক ছুটিয়া যায় এবং তাহাতে যেইরূপ সূর্যাস্ত হয় অর্থাৎ শেরেকের বিলয় ঘটে, তাহা দ্বারাই সত্তার এফতার হইয়া যায়, তথা দেহ ও মনের অস্তিত্ব নিজ সত্তা হইতে চিরতরে ভাঙ্গিয়া যায়; জন্মচক্র হইতে মুক্ত হইয়া যায়। অন্য কথায় ইহাকে বলা হয় মরার আগে মরিয়া যাওয়া।

عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْاَلُ هَلْ يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ اَوْ يُصَلِّىْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ فَيَقُوْلُ لَا يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلَا يُصَلِّىْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ (الموطا)

২৮। মালেক হইতে বর্ণিত আছে, তাহার নিকট ইবনে ওমর হইতে পৌছিয়াছে : কাহারও পক্ষ হইতে কেহ কি সিয়াম করিতে পারে, অথবা কাহারও পক্ষ হইতে কেহ কি সালাত করিতে পারে? তিনি জবাব দিয়াছিলেন : কেহ কাহারও পক্ষ হইতে সিয়াম ও সালাত করিতে পারে না। (*মুয়াত্তা*) ॥

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم فِى السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ فَقَطَ الصَّوَّامُوْنَ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوْا الْاَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ۔ (متفق عليه)

২৯। আনাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন : আমরা নবীর (আঃ) সঙ্গে সফরে ছিলাম সুতরাং আমাদের মধ্যে সায়েম ছিলেন এবং এফতারকারীও ছিলেন। তারপর আমরা একটা গরমের সময় একটি মঞ্জিলে অবতরণ করিলাম। সুতরাং সিয়ামকারীগণ ভাঙিয়া পড়িল এবং এফতারকারীগণ অটল রহিলেন তাই তাহারা

www.draminlibrary.com

গঠন সমূহকে (অর্থাৎ উপাদান সমূহকে) আঘাত করিলেন এবং রেকাবকে (অর্থাৎ দেহ বাহনকে) পানি পান করাইলেন। সুতরাং রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিলেন : আজ এফতারকারীগণই উপার্জনের সহিত কাল অতিক্রম করিল। (অর্থাৎ সিয়াম পালনের মজুরী তাহারাই উপার্জন করিলেন যাহারা এফতার করিয়াছেন। (*ঐকাসম্মত*) ॥

ব্যাখ্যা : রসুলাল্লাহ্র সঙ্গে ভ্রমণকারীগণের মধ্যে যাহারা জাহেরী সিয়ামে ছিলেন তাহারা গরমের আতিশয্যে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন। অপরপক্ষে যাহারা এফতারকারী ছিলেন তাহারা ভ্রমণের মধ্যে জাগতিক কর্তব্য পালনে কোনোরূপ দৈহিক কষ্ট ভোগ করেন নাই। কারণ তাহারা খাদ্য গ্রহণের সময়সূচি পালনকারী সায়েম ছিলেন না বরং তাহারা ছিলেন প্রকৃত সায়েম এবং এফতার প্রাপ্ত। এফতার অর্থ দেহমনকে আপন সত্তা হইতে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া পানাহার দ্বারা দেহকে সংরক্ষণ করা। "রেকাব" অর্থ ঘোড়ায় উঠিবার পাদানী (stirrup), উটে উঠিবার জন্য পাদানীর ব্যবহার নাই। সুতরাং রেকাব অর্থে বুঝাইতেছে উট, ঘোড়া এবং আপন দেহবাহন। সিয়ামের সারকথা হইল দেহমনের উপাদানসমূহ নিঃশেষ করা অর্থাৎ দেহমনকে পুনরায় সংগঠিত হইতে না দেওয়া এইরূপ সংগঠনের উপর আঘাত দেওয়ার ব্যবস্থাকেই সিয়াম বলে। যাহারা প্রকৃত সিয়ামকারী এবং এফতার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের সিয়াম পানাহারের সময়সূচির মধ্যে আবদ্ধ নয়। সুতরাং তাঁহারা ভ্রমণ অবস্থায় শারীরিকভাবে ভাঙিয়া পড়েন নাই; তাই তাঁহারা উট, ঘোড়া ও আপন দেহবাহনকে পানাহার করাইলেন। এই শ্রেণীর কৃতকার্য ব্যক্তিগণের প্রতি লক্ষ করিয়া রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিলেন : আজ তাহারাই সিয়ামের ফলশ্রুতি উপার্জনের সহিত কাল অতিক্রম করিল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مِنَ الْمَدِيْنَةِ
اِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ
فَرَفَعَهُ اِلٰى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَاَفْطَرَ حَتّٰى
قَدِمَ مَكَّةَ وَ ذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ
يَقُوْلُ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم وَ اَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ
صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ
لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ-(متفق عليه)

www.draminlibrary.com

৩০। ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ মক্কার পথে মদিনা হইতে বাহির হইলেন, তারপর তিনি ওসফানে পৌঁছা পর্যন্ত সিয়ামরত ছিলেন। তারপর তিনি পানি আনিতে বলিলেন। তারপর তিনি উহা তাঁহার হাতের দিকে মানুষকে দেখাইবার জন্য উত্তোলন করিলেন এবং এফতার করিলেন মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত। এবং ইহা ছিল রমজান মাসে। অতএব ইবনে আব্বাস বলেন : নিশ্চয় রসুল সিয়াম করিয়াছেন এবং এফতার করিয়াছেন, সুতরাং যে কেহ ইচ্ছা করে সিয়াম করুক এবং যে কেহ ইচ্ছা করে এফতার করুক (*ঐক্যসম্মত*)।

মোসলেমের অন্য একটি বর্ণনায় (অর্থাৎ অন্য একটি হাদিসে) জাবের হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (অর্থাৎ রসুলাল্লাহ্) আসরের পরে পান করিয়াছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস এই হাদিসে উল্লেখিত রসুলাল্লাহ্‌র কর্মকাণ্ডের ভিত্তির উপরে ফতোয়া দিতেছেন : যার ইচ্ছা হয় দিনের বেলা পানাহার করিয়া সিয়াম পালন করুক এবং যার ইচ্ছা দিনের বেলা পানাহার না করিয়া সিয়াম পালন করুক। পানাহারের সময়সূচির উপরে সিয়াম আবদ্ধ নয়।

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكِ نِ الْكَعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صلعم اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ
عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلٰى - (ابو داود)

৩১। আনাস ইবনে মালিক আল কাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে : তিনি বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ বলিয়াছেন— "নিশ্চয় আল্লাহ্ মোসাফির হইতে কমাইয়া দেন সালাত ও সিয়ামের অঞ্চল এবং দুগ্ধ দানকারিনী ও গর্ভবতীগণ হইতেও।" (*আবু দাউদ, তিরমিজি, নেসাই, ইবনে মাজা*)।

ব্যাখ্যা : সালাত এবং সিয়াম একই বিষয়ের দুইরূপ। এইজন্য এই দুইটি ধর্মানুষ্ঠানের কথা এক সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। সালাত এবং সিয়াম সার্বক্ষণিক বিষয়। কোনো অবস্থাতেই ইহা পরিত্যাগ করা উচিত হইবে না। পরিত্যাগ করিলে আপন সত্তা পরজন্মের উপাদান সংগ্রহ করিয়া সংস্কারে ডুবিয়া যাইবে এবং সালাত ও সিয়ামের অভ্যাস ব্যাহত হইয়া যাইবে। এইজন্য প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কম হইলেও সালাত ও সিয়ামের অভ্যাস রক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই কারণে আনুষ্ঠানিক সালাত পালনের মধ্যে ভ্রমণ অবস্থায় "কসরের নামাজ" নামে একটি ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

৩২। = That which satiates or satisfies.

= Where ever.

= Intelligence, genius.

www.draminlibrary.com

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ كَانَ لَهُ حَمُوْلَةٌ تَاوِىْ اِلٰى شِبْعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ اَدْرَكَهُ - (ابوداود)

সালমা ইবনে মোহাব্বাক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : যাহার জন্য একটি বাহন রহিয়াছে, (যে বাহন) তাহাকে একটি সন্তুষ্টির বিষয়ের দিকে লইয়া যায় তবে সে রমজানের সিয়াম করুক যেখানেই তাহাকে জানাইয়া দেয় (অর্থাৎ যখনই যেখান হইতে বিষয়টি তাহার অবগতির মধ্যে আসে)। (*আবু দাউদ*)।

ব্যাখ্যা : সাধক সত্তা হইতে তাহার জীবদ্দশায় দেহমনের বিচ্ছেদকে সিয়াম বলে। এখানে বাহন অর্থে মানব দেহকে বুঝাইয়াছে। শুধু দেহই নয়, যাহা কিছুর উপরে মন হামেল হয় বা আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাকেও বাহন বলা হইয়াছে। এই বাহন তাহাকে কোনো একটি বিষয়ের উপর যদি সন্তুষ্টির নির্ভরের দিকে লইয়া যায় তবে উহা হইতে ছুটিয়া যাইবার জন্য রমজানের সিয়াম করিবার নির্দেশ তাহাকে দেওয়া হইতেছে। সিয়াম সাধনা ব্যতীত মানব মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে এবং কোনো কোনো বিষয়কে তৃপ্তির আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে। সাধক সৃষ্টিতে বন্দি হইয়া থাকিবার জন্য নয়। কোনো সাধক বা আমানু যখন জ্ঞানময় হালতের মাধ্যমে অবগত হইতে পারে যে, এই দেহ বা অন্য কোনো বাহন তাহাকে আর একটি দেহের আশ্রয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে তথা পুনর্জন্মে ফেলিয়া দিতেছে তাহা হইলে তখনই সেখানেই সে যেন সিয়াম করে যাহাতে আর দেহ কারাগারে আশ্রয় লইতে না হয়। সাধক ব্যতীত সর্ব-সাধারণের এই উপলব্ধি বা জ্ঞানময় হাল আসে না, যে যতবড় পণ্ডিতই হোক না কেন। একমাত্র সালাতের প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই উপলব্ধি নিহিত আছে।

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ - (مسلم)

www.draminlibrary.com

৩৩। জাবের হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বিজয়ের বছর রমজানে মক্কার দিকে আসিলেন। তিনি কুরু আন গামীম পৌঁছা পর্যন্ত সিয়াম করিলেন সুতরাং লোকেরাও সিয়াম করিলেন। তারপর তিনি এক জগ পানি চাহিলেন। তারপর তাঁহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহা তিনি উত্তোলন করিলেন, তারপর পান করিলেন। সুতরাং উহার পর তাঁহাকে বলা হইল যে, কিছু লোক অবশ্য সিয়াম করিয়াছে। অতএব তিনি বলিলেন : ইহারা লাঠিয়াল, ইহারা লাঠিয়াল (বা গোলযোগ সৃষ্টিকারী বিপথগামী)। (*মোসলেম*) ॥

ব্যাখ্যা : পানাহারের নির্ধারিত সময়সূচি পালন করার মধ্যে সিয়াম নাই যদি প্রকৃতই সিয়াম পালন করা না হয়। যাহারা প্রকৃতই সিয়াম সাধক ছিলেন তাঁহারা দিনের বেলা রসুলের সঙ্গে সেই দিন পানাহার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, কারণ পানাহার দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ বা নষ্ট হয় না। আর যাহারা পানাহার গ্রহণের সময়সূচিকেই সিয়াম মনে করিয়াছিল তাহাদিগকে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী বলিয়া রসুলাল্লাহ্ আখ্যায়িত করিলেন। আজকাল এই জাতীয় সায়েমই আমাদের নিকট অধিক পরিচিত। এর কারণ হাকীকতে সিয়াম কী তাহার পরিচয়ও জগত হইতে শাসকগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

প্রকৃত নেতা কখনো নীতি ভঙ্গ করেন না। যাহারা মহাপুরুষ, সিয়াম তাঁহাদের স্বভাবের সঙ্গে কেতাবস্থ হইয়াই আছে। পানাহারের সামাজিক সময়সূচি ভঙ্গ করিলে সিয়াম কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যাহারা বস্তুবাদী এবং অজ্ঞান তাহারা মহান নেতাকে যদিও চিনিতে পারে নাই তবুও নেতার নেতৃত্ব তাহাদের মানিয়া চলা উচিত ছিল। নেতাকে ভালোবাসার সহিত অনুসরণ করিতে থাকিলে এক সময় অবশ্য তাহাদের জ্ঞানোদয় হইবে, চিরকাল মূর্খ থাকিবে না। কিন্তু সম্যক নেতাকে মানিবার অভ্যাস না রাখিলে চিরকাল তাহারা নীতিভঙ্গকারী এবং সামাজিক গোলযোগ সৃষ্টিকারী হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিবে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم
صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ۔
(ابن ماجه)

৩৪। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : সফরের মধ্যে রমজানের সিয়ামকারী গৃহে অবস্থিত এফতারকারীর সমতুল্য (অর্থাৎ সিয়াম পালন না করার মতোই)। (*ইবনে মাজা*) ॥

ব্যাখ্যা : সফরে যে ব্যক্তি সিয়াম করে সে নিজ বাড়িতে থাকিলেও সিয়াম না করার মতোই আচরণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও সে

www.draminlibrary.com

প্রকৃতপক্ষে সিয়াম করে না, শুধুই পানাহারের একটা সময়সূচি পালন করে। এমন ব্যক্তির সিয়াম করা আর না করা একই সমান। সিয়ামের কোনো গুরুত্বই সে দেয় না। পানাহারের একটি সময়সূচি পালন করিলেই সিয়াম পালন করা হইয়া যায় মনে করে। সিয়ামে বিশেষভাবে অভ্যস্ত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ বা আনাড়ি লোকের পক্ষে সফর অবস্থায় সিয়ামের অনুশীলন করা সম্ভবপর হয় না।

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيِّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
اِنِّيْ اَجِدُ بِيْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ
قَالَ هِيَ رُخْصَةٌ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ اَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ
وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصُوْمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ - (مسلم)

৩৫। হামজা ইবনে আমর আসলামী হইতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছিলেন ইয়া রসুলাল্লাহ্, নিশ্চয় আমি সফরের মধ্যে সিয়ামের উপর শক্তি অনুভব করি। ইহাতে আমার উপরে অপরাধ বর্তায় কি? তিনি বলিলেন : ইহা শক্তিধর ও জালালী আল্লাহ্ হইতে একটি অনুমোদন। সুতরাং যে ইহার সহিত (সিয়াম) ধরিয়া থাকে তবে (ইহা) সুন্দর এবং যে সিয়াম করা ভালবাসে তবে তাহার উপর কোন অপরাধ নাই।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসটি সিয়ামের হাকীকতের উপর প্রকাশিত অতি সূক্ষ্ম একটি সৌন্দর্য্য বহন করে সৌন্দর্য্যের এই বাস্তব রূপটি পাঠক নিজেই অনুধাবন করিয়া লইবেন। সিয়ামের হাদিস সমূহ হইতে দেখা যায় "এফতার" কথাটি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। একটি হইল দেহমনকে আপন সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা অবস্থা। অপরটি হইল সিয়ামের আমল অর্থাৎ কর্ম হইতে বিরত থাকা। প্রকৃতপক্ষে মোমেন যখনই পানাহার করেন তখন তাঁহার এফতার। এর কারণ তিনি পানাহারকে আপন সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই পানাহার ক্রিয়াকে নিছক দেহ-মনের কর্মকাণ্ডরূপে পরিগণিত করিতে পারিয়াছেন।

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا
صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَصُمْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ وَ
اَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ - (الترمذى والنسائى)

www.draminlibrary.com

৩৬। আবু জার হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ (আঃ) বলিয়াছেন : হে আবু জার, যদি তুমি মাসে তিন দিন সিয়াম কর তবে ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে করিও। (*তিরমিজি, নেসাই*) ॥

ব্যাখ্যা : রসুলাল্লাহ্ প্রতি মাসে এই তিন দিন সিয়াম করিবার উপর তাগিদ দিয়াছেন। চন্দ্র মাসের এই তিন দিনকে "আইয়ামে ভেজ" বা আলোকিত দিন বলা হয়। এই তিনদিন একাধারে সিয়াম করার নাম আইয়ামে ভেজের সিয়াম। অপর একটি বর্ণনায় রসুলাল্লাহ্ (আ) বলিয়াছেন : "যে ব্যক্তি সারা বছর সিয়াম করে সে আসলে কোন সিয়াম করে না। প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম কর ইহাই সারা বছরের সিয়াম।" চন্দ্র মাসের এই তিনদিনকে আলোকিত দিন বলা হয়। তাহা এইজন্য যে, সারাদিন যেমন সূর্যের আলো থাকে সারারাত্রিও তেমনই পূর্ণ চাঁদের আলোকে উদ্ভাসিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে সায়েমের জন্য তাঁহার সিয়ামের সময়টি আলোকিত সময়। সিয়াম অবস্থায় সায়েম থাকেন শিরিক মুক্ত, বস্তুবাদের কলুষ-কালিমার আবরণ মুক্ত। সুতরাং আইয়ামে ভেজ জাহেরে এবং বাতেনে উভয় দিক হইতে সায়েমের জন্য আলোকিত সময়।

"প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম কর ইহাই সারা বছরের সিয়াম" অর্থাৎ একাধারে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে যদি তিন দিন সিয়াম সাধনা করা যায় তবে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্ম সুন্দর অর্থাৎ উপাদানহীন হইয়া যায়। কাজেই প্রতিমাসে তিন দিনের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সংযমের মধ্যে আনিতে পারলে সারা বছরের সিয়াম সাধনা হইয়া যায়। ইহা সায়েমের জন্য নবশক্তি দানকারী অনুশীলন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অপরপক্ষে যাহার সারা বছর সিয়াম করে বলিয়া মনে করে, তাহারা শুধুমাত্র পানাহার গ্রহণের সময় নিয়ন্ত্রণ করে।

কৃতপক্ষে সিয়াম সাধনা পানাহারের সময়সূচী পালনের কোন ধার ধারে না। পানাহারের সময়সূচী পালনের মধ্যে গুরুত্ব আরোপিত থাকিলে সিয়াম সার্বজনীন হয় না এবং ইহা অনুষ্ঠান সর্বস্ব আঞ্চলিক একটি বিষয়রূপে পরিগণিত হইয়া যায়। ফলতঃ যে দেশে একাধারে কয়েক মাস সূর্য উদয় হয় না এবং গ্রীষ্মকালে কয়েক মাস সূর্য অস্ত যায় না সে দেশে সিয়াম প্রযোজ্য নয় কি? বিশ্বনবীর বিধান কখনও অসম্পূর্ণ এবং আঞ্চলিক বিষয় হইতে পারে না। অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের মত সিয়ামকে যাহারা হাকীকতশূন্য করিয়া স্থূল সাম্রাজ্যবাদীরূপ দিয়াছে তাহাদের কবলে পড়িয়া মনুষ্য জাতি বিভ্রান্তির মধ্যে লাঞ্ছিত হইতেছে।

www.draminlibrary.com

عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَلْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ (مرسل).

৩৭। আমের ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আ) বলিয়াছেন : সহজে প্রাপ্তব্য (বা সহজপ্রাপ্য) লাভ হইল ঠাণ্ডার মধ্যে (বা শীতের মধ্যে) সিয়াম। (*আহমদ, তিরমিজি*) ॥

ব্যাখ্যা : আপন সত্তা হইতে দেহ-মনকে আলাদা করিয়া রাখিবার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা হইল সিয়ামের অনুশীলন। ইহা পরম লাভজনক বিষয়। প্রকৃতি যখন শান্ত, শীতল থাকে অর্থাৎ দেহমন যখন শান্ত, শীতল থাকে অর্থাৎ ভিতরে যখন রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি উগ্র অবস্থা থাকে না তখন সিয়াম সাধনা দ্বারা যে লাভ হয় তাহা হয় সহজপ্রাপ্য। বহিঃপ্রকৃতি যেমন সহজ-শীতল থাকিলে সিয়াম পালন করা মনের জন্য সহজ হয় তেমনই সত্তার আপন প্রকৃতি এই দেহমন যখন শান্ত থাকে; লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি উগ্র বিষয়াদি হইতে মুক্ত থাকে অথবা উপযুক্ত পানাহারে শান্ত থাকে তখন সিয়ামের লাভ সহজসাধ্য হয়।

= সহজে প্রাপ্ত লাভ, Easy booty (obtained without bloodshed)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم لِكُلِّ شَيْءٍ زَكٰوةٌ الْجَسَدِ الصَّوْمُ - (وابن ماجة)

৩৮। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আ) বলিয়াছেন : প্রত্যেক বিষয়বস্তুর একটা জাকাত (অর্থাৎ শুদ্ধিক্রিয়া) আছে এবং দেহের জাকাত হইল সিয়াম। (*ইবনে মাজা*) ॥

ব্যাখ্যা : দেহ আমাদের সত্তার জন্য কারাগার বা বন্দিশালা। ইহাতে আবদ্ধ হইয়া আমরা নানারূপ কলঙ্কে পতিত হই। সুতরাং ইহাকে ভালাবাসা ভাল নয়। ইহার কারণেই আমাদের মন-মানসিকতার মধ্যে কলুষ-কালিমা জন্ম লাভ করে এবং ইহার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সিয়াম দেহের প্রতি

www.draminlibrary.com

আকর্ষণকে কমাইয়া দেয় এবং ইহার কলুষ-কালিমা দূর করিয়া ইহাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া তুলে।

দেহের জাকাত হইল সিয়াম। অর্থাৎ দেহের বন্ধনকে তথা দেহকে আপন অস্তিত্ব হইতে ত্যাগ করিতে চাহিলে সিয়াম সাধনা প্রয়োজন। জীবদ্দশায় দেহ জাকাত করিয়া ফেলিলে অর্থাৎ পরিত্যাগ করিতে পারিলে উহা পবিত্র হইয়া যায়। দেহের মোহ যে একান্ত পরিত্যাজ্য তাহা কোরানে বিভিন্নরূপে পরিব্যক্ত আছে, যথা— "এবং যে ব্যক্তি তাহার রবের ঘরকে ভয় পায় তাহার জন্য দুইটি জান্নাত (৫৫ ঃ ৪৬)।"

আয়াতটির ব্যাখ্যা : মানব দেহেই রবের আত্মবিকাশ হইয়া থাকে। কারণ এখানেই তিনি জাগ্রত হইয়া উঠার জন্য সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করেন। এইজন্য মানব দেহকে কোরানে রবের ঘর বলা হইয়াছে। দেহ দুঃখময়। সুতরাং যে ব্যক্তি দেহ হইতে মুক্তি লাভের জ্ঞান অর্জন করিয়াছে সে দেহকে বন্দিশালা বা কারাগাররূপে ভয় পায়। অর্থাৎ জন্মচক্রে আর আবদ্ধ হইতে চায় না। এমন ব্যক্তির জন্য মাত্র দুইটি জান্নাত অতিক্রম করা বাকি থাকে। মুক্তপুরুষে পরিণত হইয়া জন্মচক্র জয় করিতে আর মাত্র দুইটি স্তর অতিক্রম করা তাহার জন্য প্রয়োজন হয়। জন্মচক্র অতিক্রান্ত ব্যক্তিগণই কেবলমাত্র প্রকৃতি জয় করিয়া পুরুষ হইতে পারিয়াছেন। এইজন্য কোরানে আলে রাসুল এবং আলে মোহাম্মদগণের দেহের সর্বনামে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হইয়াছে।

৩৯। হযরত ওসমান ইবনে মাজয়ুন হইতে বর্ণিত আছে : তিনি বলিয়াছেন, ইহা রসুলাল্লাহ্ আমাদিগকে খাসী হইয়া যাওয়ার অনুমতি দান করুন। আল্লাহ্র রসুল উত্তর করিলেন, "আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি খাসী করিয়াছেন অথবা খাসী হইয়াছেন। নিশ্চয় সিয়ামই আমার উম্মতের খাসীকরণ"...। (*সারহুস্ সুন্নাত*) ॥

মন্তব্য : বস্তুমোহের চরম প্রতীক হইল নারী মোহ। আপন সত্তা হইতে দেহমনকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিলে নারী মোহ অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। অথচ নারী মোহ এতই প্রবল যে ইহা ত্যাগ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এইজন্যই উক্ত সাহাবী খাসী হইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু খাসী হইলেই মন হইতে এই মোহ উচ্ছেদ হয় না। সিয়াম সাধনা দ্বারাই কেবল ইহা উচ্ছেদ করা সম্ভব। এই হাদিসের দ্বারাও সিয়ামের মূল সূত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অতএব দেহের পানাহারের সঙ্গে সিয়ামের কোনো সম্পর্ক নাই। এফতারপ্রাপ্ত প্রকৃত সায়েমের জন্যনিয়ন্ত্রণ তাঁহার ইচ্ছাধীন হইয়া গিয়াছে।

www.draminlibrary.com

সেহ্‌রী খাওয়া

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً - (متفق عليه)

৪০। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : সেহ্‌রী কর, (অর্থাৎ ঊষাকালের পূর্ববর্তী নাস্তা কর) কারণ, নিশ্চয় সেহ্‌রীর মধ্যে বরকত আছে।

ব্যাখ্যা : এখানে সেহ্‌রীকে "বরকত"বলা হইয়াছে। বরকত অর্থ বৃদ্ধি বা বর্ধিষ্ণু, প্রাচুর্য আনয়নকারী বা প্রাচুর্যদাতা। সেহ্‌রী খাওয়ার কারণে সায়েম শারীরিক দিক হইতে দুর্বল হইয়া পড়ে না। ইহার কারণে তাহার মনের তেজ তাহার সাধন ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মনের চিন্তাগুলির বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের মধ্য হইতে দুনিয়াকে ছুড়িয়া ফেলিবার চিন্তাশক্তি অর্জন করিতে থাকে। নফসকে শুধু শুধু ক্ষুধায় কষ্ট দেওয়া সিয়ামের উদ্দেশ্য নয়, বরং লক্ষ্য হইল দুনিয়া হইতে মনকে যথাসাধ্য সরাইয়া রাখা। শারীরিক দুর্বলতা সীমার বাহিরে গেলে মনের চিন্তাশক্তিও লোপ পায়। সেক্ষেত্রে মন হইতে 'দুনিয়া' এর অনুপ্রবেশের প্রতি তীক্ষ্ণ মানসিক দৃষ্টি দান করা কঠিন হইয়া পড়ে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ - (مسلم)

৪১। আমর ইবনে আস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : "আমাদের সিয়াম এবং আহলে কেতাবদের সিয়ামের মধ্যে 'ফয়সালা' হইল সেহ্‌রী খাওয়া।"

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হইয়াছে যে, আমাদের সিয়াম এবং আহলে কেতাবগণের সিয়ামের মধ্যে 'ফয়সালা' হইল সেহ্‌রী। ফয়সালা অর্থ মীমাংসা। খাওয়া বা না খাওয়ার মধ্যে সিয়াম আবদ্ধ নয়। সিয়ামের যাহা লক্ষ্য তাহা হইল মনকে দুনিয়া হইতে বারিত করিয়া উহার মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়া সৃষ্টি করা। অন্তরে দুনিয়া থাকিলে তাকওয়া করা হয় না। তাকওয়া অর্জন করাই সিয়ামের মূল লক্ষ্য।

www.draminlibrary.com

আমাদের খাওয়া-দাওয়ার উপর হইতে কৃচ্ছসাধনার ভাব কমাইয়া দিয়াও মহানবী এই ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন যাহা দ্বারা আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবার ব্যাপারে অধিক অগ্রসর হইয়া যাইবার মীমাংসা প্রাপ্ত হইয়াছি। লক্ষ্য এবং উপকরণের মধ্যে এমন ভারসাম্য রচনা করিয়া দিয়াছেন মহানবী যাহা দ্বারা তাকওয়া ক্ষেত্রে আমরা আহলে কেতাবদিগ হইতে আরও অধিক অগ্রবর্তী হইয়া যাইতে পারিব।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِلَى السَّحُوْرِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ ★ (ابوداود و النسائي)

৪২। এরবাদ ইবনে সারিয়া হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন : আমাকে রসুলাল্লাহ্ (আঃ) রমজানের সেহরী খাইতে ডাকিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছেন, "আস মোবারক নাস্তার দিকে।" (*আবু দাউদ, নেসাই*) ॥

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ - (ابوداود)

৪৩। আবু হোরায়রা বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : "মোমিনের সেহরী রূপে খেজুর হইল নেয়ামত। অথবা মোমিনের সেহরী খেজুর নেয়ামত।" (*আবু দাউদ*) ॥

ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত হাদিস দুইটির একটিতে সেহরীকে মোবারক নাস্তা বলিয়াছেন এবং অপরটিতে মোমিন ব্যক্তির সেহরীতে খেজুর নাস্তা করাকে নেয়ামত বলিয়াছেন।

বেসাল

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَ اَيُّكُمْ مِثْلِيْ اِنِّيْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَ يَسْقِيْنِيْ - (متفق عليه)

৪৪। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) সিয়াম সাধনার মধ্যে বেসাল (অর্থাৎ একাধারে তিনদিন পানাহার না করিয়া সিয়াম করার নাম বেসাল) করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল : নিশ্চয় বেসাল আপনি করেন হে রসুলাল্লাহ্ আলাই হে সালাতু আস্‌সালাম? তিনি উত্তর দিলেন, "কে আছ তোমাদের মধ্যে আমার সঙ্গে তুলনীয়? নিশ্চয় আমি রাত্রি যাপন করি—আমার রব আমাকে খাওয়ান এবং পান করান।" (*ঐকমত্য*) ॥

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যতীত রসুলের জন্য কোনো এবাদতই নির্দিষ্ট করা হয় নাই, তবুও তিনি কেন দিনের কঠোর সিয়াম পালন করিতে গেলেন ?

২৪ ঘণ্টায় একদিনের একটি সিয়াম হয়। ইহাতে শুধু দিনের অংশ পানাহার ত্যাগ করিয়া কাটাইতে হয়। ৭২ ঘণ্টায় অর্থাৎ তিনদিন তিনরাত্রিতে একটি বেসাল বা 'সিয়ামে বেসাল' হয়। ইহাতে তিনদিন দুইরাত্রি একাধারে পানাহার ত্যাগ করিয়া কাটাইতে হয়।

রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বেসাল করিতেন ইহা দেখিয়া কেহ কেহ সুন্নাতে রসুল হিসাবে সিয়ামে বেসাল পালন করিতে শুরু করিল কিন্তু কেহ অজ্ঞান, কেহ বা মৃতপ্রায় অবস্থায় রসুলের নিকট আনিত হইল। রসুল বলিলেন, তোমরা বেসাল করিও না। তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল : 'নিশ্চয় আপনি বেসাল করেন হে রসুলাল্লাহ্ (আঃ)।' ইহার জবাবে তিনি বলিলেন, 'তোমরা তো আমার মতো এফতারপ্রাপ্ত নও যে, বেসাল পালন করিতে পারিবে। আল্লাহ্ আমাকে রাত্রিতে পানাহার করান।'

এই পানাহার পানীয় ও খাদ্য খাওয়াইয়া করান হয় না। স্বাস্থ্য ঠিক থাকিবার মতো স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আল্লাহ্তালাই করিয়া থাকেন। তাঁহার এই ব্যবস্থায় পানাহার হইতেই থাকে কিন্তু তাহাতে মল-মূত্র তৈরি হয় না। পানাহার যেমন সূক্ষ্ম তাহার পরিণতিও তেমনই সূক্ষ্ম।

আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যতীত রসুলের জন্য কোনো এবাদতই নির্দিষ্ট করা হয় না। তবে কেন তিনি দিনের কঠোর সিয়াম পালন করিতে গেলেন? যেইরূপ উম্মতকে পালন করিতে নিষেধ করিয়াছেন সেইরূপ সিয়াম তাঁহার পালন করিবার কী প্রয়োজন ছিল?

রমজানের দীর্ঘ একমাস পানাহার সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া সত্যিকার সিয়াম পালন করা মোমিন মানুষের জন্য সম্ভবপর হইতে পারে এবং আল্লাহ্র রহমতে হইয়াও থাকে তাহার প্রমাণ রাখিবার জন্য আদর্শগত ব্যবস্থা হিসাবে 'সিয়ামে বেসাল' তিনি পালন করিয়া নমুনা স্বরূপ দেখাইয়াছেন যাহাতে মানুষ আনুষ্ঠানিক সিয়ামের মূল লক্ষ্য ভুলিয়া না থাকে। এফতার প্রাপ্ত না হইলে সারা মাস সিয়াম পালন করা দূরের কথা তিন দিনের 'সিয়ামে বেসাল' পালন করিয়া যাওয়াও সম্ভব নয়।

অন্য হাদিসে উল্লেখ আছে : যদি কেহ রসুলের (আঃ) সুন্নত হিসাবে বেসাল পালন করিতে চায় তাহা হইলে এক সেহরী হইতে আর এক সেহরী পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখিবে, তবেই সে একটি বেসাল পালনের সওয়াব পাইবে। ইহাতে বেসালকে সহজতর করিয়া দিলেন। নিরর্থক বলিয়া একেবারে উঠাইয়াও দিলেন না। এই ক্ষেত্রে সেহরী রাখিলেন কিন্তু আনুষ্ঠানিক এফতার রাখিলেন না।

www.draminlibrary.com

রসুলাল্লাহ্ (আঃ) সবার আদর্শ এবং রহমত। তাঁহার প্রদর্শিত কোনো সুন্নত সর্বসাধারণের নাগালের বাহিরে রাখা উচিত নয়। যদি কেহ পালন করিতে ইচ্ছা করে তাহার জন্য রসুলের এই সুন্নতটিও সেই ব্যক্তির নাগালের মধ্যে রাখিবার জন্য তিনি ইহাকে তিন দিনের পরিবর্তে পানাহারের বিরতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমিত করিয়া দিলেন।

বেসাল পালন করা সহজতর করিয়া দেওয়ার পর রসুলের সুন্নতরূপে লোকে বেসাল করুক এই উদ্দেশ্য লইয়া রসুল (আঃ) ইহা পালন করেন নাই। শুধুমাত্র সিয়াম এবং এফতারের হাকীকত প্রকাশের জন্য এইরূপ করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ সৃষ্টির সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপন রবের বন্ধনীতে বা কর্তৃত্বে আসিয়া উপনীত হয়। আপন রবকে জাগ্রত করিয়া তাহার হাতে শাসনভার বা পরিচালনা ছাড়িয়া দিলে পানাহার, ঘুম ইত্যাদি সকল প্রকার অধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ স্বাধীনভাবে সৃষ্টিকে উপভোগ করিতে পারে। কেবল তখনই মানুষ হয় আল্লাহ্র প্রকৃত দাস। যে বিষয়গুলি 'ইলাহ' রূপ গ্রহণ করিয়া মানুষের উপর কর্তা হইয়া বসিয়াছিল তাহাদের সকল মিথ্যা কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব এবং অধিকার ধ্বংস হইয়া আপন রবের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বরবের প্রতিনিধি করিয়া মানুষকে গড়িয়া তুলে।

বেসালের পর্যালোচনা

বেসাল পালনকারীর দুরবস্থা দেখিয়া যখন তিনি বলিলেন 'তোমরা বেসাল করিও না'। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'হে রসুলাল্লাহ্, আপনি তো সিয়ামে বেসাল করেন।' তিনি বলিলেন, "আমার মত তোমাদের মধ্যে কে আছে? রাত্রিতে আমার রব আমাকে পানাহার করান।' শিষ্যগণ যখন এই সুন্নাহ পালনের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকিতে রাজি হইল না তখন রসুলাল্লাহ্ বলিলেন, 'যদি তোমাদের কেহ সিয়ামে বেসাল করিতে চায় তবে সে যেন সেহরী পর্যন্ত করে।' অর্থাৎ সেহরী হইতে সেহরী পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা পানাহার ত্যাগের সহিত সিয়াম পালনের ব্যবস্থা দান করিলেন। ইহা দ্বারা তিন দিনের সিয়াম একদিনে পালন করা হইয়া থাকে। সুতরাং এই ব্যবস্থা বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এফতারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া সিয়ামে বেসাল কেহই পালন করিতে পারিবে না। ইহা জানিয়াও রসুলাল্লাহ্ কেন এইরূপ সিয়াম পালন করিলেন?

www.draminlibrary.com

উত্তর : ইহার দুইটি আদর্শগত প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, ইহা দ্বারা এফতারের হাকীকত বাস্তবরূপে জনমনে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং দ্বিতীয়ত, রমজানের এই অনুষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়া হইল। যেই সকল দেশে দুই-তিন ঘণ্টা মাত্র দিন অথবা রাত্রি হইয়া থাকে সেইসব দেশে সিয়াম পালনের অনুষ্ঠান হিসাবে ২৪ ঘণ্টা একবার পানাহারের ব্যবস্থা দান করিবার অতি সুপ্রশস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল। যে সকল দেশে একাধারে দুই তিন মাস সূর্য উঠে না অথবা ডুবে না সেখানেও সিয়ামের সুন্দর ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারিবে।

তিনি সর্বজ্ঞ। একটি সুন্নত প্রচলন করিয়া পরে উহা বাতিল করিয়া দেওয়ার জন্য এইরূপ আচরণ তিনি করেন নাই। সুদূরপ্রসারী একটি নির্দেশ দান করিবার জন্যই ইহা করিয়াছেন।

রসুলের কোনো একটি সুন্নত অন্য আর একটি সুন্নতের দ্বারা বাতিল বিবেচিত হইতে পারিবে না, ঠিক যেমন কোরানের একটি কথা দ্বারা অন্য কোনো একটি কথা বাতিল হয় নাই। এই দুই ক্ষেত্রে যাহা কিছু মনসুখ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে তাহার সকলই মিথ্যা কথা, মিথ্যা আবিষ্কার।

একটি মন্তব্য : 'রাত্রিতে পানাহার করান' ইহার অর্থ খাদ্যরূপে মুখে তুলিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া নয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই পানাহার অলৌকিকভাবে হইয়া থাকে অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণের মতো তাঁহাদিগকেও অলৌকিকভাবে তাঁহাদের দেহ-মনে অলৌকিক শক্তি দান করা হয়। এই হাদিসে উল্লেখিত 'রাত্রিতে' কথা দ্বারা বুঝায় 'লোকচক্ষুর অন্তরালে'।

'এফতার' অর্থ আপন রবের জাগরণ। রব নিজেই সকল শক্তির উৎস। এফতার প্রাপ্ত ব্যক্তির সকল কর্তৃত্বভার তাহার রব নিজ হাতে লইয়া বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের অধীনতা হইতে তাহার দেহ ও মনকে কি প্রকারে রক্ষা করিয়া চালাইয়া থাকেন তাহার পরিচয় দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সিয়াম সাধনায় তারাবীর ভূমিকা

রাত্রি ও দিন মিলাইয়া ২৪ ঘণ্টায় একদিনের সিয়াম ধরা হয়। দিনের বেলা পানাহার ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ কিছুটা সঙ্কুচিত করিয়া দুনিয়া হইতে মনকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়া আপন রবের সংযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করা এবং অপরপক্ষে রাত্রিবেলা দেহকে পানাহারে পুষ্ট করিয়া দুনিয়া হইতে মনকে বিরত রাখিবার চেষ্টার মাধ্যমে আপন রবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সংকল্প

www.draminlibrary.com

গ্রহণ করাই হইল রমজানের সাধনা। দুনিয়া বর্জিত ভোগের মধ্যে যোগ অর্থাৎ উপভোগের মধ্যে যোগ এবং ত্যাগের মধ্যে যোগ, এই উভয় প্রকার মহড়া মিলাইয়াই কেবল যোগ সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। একটির অবর্তমানে অপরটি দুর্বল, অসহায়। একটি অপরটির পরিপূরক বা সম্পূরক। উপভোগে ও ত্যাগে এই উভয় অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করিয়া থাকার বিশেষ প্রকার একটি মহড়া গ্রহণ করার নাম হইল রমজানের সিয়াম সাধনা। রাত্রে কোরান তেলাওয়াত করা, তারাবীর সালাত করা, 'রাত্রে দাঁড়ান' এর অভ্যাস করা ইত্যাদি নানা প্রকার অতিরিক্ত কাজের মহড়া গ্রহণ করিয়া, ঘুম কমাইয়া রাত্রি জাগরণের অভ্যাস করা, তসবীহ-তাহলীল করা ইত্যাদি নানা প্রকার যোগক্রিয়ার সমাবেশে রাত্রের সিয়াম পালন করা যাইতে পারে। রাত্রিবেলার যোগসাধনের জন্য মহড়াসমূহের মধ্যে তারাবীহ অন্যতম বিশিষ্ট একটি অনুশীলন।

'তারবীয়াৎ' হইতে তারাবীহ। 'তারবীয়াৎ' অর্থ ধীরতা, স্থিরতা। একাকী ধীরে, সুস্থে-আপন মর্জি মাফিক (With free style) পালন করিবার সালাত হইল তারাবীহ। তারাবীতে বচন ধীর, মন স্থির এবং ধ্যান নিবিড় হইতে হইবে। তারাবীহ সাধারণত ৪ রাকাত, ঊর্ধ্বে ৮ রাকাত, ধীরে দীর্ঘায়িত করিয়া পড়িতে হইবে। এই সালাত অত্যন্ত কল্যাণকর কিন্তু ইহা ঐচ্ছিক। পালন না করিলেও কোনো অপরাধ হইবে না। ইহা জামাতে না হইয়া অবশ্যই একাকী হইতে হইবে। রমজান মাসের খুব কম সংখ্যক দিনই রসুলাল্লাহ্ আনুষ্ঠানিক এই সালাত পালন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। মসজিদ ঘরে আমাদের সমাজে যেভাবে জামাত করিয়া ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হয় তাহা তারাবীহর অন্তর্নিহিত নীতি বিরোধী। এই ব্যবস্থা রসুলাল্লাহ্‌র দেহত্যাগের প্রায় ৭ বছর পরে হযরত ওমর নব বিধান (বেদাত) হিসাবে প্রচলন করেন। তারপর হযরত আলীর শাসনামলে ইহা উচ্ছেদ করা হয়। তারপর আবার আমির মাবিয়ার রাজত্বকাল হইতে আজ পর্যন্ত এই নব বিধান একটানা চলিয়া আসিতেছে।

৪৫। হযরত আবু হোয়ায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদনুরূপ আমল ত্যাগ না করে তাহা হইলে আল্লাহ্‌র এমন কোনো প্রয়োজন নাই যে, সে ব্যক্তি খাদ্য এবং পানীয় ত্যাগ করুক"। *(বোখারী)* ॥

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَ شَرَابَهٗ ● (اَلْبُخَارِيُّ)

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : চরিত্রের পরিবর্তন আনয়ন করিয়া পরিপূর্ণ শুদ্ধির দিকে মনকে লইয়া যাওয়া হইল সিয়ামের উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে যদি কোনো লোক মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আমল বা আচরণ ত্যাগ না করিয়া শুধু (দিনের বেলায়) পানাহার ত্যাগ করে তাহা হইলে উহাতে আল্লাহ্‌র কোনোই 'হাজত' অর্থাৎ প্রয়োজন নাই। সিয়াম আল্লাহ্‌র প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জাগরণের জন্য। মানব চরিত্র ক্রমশ শুদ্ধ হইতে না থাকিলে এবং নফস্ হইতে দুনিয়া সরিয়া যাইতে না থাকিলে সেখানে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিকাশ হওয়ার সুযোগ থাকে না। তেমন একটি নফসের উপর আল্লাহ্ কর্তা হইয়া উঠিতে পারে না, কাজেই দুনিয়া হইতে বিরত না হইয়া শুধু পানাহার হইতে বিরত যে নফস, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজনে আসে না। ইহা আল্লাহ্‌র বিধান নয় যে তিনি শুধু শুধু তাঁহার বান্দাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট দিবেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الظَّمَاءُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهَرُ (الدَّارِمِيُّ)

৪৬। (প্রচলিত অনুবাদ) হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন, "সায়েমের মধ্যে কত সায়েম আছে যাহাদের জন্য সিয়াম নাই, আছে শুধু তৃষ্ণা। এবং কত দাঁড়ান, (অর্থাৎ রাত্রিতে নামাজে দাঁড়ান) লোক আছে যাহাদের জন্য দাঁড়ান নাই, আছে শুধু অনিদ্রা। (*দারেমী*) ॥

হুবহু শাব্দিক অনুবাদ : এইরূপ কত লোক আছে যে, তাহার সিয়াম হইতে তাহার জন্য কোনো সিয়াম নাই তৃষ্ণা ব্যতীত। এবং এইরূপ কত লোক আছে যে, তাহার দাঁড়ান হইতে তাহার জন্য কোনো দাঁড়ান নাই অনিদ্রা ব্যতীত।

ব্যাখ্যা : তথাকথিত সিয়াম পালনকারী সম্বন্ধেই এই হাদিসের বক্তব্য বিষয়। যাহারা উষাকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহারে বিরত থাকাকেই সিয়াম মনে করে তাহাদের সম্বন্ধে রসুল (আঃ) বলিতেছেন : তাহাদের সিয়াম হইতে সিয়াম নাই আছে শুধু তৃষ্ণা। আর যাহারা রমজানের রাত্রিতে আনুষ্ঠানিক সালাত পড়াকেই সালাত কায়েম করা মনে করে তাহাদের সম্বন্ধে রসুল (আঃ) বলিতেছেন যে, "তাহাদের সালাত পাঠে শুধু অনিদ্রাই হইয়া থাকে, তাহাদের সালাত হইতে সালাত দাঁড় করা হয় না"।

বর্তমানকালে আমরা সিয়াম সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করি তাহার প্রতি রসুল দৃষ্টিপাত করিয়াই উক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। রসুলের দিব্যদৃষ্টি হইতে সর্বকালের

www.draminlibrary.com

পল্লবগ্রাহী (superficial) মানুষের অসার সিয়াম ও সালাতের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে রসুলের এই কথায়।

আমরা দিনের বেলা পানাহার না করা এবং রাত্রিবেলা তথাকথিত নামাজে দাঁড়াইয়া কাটানকেই সিয়াম মনে করি। আসলে ইহা সিয়াম নয়। সারাটি রমজান মাস দুনিয়া হইতে মনকে সরাইয়া রাখার চেষ্টাই হইল সিয়াম।

হাদিসটির বাচনভঙ্গি অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। ইহা দ্বারা সিয়ামের হাকীকত বা আসল রূপটি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কথার ভঙ্গিটি এইরূপ : 'নাই তাহার জন্য সিয়াম তাহার সিয়াম হইতে, নাই তাহার জন্য দাঁড়ান তাহার দাঁড়ান হইতে।' মানুষের মধ্যে 'দুনিয়া' বিভিন্ন রূপে বিরাজ করে। অতএব দুনিয়া হইতে সরিয়া থাকা বিষয়টিও ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন প্রকার হইতে হইবে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে দেখা যায় যে, তাহার জন্য সেই সিয়াম নাই যেইরূপ সিয়াম তাহা হইতে কার্যকর হওয়া উচিত এবং তাহার জন্য সালাত (অর্থাৎ সংযোগ ক্রিয়া) দাঁড় করা হয় নাই যেইরূপ সালাত তাহা হইতে কার্যকর হইতে থাকা উচিত।

সকল মানুষের মধ্যে দুনিয়া একরূপে বিরাজ করে না। মানুষভেদে বিচিত্র তাহার জীবনযাত্রা। জীবনযাত্রা এবং জীবিকার বিভিন্নতার জন্য একজনের কর্মকাণ্ড অন্যজন হইতে ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার আবেষ্টনী অন্য মানুষ হইতে ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যেকের সিয়াম ও সালাতের মধ্যে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিতেই হইবে, কারণ সবাই একই প্রকার দুনিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়। সুতরাং ইহা হইতে সরিবার প্রচেষ্টার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য এবং প্রভেদ থাকিবে। অতএব রমজানের সাধনায় যাহার যেমন সিয়াম ও সালাত হওয়া উচিত উহা হইতে তাহার জন্য তেমন সিয়াম ও সালাত হইতেই হইবে। কিন্তু কত লোক আছে যাহাদের মধ্যে তাহাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাহাদের নিজ নিজ দুনিয়া হইতে সরিয়া থাকিবার মত সিয়াম ও সালাত তাহাদের নফসের জন্য পালিত হইতে থাকে না। অর্থাৎ যাহার যেমন প্রয়োজন তাহার তেমন সিয়াম ও সালাত ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে না।

প্রত্যেক মানুষ দুনিয়ার প্রতি তাহার মনের আকর্ষণ সম্বন্ধে নিজেই বেশি অবগত থাকে। সুতরাং দুনিয়া হইতে মনকে সরাইবার বিশেষ ব্যবস্থার কথাও নবী-রসুল ব্যতীত তাহারই অধিক ভালো জানা থাকে।

সিয়াম ও সালাত পরস্পর সম্পূরক (Complementary) একই বিষয়ের এপিঠ-ওপিঠ। সিয়াম দুনিয়া হইতে বিরতির ক্রিয়া করে আর সালাত আদ্‌দ্বীনের সঙ্গে তথা রবের সঙ্গে সংযোগের ক্রিয়া করে।

www.draminlibrary.com

৪৭। হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : "যে সায়েম ভুলিয়া গিয়াছে তাই আহার করিয়াছে অথবা পান করিয়াছে সে তাহার সিয়াম পূর্ণ করুক, কারণ আল্লাহ্ তাহাকে খাওয়াইয়াছেন এবং পান করাইয়াছেন। (*ঐক্য সম্মত*) ॥

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهٗ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ (متفق عليه)

ব্যাখ্যা : সত্যিকার সিয়ামের সঙ্গে পানাহারের কোনো সম্বন্ধই নাই। দুনিয়া হইতে যিনি তাহার নফসকে সরাইয়া রাখিতে পারিয়াছেন তিনি সিয়ামেই আছেন। অনুষ্ঠানের মধ্যে না থাকিলেও তাঁহার সিয়াম অটুট থাকে। সত্যিকার একজন সায়েম যদি আনুষ্ঠানিক সিয়াম পালন করা অবস্থায় ভুলক্রমে দিনের বেলা পানাহার করেন তাহা হইলে তাঁহার সিয়াম নষ্ট হইবার কোনরূপ আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। তাঁহার সিয়াম পানাহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং সিয়াম ক্ষণস্থায়ী কোনো অবস্থাও নয়।

অপরপক্ষে সাধারণ একজন সায়েম তখনও প্রকৃতপক্ষে সায়েম হইতে পারে নাই, সিয়ামের মহড়া করিতেছে মাত্র, সে যদি ভুলক্রমে পানাহার করে তাহা হইলে ইহার কী ব্যবস্থা দেওয়া যাইবে? শরীয়তের বিধানে যদি বলা হয় : তাহার সিয়াম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা হইলে কথায় ভুল হইয়া যায়। যাহা সিয়াম তাহা কখনও ভাঙ্গে না। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান এইরূপ হইতে হইবে : 'অপ্রকৃত সিয়াম' অর্থাৎ যে এখনও শুধু আনুষ্ঠানিক মহড়ার মধ্যে আছে তাহার সিয়াম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে বিধানে গড়মিল আসিয়া যায়। এইরূপ বিধান অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক। প্রকৃত সায়েমের খাতিরে চেষ্টারত অপ্রকৃত সায়েমকেও একই সুযোগ এবং সম্মান দিতে হইবে। ইহা বেশ চিন্তা করিয়া দেখার বিষয় এবং বুঝিবার বিষয়।

অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রকৃত এবং অপ্রকৃতকে আলাদাভাবে বিধান দেওয়া যায় না; এবং তাহাদিগকে নবী পর্যায়ের লোক ব্যতীত অন্য কেহ বাছাই করিতেও পারিবে না। এই হাদিসে উল্লিখিত বিধানটি সিয়ামের হাকীকতের দিকে ইঙ্গিত দিতেছে। সিয়ামে থাকিয়া অর্থাৎ আদ্‌দ্বীনে থাকিয়া যাহা কিছু সায়েম পানাহার করেন তাহা আল্লাহ্‌তালাই করাইয়া থাকেন। অপরপক্ষে যদি এইরূপ বিধান দেওয়া হইত যে, ভুলক্রমে পানাহার করিলে একদিনের সিয়াম নষ্ট হইয়া যাইবে সুতরাং তাহার জন্য মাত্র একদিন রমজানের পরে সিয়াম পালন করিতে হইবে, তাহা হইলে

www.draminlibrary.com

সিয়ামকেই অস্বীকার করা হইত এবং সায়েমকে ইহাতে অপমানিত করা হইত। এবং সিয়াম তখন অনুষ্ঠানসর্বস্ব এবং মিথ্যা প্রমাণিত হইত। এই হাদিসে এই বিষয়ে ভাবিবার এবং বুঝিবার আরও কথা আছে। সিয়াম বুঝিলে তাহা বুঝা মোটেই কঠিন নয়।

এতেকাফ

'এতেকাফ'-এর শাব্দিক সাধারণ অর্থ কোনো জায়গায় অবস্থান করা বা থাকা। ধর্মীয় পরিভাষাগত অর্থে বুঝায় : সংসার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিয়া 'দুনিয়াকে' মনের সংশ্রব হইতে ছুটাইয়া দিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন এবং বিশেষ করিয়া রমজানের শেষ দশ দিন মসজিদে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র ধ্যান-সাধনায় নিযুক্ত থাকা।

প্রকৃতপক্ষে সংসার জীবনে আল্লাহ্‌তালাকে রবরূপে সাধন করা হইয়া উঠে না। এইজন্য সংসারধর্মী মানুষকে বৎসরে একবার অন্ততঃ দশ দিন প্রভুকে রবরূপে সাধনা করার মহড়া হইল এই এতেকাফ পালন। অর্থাৎ কেবল নফসের আমিত্ব মরিয়া গেলেই এই সত্য উপলব্ধি হওয়া সম্ভব হইতে পারে যে, রবরূপে একমাত্র তিনিই স্বয়ং একা অস্তিত্বশীল। স্বয়ংক্রিয়রূপে তিনিই সৃষ্টিময় ছুটিয়া চলিয়াছেন রাব্বুল আলামীনরূপে। আমাদের মনের স্বকীয়তা থাকার কারণে তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। এইজন্য স্বকীয়তাকে মৃত অবস্থায় অবস্থান করিবার চেষ্টা করিতে হয় এই কয়টি দিন। ইহাই আমাদের এতেকাফ। তাই রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : 'সর্বপ্রকার সৎকর্মে নিযুক্ত থাকিলে যে কল্যাণ (বা সওয়াব) লাভ করা যায় এতেকাফ অবস্থায় সর্বপ্রকার সাংসারিক কর্ম হইতে বিরত থাকিলেও সেইরূপ একই কল্যাণ লাভ করা হয়।'

নবী করিম (আঃ) রমজানের শেষ দশ দিন মদিনার মসজিদে এতেকাফ পালন করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের বৎসর তিনি রমজানের শেষ বিশ দিন পালন করিয়াছেন। এইরূপে এতেকাফ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। দূর্রে মোখতার বলেন, ইহা সুন্নতে কেফায়া। সুন্নাতুল জামাতের সাধারণ মত হইল ইহা 'ফরজে কেফায়া' অর্থাৎ কোন সমাজের পক্ষ হইতে অন্ততঃ দুই একজনকে ইহা পালন করিতেই হইবে নতুবা সেই সমাজ সামগ্রিকভাবে একটি ফরজ আদায়ের অবহেলার অপরাধে অপরাধী হইবে।

এতেকাফ পালনকারীর জন্য পার্থিব সমস্ত কর্তব্য এবং দুনিয়ার চিন্তা একেবারে নিষিদ্ধ। শুধু বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক প্রয়োজন, যেমন—মল-মূত্র ত্যাগ অথবা

www.draminlibrary.com

গোসল ইত্যাদি যাহা না করিলে একেবারেই চলে না। এই জাতীয় কয়েকটি কাজ করিতে পারিবে। পানাহার মসজিদেই করিতে হইবে।

রমজান ছাড়া অন্য মাসে এতেকাফ করিলে সিয়াম করা একান্ত প্রয়োজন কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্য আছে। তবে সিয়াম ছাড়া এতেকাফ যে হইতেই পারে না সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। অবশ্য এই সিয়াম অর্থ আনুষ্ঠানিক সিয়াম নয়। অর্থাৎ দিনের বেলায় পানাহার ত্যাগ করাই শুধু নয়। দিনের বেলা পানাহার করিয়াও (আনুষ্ঠানিক নয় সত্যিকার) সিয়াম হইতে পারে। এইজন্য শরিয়তের বাধ্যতামূলক আনুষ্ঠানিক সিয়াম ব্যবস্থা রমজান ব্যতীত অন্য মাসের এতেকাফে একান্তই গ্রহণীয় কিনা তাহা লইয়া মতভেদ আছে।

পরবর্তী ৪ নম্বরে উল্লেখিত হাদিসটিতে আছে 'সিয়াম ব্যতীত এতেকাফ হয় না'। সত্যিকার সিয়ামের সঙ্গে দিনের বেলা পানাহারের কোনো সম্বন্ধ নাই। এইজন্য দিনের বেলা পানাহার ত্যাগ না করিয়াও রমজান ছাড়া অন্য মাসে এতেকাফ হইতে পারে কিন্তু 'সিয়াম'-এর যে ভাবধারা তাহা না থাকিলে এতেকাফ হইতেই পারে না, কারণ সিয়াম এবং এতেকাফ পরস্পর সংলগ্ন। এই কারণে শরীয়তের আলেম সাহেবদের মধ্যে এই সামান্য মতভেদ রহিয়াছে। এইরূপ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শরীয়তের বিধানের মর্যাদা দেওয়ার জন্য সাধারণ মতামত হইল এই যে, এইরূপ এতেকাফেও শরীয়ত মোতাবেক দিনের পানাহার ত্যাগ করা উচিত। তাই ফেকাশাস্ত্রবিদের মতে, রমজান ছাড়া অন্য মাসের এতেকাফেও সাধারণ অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক সিয়াম প্রয়োজন। মাগরেব অথবা ফজরের সালাত পালন করিয়া এতেকাফ আরম্ভ করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

এতেকাফের ব্যবস্থা দান করিয়া সিয়াম সাধনাকে অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আসলে এতেকাফের অবস্থাটাই প্রকৃত সিয়াম এবং সারা মাসের সিয়াম এইরূপই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেহেতু সবাই প্রকৃত সিয়াম পালন করিবে না, সেহেতু এতেকাফ প্রবর্তন করিয়া সিয়ামের গুরুত্ব অন্ততঃপক্ষে সমাজের দুই-চারজনের মধ্যে জাগ্রত রাখিয়া বাকী সাধারণ সায়েমের জন্য সিয়ামের স্বরূপের ধারণা এতেকাফের নিয়মাবলীর মধ্যে এবং এতেকাফকারীর ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে স্থিতিমান করিয়া রাখা হইল। ইহাতে সিয়াম সাধনার গুরুত্ব রক্ষা পাইল আবার সর্বসাধারণ সিয়াম সাধনা হইতে একেবারে সরিয়াও গেল না। ব্যক্তিভেদে অনুষ্ঠানে স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠিত হইল। বিষয়টি অবৈজ্ঞানিক না হইয়া সামাজিকভাবে রক্ষিত হওয়ার বৈজ্ঞানিক রূপ ধারণ করিল।

www.draminlibrary.com

'এতেকাফ'-এর কয়েকটি হাদিস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ
وَهُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْرٰى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ
كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ - (ابن ماجة)

১। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : "এতেকাফে আছে এবং সে পাপ হইতে সরিয়া আছে এমন ব্যক্তির জন্য রহিয়াছে কল্যাণকর উপার্জন—সেইরূপ একজন লোকের মত যিনি সকল প্রকার ভালো আমলের মধ্যে নিযুক্ত আছেন। (*ইবনে মা'জা*) ॥

ব্যাখ্যা : সর্বপ্রকার সৎকর্মে নিযুক্ত থাকা অর্থাৎ কর্মযোগে তথা আমলে সালেহায় থাকার মধ্যে যে পরিমাণ কল্যাণ রহিয়াছে এতেকাফে থাকিয়া পাপ হইতে বিরত থাকার মধ্যে "সেই পরিমাণ কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহা কেন এবং কেমন করিয়া?

উত্তর : কর্মজীবনে যাইয়া সকল কর্মের মধ্যে আপন রবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা কেবল তখনই তাহার পক্ষে সম্ভবপর যখন কোনো ব্যক্তি একান্তে কর্ম বিরতির অবস্থায় মনের চিন্তাকে সকল পাপের ভাব হইতে মুক্ত রাখিতে পারে। কর্ম হইতে বিরতির অবস্থায় যাহার মনের মধ্যে কলুষিত চিন্তার প্রবেশ দ্বার বন্ধ রাখা সম্ভব এমন ব্যক্তি সর্বপ্রকার কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলেও সেইগুলি রবের সংযোগেই সম্পাদিত হইবে। একটি ধ্যানযোগ অপরটি কর্মযোগ। একটি বাতেন অপরটি জাহের। একটি শিক্ষার অবস্থা অপরটি উহার প্রয়োগের অবস্থা। একই বিষয়ের দুইটি রূপ মাত্র। অতএব উভয়ের মধ্যে সমান কল্যাণ নিহিত।

عَنْ اِبْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِىِّ
صلعم اَلْقُرْاٰنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ مَرَّتَيْنِ فِى الْعَامِ
الَّذِىْ قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ
عِشْرِيْنَ فِى الْعَامِ الَّذِىْ قُبِضَ - (البخارى)

www.draminlibrary.com

২। হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করিম (আঃ)-এর নিকট কোরান প্রতি বৎসর একবার করিয়া উপস্থিত করা হইত। যে বৎসর তিনি এন্তেকাল করেন সেই বৎসর উহা দুইবার উপস্থিত করা হইয়াছিল। তিনি প্রতি বৎসর দশ (রাত্রি) এতেকাফ করিতেন, দেহত্যাগের বৎসর করিয়াছিলেন বিশ (রাত্রি)। *(বোখারী)* ॥

ব্যাখ্যা : বছরে একবার অথবা দুইবার করিয়া 'রসুলের (আঃ) নিকট কোরান উপস্থিত করা বা হাজির করা' বলিতে যে কী বুঝান হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না এবং বুঝিবার চেষ্টাও করিলাম না। এইজন্য ইহার ব্যাখ্যা লিখিলাম না।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ
اِلَّا وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ
الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ -(الترمذى ابوداود ابن ماجه)

৩। হযরত আনাস বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করিম (আঃ) রমজানের শেষ দশ (রাত্রি) এতেকাফ করিতেন এবং এক বৎসর তিনি এতেকাফ করেন নাই। সুতরাং পরবর্তী বৎসর আসিলে তিনি দুই দশ রাত্রি এতেকাফ করিয়াছেন। (*তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মা'জা*) ॥

ব্যাখ্যা : এই হাদিসটি যদিও সহজবোধ্য কিন্তু ইহার বক্তব্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ব্যাখ্যার কোনো অপেক্ষা রাখে না।

রসুলের (আঃ) জন্য কোনো এবাদত নিরূপিত নয়। তিনি শিক্ষাগুরু হিসাবে এবাদত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কোন কাজ করিয়া না দেখাইলে কেহই উহা গুরুত্ব সহকারে রসুলের সুন্নতরূপে গ্রহণ করিবে না। আদর্শ না দেখাইয়া কোনো কিছু পালনের জন্য শুধু মৌখিক নির্দেশ দান করিয়া গেলে ভবিষ্যৎকালে উহা রসুলের সুন্নতরূপে কেহ পালন করিলেও আদর্শের অভাবে উহার গুরুত্ব তাহার নিকট কম হইবে এবং বিভিন্ন লোকের মধ্যে উহা পালনের বিভিন্নতা প্রকাশ পাইয়া সমাজে ঐক্যের অভাব ঘটাইবে।

হাদিসটি পড়িলে মনে হয় যেন আল্লাহর রসুল তাঁহার উম্মতগণকে আদর্শ দেখাইয়া যাইতেছেন, যাহাতে তাহারা কোন বছর রমজানের প্রকৃত সিয়াম পালনে অপারগ হইয়া পড়িলে পরবর্তী বছরে উহার 'কাজা' আদায় করে। সিয়াম সাধনার মধ্যে এতেকাফ এত গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন কারণবশতঃ কোনো বছর ইহা পালন করিতে অপারগ হইলে ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য আমাদের মন যেন ব্যাকুল হইয়া

www.draminlibrary.com

উঠে। পারতপক্ষে উহা ত্যাগ করিয়া উহার কল্যাণ হইতে যেন আমরা কোনো বছরেই বঞ্চিত না থাকি। সারাটি বছর কর্মযোগে কাটাইতে চাহিলে এক মাসের সিয়াম সাধনা শিক্ষা করা বিশেষ করিয়া দশ রাত্রির ধ্যানযোগ শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। ধ্যানযোগ অভ্যাস না করিলে কর্মযোগ হইবে না।

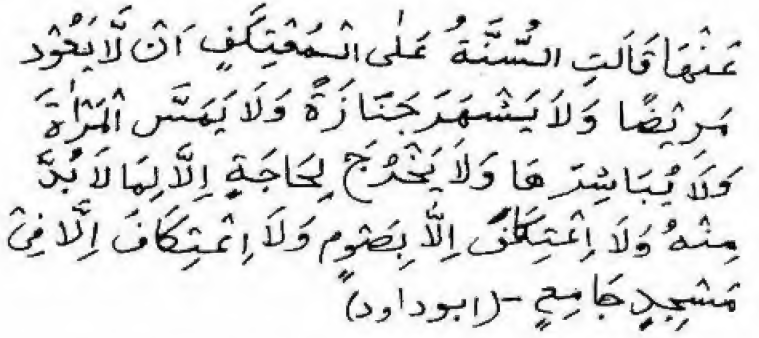
عَنْهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لَّا يَعُوْدَ
مَرِيْضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ الْمَرْاَةَ
وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِلَّا لِمَا لَا بُدَّ
مِنْهُ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِيْ
مَسْجِدِ جَامِعٍ -(ابوداود)

৪। হযরত আয়েশা বর্ণনা করিয়াছেন : এতেকাফকারীর উপর ইহা সুন্নত যে, সে রোগী দেখিতে যাইবে না এবং জানাজায় উপস্থিত হইবে না। এবং স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না এবং স্ত্রী সহবাস করিবে না এবং যেইরূপ প্রয়োজন হইতে কোনো নিষ্কৃতি নাই—এইরূপ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজনে বাহির হইবে না। এবং সিয়াম ব্যতীত এতেকাফ নাই (বা হয় না) এবং জামে মসজিদ ছাড়া এতেকাফ নাই (বা হয় না)। *(আবু দাউদ)* ॥

ব্যাখ্যা : এই হাদিসটি সমালোচনা সাপেক্ষ। এতেকাফ পালনকারী সাংসারিক অথবা সামাজিক কোনো কর্তব্য পালন করিতে পারিবে না অথবা প্রবৃত্তির কোনোরূপ চাহিদা মিটাইতে পারিবে না। এর কারণ সে প্রবেশ করিয়াছে জামে মসজিদে অর্থাৎ সামাজিক মসজিদে এবং সেইজন্যই তাহাকে আনুষ্ঠানিক সিয়ামে থাকিতে হইবে।

প্রকৃত কথা হইল 'মসজিদ ব্যতীত এতেকাফ হয় না।' কারণ দুনিয়া হইতে ছুটিতে না পারিলে সত্যিকার মসজিদে প্রবেশ হয় না। এতেকাফ অর্থই দুনিয়া হইতে ছুটিয়া থাকা। যখন জীবদ্দশায় দুনিয়া হইতে কেহ ছুটিয়া যান তখন তিনি মসজিদে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এখানে কথাটি 'জামে মসজিদ' অর্থাৎ সামাজিক জাহেরী মসজিদ গৃহ এবং তাহা এতেকাফকারীর জন্য সত্যিকার মসজিদ নাও হইয়া উঠিতে পারে।

এতেকাফ প্রসঙ্গে যদি মসজিদ গৃহের কথা হাদিসে উল্লেখ না থাকিত তাহা হইলে জাহেরী মসজিদ গৃহকে এক্ষেত্রে অবহেলা করা হইত এবং মসজিদ গৃহের

www.draminlibrary.com

সম্মানের প্রতি এবং সামাজিক এবাদতের মূল্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইত। রসুলাল্লাহ্ (আঃ) তাহা করেন নাই। তিনি জাহের ও বাতেনকে আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদকে, শরীয়ত এবং মারেফতকে ইহকাল এবং পরকালকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—যেন মানুষ তাহার জীবনের কোনো স্তরেই নিরেট কাষ্ঠ জীবনযাপন না করে এবং তাহার সর্বকর্মই যেন অসীমের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে। মূলত মানুষ যে তাহারই প্রকাশ, যদিও ক্ষুধা-তৃষ্ণার কঠোর বন্ধনে বস্তুজগতের সঙ্গে সে কঠিনভাবে থাকিয়া সে কথা অনুভব করিয়া উঠিতে পারে না। তথাপি একথা সে যেন ভুলিয়া না যায় যে, সে শুধু এই বস্তুজগতের লোক নয়, ইহার উপরেও তাহার আর একটি সম্বন্ধ সর্বদাই বিরাজমান রহিয়াছে যাহার সঙ্গে রহিবে অনন্ত সংযোগ। আবার ইহাও লক্ষ করুন যে, এই উক্তিটি রসুলাল্লাহ্র (আঃ) প্রত্যক্ষ উক্তিরূপে উল্লেখিত হয় নাই বরং ইহা হযরত আয়েশার (রাঃ) উক্তিরূপেই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে, যদিও রসুলাল্লাহ্র (আঃ) ভাব হইতেই তিনি উহা বলিয়াছেন।

"আবার জামে মসজিদ ব্যতীত এতেকাফ নাই" একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য নহে। আনুষ্ঠানিক এতেকাফ জামে মসজিদ ব্যতীত হইবে না ইহা বলা যাইতে পারে। সত্যিকার এতেকাফ সত্যিকার মসজিদেই হইয়া থাকে এবং সেই মসজিদ সামাজিক জামে মসজিদ নয়। এই সমস্ত কারণেই বোধহয় এই হাদিসটি রসুলাল্লাহ্র (আঃ) প্রত্যক্ষ উক্তিরূপে প্রকাশিত হয় নাই।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا -

৫। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের উপর বিশ্বাস করে, সালাত দাঁড় করে এবং রমজানে সিয়াম করে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করান আল্লাহ্র হক (অর্থাৎ কর্তব্য) হইয়া পড়ে—আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিয়া থাকুক অথবা জন্মভূমিতে গৃহে বসিয়া থাকুক, ইত্যাদি (*বোখারী*) ॥

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্র পথে যুদ্ধের কারণে গৃহ অথবা জন্মভূমি ত্যাগ করুক বা না করুক, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের সহিত বিশ্বাসের অনুশীলন করে,

www.draminlibrary.com

সালাত দাঁড় করে, এবং রমজানে সিয়াম করে তাহাকে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন একথা সত্য। এর কারণ উল্লিখিত সৎ-আমলগুলি যথাযথ পালন করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে আমলকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া আল্লাহ্তা'লার কর্তব্য হইয়া পড়ে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, প্রকাশ্য সশস্ত্র জেহাদে যোগদান করা অবশ্য করণীয় ওয়াজেব। অন্যান্য সকল প্রকার অবশ্য করণীয় কাজ হইতে সশস্ত্র জেহাদ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্তব্য। বিনা কারণে ইহা ত্যাগ করিয়া অন্য কোনো অবশ্য করণীয় ধর্ম বিধান পালন করিলে তাহা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের নিকট অগ্রাহ্য হইবে এবং সেক্ষেত্রে তাহাকে কাফের বলিয়া গণ্য করা হইবে। কোরান ও হাদিসে একথা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে।

জান্নাতে প্রবেশ করিবার যত রকম ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে জেহাদে যোগদান করা সর্বোৎকৃষ্ট এবং সহজতম।

আলোচ্য হাদিসটি সত্য হইয়া থাকিলে ইহা সেইরূপ কোন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যাহার জীবনে প্রকাশ্য ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই অর্থাৎ এইরূপ যুদ্ধ করার সুযোগ জীবনে আসে নাই।

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَثَلُ الْمُجَاهِدِ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلٰوةٍ حَتّٰى
يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (متفق عليه)

৬। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : "আল্লাহ্র পথের মোজাহেদের তুলনা যেমন সায়েম, সালাতে দাঁড়ান ব্যক্তি এবং আল্লাহ্র আয়াতের সহিত অনুগত ব্যক্তি সিয়ামে এফতার করে না, সালাত ছাড়ে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মোজাহেদ আল্লাহ্র রাস্তায় ফিরিয়া না আসে। *(ঐক্য সম্মত)* ॥

ব্যাখ্যা : সায়েম একজন মোজাহেদ। কারণ সিয়াম আধ্যাত্মিক জেহাদ। দুনিয়া হইতে ছুটিয়া যাইয়া আল্লাহ্র রাস্তায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সায়েম এফতার করে না এবং সালাতও ছাড়ে না। যখন আল্লাহ্র পথে আসিয়া পড়ে তখন যোগাযোগ হইয়া যায় এবং এফতার করান হইয়া যায়। এই হাদিসে সায়েমকে এবং আল্লাহ্র নিদর্শনের সঙ্গে অনুগত ব্যক্তিকে এবং সালাতে দাঁড়ান ব্যক্তিকে মোজাহেদের

www.draminlibrary.com

সঙ্গে সমতুল্য করিয়া দেখান হইয়াছে, কারণ তাহারা দুনিয়ার পথ ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র পথে পৌঁছাইতে না পারা পর্যন্ত কিছুতেই তাহাদের প্রচেষ্টা ত্যাগ করে না। কাজেই সায়েম একজন সত্যিকার মোজাহেদ ব্যক্তি। ঘর-বাড়ী ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে না যাইয়াও সে একজন খাঁটি ধর্মযোদ্ধা। অবশ্য সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধ এড়াইয়া গেলে তাহার আধ্যাত্মিক এ প্রচেষ্টাকে জেহাদরূপে গ্রহণ করা হইবে না।

সিয়ামের হাকীকত

যদিও এই পুস্তক সালাত লেখার উদ্দেশ্যে নয় তথাপি সিয়ামের কথা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তুলনামূলকভাবে একটি কথা বলার প্রয়োজনবোধ করি। আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপক প্রচেষ্টার নাম সালাত। তাই সালাত কখনও পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। মানুষের সমগ্র জীবনের সকল কর্মকেই সালাতে রূপান্তরিত করিবার বিশেষ নির্দেশ রহিয়াছে কোরান ও হাদিস গ্রন্থে। নফস কিন্তু সালাতের প্রচেষ্টাগুলিকে গ্রহণ করিতে রাজী থাকে না। তাহার নিকট দুনিয়া অধিক পছন্দনীয়। এইজন্য নফসের অভিব্যক্তিগুলি সর্বদাই আমাদিগকে দুনিয়ার দিকে লইয়া আসিতে চেষ্টা করে। সিয়াম আসিয়া তখন রবের সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টাকারীকে এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। সিয়াম ইহার জন্য বিশেষ একপ্রকার মহান মহৌষধ। সিয়াম সাধনা নফসকে দুনিয়ার সকল প্রকার সংযোগ হইতে বিরত করিয়া রাখে এবং জীবনকে সহজতর করিয়া রাখে।

এখানে পাঠকের নিকট একটি প্রশ্ন—জান্নাত কি সজীব? অথবা বাগানবাড়ির মতো এক প্রকার নির্জীব প-ার্থ? উত্তর ঃ দুনিয়া যেমন নির্জীব নয়, সজীব এবং সক্রিয়, জান্নাতও তেমনই সজীব এবং সক্রিয়। উভয়ের মধ্যে পরস্পর প্রবেধ শুধু ইহাই যে, উভয়ের কর্মধারা ভিন্নমুখী। যদি বাগান বা ঘরবাড়ির মতো নির্জীব কিছু হইয়া থাকে তাহা হইলে জান্নাত নিজেকে সাজাইয়া লয় কেমন করিয়া? উহাকে সাজাইয়া দেওয়া হয়। আর যদি কার্যক্ষম সজীব হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্য নিজেকে ইচ্ছামত সুসজ্জিত করিয়া লইতে পারিবে।

আল্লাহ্‌তা'লা প্রকৃতির নিয়মের অধীন নহেন। প্রকৃতির সকল নিয়ম তাঁহার অধীন। তিনি মুখাপেক্ষিতা বিহীন, বেনেয়াজ। মানুষকে প্রকৃতির অসংখ্য নিয়মের অধীন করিয়া পানাহার ইত্যাদির উপর মুখোপেক্ষী করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। রমজানের সাধনা দ্বারা সাধক আল্লাহ্‌র স্বভাব অর্জন করার চেষ্টা গ্রহণ করে, যাহাতে আল্লাহ্‌তা'লার সহায়তায় সেও প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিতে পারে।

www.draminlibrary.com

সেইজন্য চিন্তার গতিধারা আহার, নিদ্রা ইত্যাদির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়া মনকে এমন এক পর্যায়ে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে যেন আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সৃষ্টির সকল অধীনতামূলক বন্ধনী হইতে মুক্তিদান করেন।

এইরূপে সিয়াম সাধনা শেরেক হইতে মুক্তিলাভে উত্তম একটি সাধনা। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত বস্তুজগতের উপর নির্ভর করাই শেরেক। এবং এইরূপ শেরেক হইতে মুক্তির সাধনা হইল রমজানের সাধনা। এফতার প্রাপ্তি দ্বারা এই শেরেকের অবসান ঘটে।

মনকে আল্লাহ্র স্মরণে মত্ত রাখিতে চাহিলে শারীরিক শক্তির যেমন প্রয়োজন আছে, শরীর ভালো থাকিলে নফসের অভিব্যক্তিগুলি সতেজ থাকে এবং এবাদতের মধ্যে শ্রান্তি কম আসে এবং উহাতে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে; তেমনই ইহাও সত্য যে, সবল দেহে সবল নফসকে সত্যের পথচারী করিতে গেলে সে তাহার নিজস্ব চিন্তার গতি ত্যাগ করিয়া থাকিতে চায় না। সবল নফস সাধারণত স্বেচ্ছাচারী হয়। সে তাহার স্বকীয়তা ভুলিয়া থাকে না। সে তাহার আপন অস্তিত্ব বা আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই রাখে এবং আল্লাহ্র এবাদত বা সেবা যথেষ্ট করিয়াছে বলিয়া ধারণা করে।

এই অবস্থা হইতে তাহাকে ফানাফিল্লাহ্র চরম সত্য বুঝাইতে হইলে অনাহার ক্লিষ্ট করিয়া হতাশার মধ্যে ফেলিয়া দিতে হয়। তখন নফস নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারে এবং আরো বুঝিতে পারে যে, বস্তুর উপর নির্ভর ব্যতীত সে কত অসহায়, কত দুর্বল। আল্লাহ্র অলিগণ বস্তু নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত "নিজস্ব" পানাহার প্রাপ্ত হইয়া কতই না শক্তিমান হইয়াছেন। সাময়িকভাবে স্থাপিত সাময়িক বস্তুজগতের এই সকল সাময়িক শক্তি এবং সম্পদ কত যে হীন, দুর্বল এবং কত অকিঞ্চিৎকর এই উপলব্ধি নফসের মধ্যে বদ্ধমূল করিয়া তোলাই হইল রমজানের উপবাসের প্রধান উদ্দেশ্য।

সমগ্র সৃষ্টি অসীম অখণ্ড একক একটি অস্তিত্ব এবং তাহা সত্য দ্বারা বা সত্যসহ বিকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টির কোথাও মিথ্যা, অন্যায় বা কলঙ্ক নাই। কিন্তু এই অখণ্ড সত্যের উপরে আমাদের জন্য একটা কালো পরদা পড়িয়া আছে যাহার কারণে এই মহাসত্য আমরা উপলব্ধি বা দর্শন করিতে পারি না। এই পরদা বা আবরণ মানব মনের মধ্যে। ইহা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি এবং ইহাই দুনিয়া। মন হইতে এই পরদা সরাইলেই দেখা যাইবে সমগ্র সৃষ্টিই স্রষ্টার "আয়াত"। অর্থাৎ স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনরূপে সারা সৃষ্টির মধ্যে নিজেকেই নিজে বিকশিত ও বিলম্বিত করিয়া আপন ব্যাখ্যা আপনিই প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টি তাঁহারই তফসীর। এইজন্য সৃষ্টির কোথাও মিথ্যা আরোপ করিবার স্থান নাই।

www.draminlibrary.com

সৃষ্টির কোনো বস্তুর নিজস্ব কোনো অস্তিত্বও নাই। উহা তাঁহারই সেফাতের প্রকাশ, উহা তাঁহারই আংশিক সেফাতের পরিচয়বহ। কিছুই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়।

সৃষ্টিময় তৌহিদের এইরূপটি প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে মানুষকে তাহার আমিত্বের আবরণ হইতে ছুটিয়া আসিতে হইবে। অন্যান্য সৃষ্টির মতো মানুষ ও আল্লাহ্‌র দ্বীনের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সে তাহার আমিত্বের মধ্যে বাস করার কারণে এবং মানব রচিত বিধানসমূহ পালন করার কারণে আল্লাহ্‌র দ্বীন উপলব্ধি করিতে পারে না, তাই তাহাকে আপন রবের উপর নির্ভরের সাধন করিতে হয়—অর্থাৎ আপন রবের নির্দেশে চলাফেরা, খাওয়া-পরা ইত্যাদি সবকিছু করার চেষ্টা করিতে হয়। নিজ ইচ্ছামত কোনো কিছুই না করার অনুশীলন বা মহড়া করিতে হয়। সিয়াম সাধনা এইরূপ একটি মহান সাধনা। এইরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে একমাস রমজানের আমল হইল সারা বছরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। ক্ষুৎপিপাসায় অন্তরকে না জ্বালাইলে অন্তরে তৌহিদ প্রেমের আগুন সহজে জ্বলে না।

এইরূপে দেখা যায় সালাত ও সিয়াম পরস্পর অঙ্গাঙ্গী। একই বিষয় ও ভাবের এপিঠ ওপিঠ। দুনিয়া হইতে মনকে বিরত রাখিলেই আদদ্বীনের অবস্থান লাভ হয় এবং তাহাতে সালাত অর্থাৎ আপন রবের সঙ্গে সংযোগ আসিয়া মানুষ কর্মযোগী অর্থাৎ সৎ-আমলকারী "সালেহ্" হইয়া উঠে।

একদিন সিয়াম পালনের ফজিলত

রমজান মাস ছাড়াও অন্য সময়ের মাত্র ২৪ ঘণ্টার এক একটি সিয়ামের ফজিলত যে কত অধিক তাহার নমুনা স্বরূপ তিনটি হাদিস মেশকাত হইতে পেশ করিলাম—

আবু সাঈদ আল খুদরী বর্ণনা করিয়াছেন : রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ আল্লাহ্‌র পথে একদিন সিয়াম করে আল্লাহ্ তাহার চেহারাকে আগুন হইতে ৭০ বছর দূরে রাখে। *(ঐক্য সম্মত)* ॥

ব্যাখ্যা : দুনিয়া হইতে মনকে ২৪ ঘণ্টার জন্য সরাইয়া রাখা খুব একটা সহজ কথা নয়। পানাহার বাদ দিয়া ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত করা সহজ কাজ, কিন্তু মন হইতে দুনিয়াকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সরাইয়া রাখা অসাধারণ মনোবলের পরিচায়ক।

দুনিয়াই ইহলোকের জাহান্নাম। দুনিয়াবাসীর উদ্ধারের জন্য দুনিয়াবাসীর দিকে আল্লাহ্‌তা'লা অবশ্যই তাঁহার রহমতের দৃষ্টি দিয়াই রাখেন, যদিও দুনিয়ার দিকে

www.draminlibrary.com

তিনি ভিরিয়াও তাকান না। অর্থাৎ পাপীর উদ্ধারের জন্য পাপীর দিকে সর্বদা তাকাইয়া থাকেন কিন্তু পাপের দিকে কখনও তাকান না।

আল্লাহ্‌র পথের যাত্রী হইয়া যদি কেহ একদিন তাহার নফসকে তথা মনকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা কামিয়ার করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে ৭০ বছর কাল দুনিয়ায় বসবাসের শাস্তি হইতে তাহাকে রেহাই দেওয়া হয়।

আবু উমামা বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র পথে যে ব্যক্তি একদিন সিয়াম করে, আগুন এবং তাহার মধ্যে আল্লাহ্ তৈরি করেন একটি খন্দক, যেমন মন এবং দেহের মধ্যে রহিয়াছে। *(তিরমিজি)* ॥

ব্যাখ্যা : "মন এবং দেহের মধ্যে একটি খন্দক রহিয়াছে" ইহার অর্থ কি?

উত্তর : "সামা ওয়া আর্দ" অর্থ চিত্তাকাশ ও দেহ; মন ও দেহ; Mind and matter; Mind and body; মনোজগত এবং বস্তুজগত। ইহা কোরান হাদিসে উল্লেখিত একটি বিশেষ রূপক অর্থ। এই রূপক অর্থ না বুঝিলে ধর্মীয় অনেক কথাই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।

খন্দক শব্দটি ব্যবধান সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার শাব্দিক অর্থ বাঁধা সৃষ্টিকারী গর্ত, ইংরেজিতে যাহাকে Trench (ট্রেঞ্চ) বলে। মন তাহার মোহের কারণে বিষয়বস্তু সংগ্রহের ভাবে ভরপুর থাকে। ইহাতে পুনর্জন্মের উপাদান জমা হইয়া মানুষ পুনরায় দেহপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে মনই পরবর্তী জীবনের জন্য দেহ সৃষ্টির মূল কর্তা। অপর পক্ষে যেই মন বস্তুজগতে থাকিয়া কোনোরূপ মোহে আকৃষ্ট না হইয়া সকল কর্ম ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে সে মন সৃষ্টিতে আর আবদ্ধ হয় না।

সিয়াম অর্থই দুনিয়া হইতে তথা আগুন হইতে তথা জাহান্নামের জ্বালা হইতে মনকে বিরত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যাহা কিছু মনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া শিরিকরূপে উহাতে জমা হইয়া যায় তাহা উচ্ছেদ করিবার সাধন পদ্ধতি হইল সালাত, এবং উচ্ছেদ করিবার মনভাব হইল সিয়াম। শিরিক বা সৃষ্টি মোহ মস্তিষ্ক হইতে উচ্ছেদের বা পরিহার করার মনোভাব কাহারও দৃঢ় বা বদ্ধমূল হইলে তাহাকে সায়েম বলে। সায়েমের মন সবকিছু পরিহার করে যদিও তাহার দেহ উহা গ্রহণ করে। ইহাকেই বলে উপভোগ। জগতবাসী ভোগী, সায়েম উপভোগকারী।

একদিন সিয়াম করার অর্থ ২৪ ঘণ্টা একাধারে মনের মধ্যে সিয়াম ভাব বদ্ধমূল করিয়া রাখা। ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া প্রবেশকারী কোনো বিষয়ই মনের অজ্ঞাতে ঘটিতে না দেওয়া। যে ব্যক্তি একদিন সিয়াম করিতে পারে তাহার মন এবং দেহের মধ্যখানে একটা ব্যবধান সৃষ্টিকারী অবস্থা তৈরি হয় এবং ইহাকেই বলা হইয়াছে খন্দক।

www.draminlibrary.com

যাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়া মহাপুরুষ হইতে পারিয়াছেন তাঁহার আর জীবদেহ লাভ করিবেন না। কারণ তাঁহারা মনের কঠোর অনুশীলনের সাহায্যে দেহকে মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন। ইহা যেমন কোনো দুর্গকে খন্দকের সাহায্যে শত্রু হতে নিরাপত্তা দান করার মতো।

"মন এবং দেহের মধ্যে রহিয়াছে খন্দক" ইহার অর্থ কি?

যদিও মন এবং দেহ ওতপ্রোতভাবে পরস্পর জড়িত থাকে তথাপি এই দুয়ের মধ্যে একটি ব্যবচ্ছেদ রহিয়াছে। মনই দেহ সৃষ্টি করে কিন্তু এই দেহের সঙ্গে চিরকাল জড়াইয়া থাকিতে পারে না; বিচ্ছেদ অনিবার্য। মোহগ্রস্ত মানুষ ইহা জানিয়াও জানিতে চায় না; ভুলিয়া থাকিতে ভালোবাসে। যাহারা কামেল সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন। তাহারা জীবদ্দশায় মন এবং দেহের মধ্যে তথা মন এবং বস্তুমোহের মধ্যে আল্লাহর কৃপায় তথা সম্যক গুরুর কৃপায় একটি খন্দক রচনা করিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ মরার আগে মরিতে পারিয়াছেন। খন্দকের অস্তিত্বের মনোভাব সবার মধ্যে সুপ্ত আছে। সম্যক গুরু বা কামেল মোর্শেদ শিষ্যের মনে প্রত্যক্ষভাবে ইহা তৈরি করিয়া মন এবং দেহের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া রাখেন। ইহাই সিয়ামের খন্দক।

মন এবং দেহ উভয়ই ইন্দ্রিয় এবং উভয়ই ওতপ্রোতভাবে একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। ইহা সাধারণ অর্থে সত্য। কিন্তু সাধক ব্যক্তি আপন সাধনাবলে মন হইতে দেহকে তথা বিষয়বস্তুর ভাণ্ডারকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখেন। এইরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবকেই খন্দক বলা হইয়াছে। সাধকগণই কেবল মন ও দেহের মধ্যে খন্দক তৈরি করিয়া দেহের বন্ধন হইতে চির মুক্তির ব্যবস্থা করেন। সবার দেহ ও মনের মধ্যে এক একটি ক্ষণস্থায়ী খন্দক তৈরি হয় মৃত্যুদ্বারা। মরার আগে মরিয়া গেলে উভয়ের মধ্যে আর মোহের সংযোগ স্থাপিত হয় না। অপর পক্ষে যাহাদের মনে কামনা-বাসনা রহিয়া যায় তাহারাই পুনরায় জন্মচক্রের মাধ্যমে দেহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কামনা-বাসনা খন্দকের উপরে পরবর্তী দেহবন্দী জীবনের সেতুস্বরূপ। Allah as a Lord Guru wants to make the body at a distance from the mind. It is the desires of the mind that enclose the body and makes it attached to his own self.

হযরত আবু হোরায়রা বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : একটি দিন যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র চেহারা সন্ধান করিয়াছে তাহাকে আল্লাহ্ জাহান্নাম হইতে সরাইয়া রাখিবেন একটি কাক যত দূরে সরিয়া যায় যৌবন হইতে উড়িতে আরম্ভ করিয়া একেবারে বৃদ্ধ হইয়া যাওয়া পর্যন্ত। *(আহমদ, বাইহাকী)*।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্‌র চেহারা : যে মানুষের মুখমণ্ডলে মানবীয় চিন্তাধারার কলুষ পরিত্যক্ত হইয়া আল্লাহ্‌র গুণাবলী অভিব্যক্ত হয় তাহাকে আল্লাহ্‌র চেহারা বলে। যাহা নবী, রসুল ও ইমামগণের চেহারা। সম্যক গুরুর চেহারাই আল্লাহ্‌র চেহারা।

ব্যাখ্যা : সিয়াম বিষয়ে বলিতে যাইয়া আল্লাহ্‌র চেহারা সন্ধানের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সিয়াম হইল আল্লাহ্‌র চেহারা লাভ করিবার বা চেহারা সন্ধান করিবার প্রকৃষ্ট একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা। মানবীয় নফসের মধ্যে মানবীয় অভিব্যক্তিগুলির অবসান ঘটাইয়া সেই স্থলে আল্লাহ্‌র অভিব্যক্তির বিকাশ সাধন করাই হইল সিয়াম সাধনায় মূল লক্ষ্য।

রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন, "তাখাল্লাকু বে আখলাকিল্লাহ্" অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র স্বভাব দ্বারা তোমার স্বভাব তৈরি কর"। আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হইলে মানুষের মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিসমূহ আল্লাহ্‌র অভিব্যক্তিই প্রকাশ করিবে। এখানেই হয় শেরেকের পতন। আল্লাহ্‌র সেফাত অর্জন করাই তৌহিদ। তাঁহার সেফাত অর্জন না করিয়া শেরেক ত্যাগ করা যায় না। আল্লাহ্ হইতে প্রাপ্ত সেফাতের অধিকারী হইয়াই মানুষ তাঁহার প্রতিনিধি বা "খলিফাতুল আর্দ" হইয়া উঠিতে পারে।

যে সায়েম একটি দিন অর্থাৎ ২৪টি ঘণ্টা নিজের মানবীয় চেহারার বদলে সেইস্থলে আল্লাহ্‌র চেহারাই শুধু সন্ধান করিয়াছে তাহার তুলনা দেওয়া হইতেছে একটি উড়ন্ত সাধারণ পাখির সঙ্গে। পাখিটি ধূলামলিন পৃথিবী হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া তাহার যৌবন বেগে উড়িয়া এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে।

"অজ্‌হুল্লাহ্"-এর সমালোচনা : "অজ্‌হুল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র চেহারা। এই কথার অর্থ সর্বত্র "আল্লাহ্‌র সন্তোষ" লেখা হইয়া থাকে। অথচ সন্তোষ কথা প্রকাশের জন্য আরবীতে সুন্দর সুন্দর শব্দ রহিয়াছে। যথা : ফজল, করম, রহম, রেজোয়ান ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করা অর্থ বুঝাইতে যাইয়া "আল্লাহ্‌র চেহারা লাভ করা" বলিবার কোনো কারণ থাকিতে পারে না। আসলে এগুলি প্রাচীনকাল হইতেই মোহাম্মদী ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক অপকীর্তি যাহা উমাইয়া এবং আব্বাসী রাজশক্তি সমাজে দৃঢ়ভাবে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

হাদিস তিনটির উপরে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন : ইচ্ছাধীন (অর্থাৎ যাহাকে নফল বলা হইয়া থাকে তাহার) এক এক দিনের পূর্ণাঙ্গ ২৪ ঘণ্টার একটি সিয়ামের যদি এইরূপ ফজিলত থাকিয়া থাকে যাহা উক্ত তিনটি হাদিসে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা হইলে রমজান মাসের দীর্ঘ একমাস সিয়ামের ফলশ্রুতি স্বরূপ হুররূপে আপন রবের দর্শন কেন স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে না? কিন্তু আমরা কি সেই মানের সেইরূপ সত্যিকার সিয়াম কখনো পালন করিতে চেষ্টা করি কিংবা উহা বুঝিতেও চেষ্টা করি? যেরূপে কোরান ও হাদিসে উল্লিখিত রহিয়াছে?

www.draminlibrary.com

সিয়ামের বিবিধ প্রসঙ্গ

১। হযরত আয়েশা বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : যে মরিয়া গেল এবং সিয়াম তাহার উপর করণীয় রহিয়া গেল, তাহার উত্তরাধিকারী তাহার পক্ষ হইতে সিয়াম করুক। *(ঐক সম্মত)*।

২। নাফে বর্ণনা করিয়াছেন ইবনে ওমর হইতে—নবী (আঃ) বলিয়াছেন : যে মরিয়া গেল এবং তাহার উপর রমজান মাসের করণীয় রহিয়া গেল, তাহার প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকিনকে খাওয়ান হউক। *(তিরমিজি)* ॥

৩। মালেক হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার নিকট একথা পৌছাইয়াছে যে, ইবনে ওমর জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন : কেহ কি কাহারও জন্য সিয়াম করিতে পারে? অথবা কেহ কাহারও জন্য সালাত করিতে পারে? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন : কেহ কাহারও জন্য সিয়াম করিতে পারে না এবং কেহ কাহারও জন্য সালাতও করিতে পারে না। *(মুয়াত্তা)* ।

উপরিউক্ত হাদিস তিনটির ব্যাখ্যা : মানুষের ধর্ম এবং কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ দ্বিমুখী। একটি আল্লাহ্মুখী অপরটি সমাজমুখী। আল্লাহ্র সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এবং কর্তব্য তাহা পালন করিবার ভুল-ত্রুটির জন মানুষ আল্লাহ্র নিকট দায়ী থাকিবে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলেই তাঁহার নিজ দয়া গুণে তিনি উহা ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু মানুষের নিকট মানুষ যে অপরাধ ও অবিচার করে অথবা অন্য কোনো প্রকার দায়ে আবদ্ধ থাকে তাহা মানুষ ক্ষমা না করিলে আল্লাহ্ ক্ষমা করিতে পারে না এবং করেন না। এইরূপ করা তাঁহার নিয়ম বিরুদ্ধ। মানুষ হইতে এগুলির ক্ষমা অর্জন করিতে না পারিলে ইহার দুর্ভোগ তাহাকে ভুগিতেই হইবে।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইয়া তাহার উত্তরাধিকারী তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে এবং তাহার প্রাপ্য পাইতে পারিবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইয়া কোনোরূপ সৎআমল করিয়া তাহা মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছাইয়া দিতে পারিবে না। এ বিষয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ আমলের উপর দাঁড়াইতে হইবে। একজনের সৎআমল অন্যজনকে দেওয়া যাইবে না। বিশেষ পর্যায়ের ব্যক্তি ব্যতীত কেহ কাহাকে উদ্ধারও করিতে পারিবে না।

প্রত্যেক মানুষের যে সকল কর্তব্যকর্ম আল্লাহ্র প্রতি করণীয় হয় তাহা নিজেকেই করিতে হইবে। কাহারও পক্ষ হইতে সেইরূপ কিছু করিলে যে তাহা করিবে, লাভ তাহারই হইবে। যাহার জন্য করিবে তাহার কোনো লাভ হইবে না। আল্লাহ্র প্রতি করণীয় কর্তব্য পালনের দ্বারা যে লাভ হইয়া থাকে তাহাতে ভাগাভাগি নাই। কোরানে বলিতেছেন : "যে যাহা উপার্জন করে তাহা তাহার উপরেই বর্তায়"। "একজনের বোঝা অন্যজনে বহন করিবে না" ইত্যাদি। কোরানের এই জাতীয় কথাগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হইবে যদি প্রথমে উল্লিখিত হাদিসটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

www.draminlibrary.com

উপরে লিখিত প্রথম হাদিসটি তৃতীয়টির বিরোধী। বোখারী ও মোসলেম গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত মেশকাত গ্রন্থে বর্ণিত এই হাদিসটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে পরবর্তী তৃতীয় হাদিসটি মিথ্যা বলিয়া মানিয়া লইতে হয় এবং তাহাতে কোরানের অনেকগুলি বাক্যও মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর তৃতীয় হাদিসটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে এক্ষেত্রে গোলযোগের আশঙ্কাই থাকে না।

মৃত ব্যক্তির আর্থিক ঋণ তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে পরিশোধ করার বিধান যেমন রহিয়াছে তেমনই তাহার ওয়াজেব সিয়ামের কাজার জন্য মিসকিন খাওয়াইবার অর্থ দণ্ড তাহার সম্পত্তি হইতে আদায় করার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার পক্ষ হইয়া কেহ তাহার সিয়ামের কাজা আদায় করিয়া সেই কল্যাণ তাহার নিকট পৌছাইতে পারিবে না। কেহ ঐরূপ করিলে উহা কেবল তাহার নিজের জন্যই হইবে।

সিয়ামের সত্যিকার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য যতটুকু কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করিয়াছি, তাহা এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তিকায় উল্লিখিত মৌলিক হাদিস কয়টির ভাবধারা অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট অনুল্লেখিত হাদিস সমূহের স্বরূপ এবং উহাদের বিচার বোধ পাঠক নিজেই নির্ধারণ করিয়া লইতে পারিবেন তাহা অতি স্বাভাবিক।

রমজান মাসের বাধ্যতামূলক আনুষ্ঠানিক সিয়াম ব্যতীত ইচ্ছাধীন সিয়াম, মানতি সিয়াম ইত্যাদি নানা প্রকার অতিরিক্ত সিয়াম পালন বিষয়ে যত হাদিস আছে তাহার সংখ্যা এতবেশি যে, তাহার উদ্ধৃতি এবং তাহার উপর বিস্তারিত আলোচনা করিয়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়া কোনো লাভ নাই। ইহাতে সময় এবং অর্থ-ব্যয়ের প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিতেছি। Optional Fast যাহাকে সাধারণভাবে "নফল রোজা" বলা হয় অধ্যায়ে মিথ্যা হাদিসের সংখ্যা অত্যধিক।

ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত সিয়াম
(যাহাকে "নফল রোজা" বলা হইয়া থাকে)

আবি জার বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : হে আবা জার, কোনো একটি মাস হইতে যদি তিন দিন সিয়াম কর তাহা হইলে সিয়াম কর ১৩, ১৪, ১৫। *(তিরিমিজি, নেসাই)*।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) প্রতিমাসে তিনদিন সিয়াম করিতেন এবং কদাচিৎ জুমার দিন এফতার করিতেন। *(তিরমিজি, নেসাই, আবু দাউদ)*

হাদিস দুইটির ব্যাখ্যা : রমজানের বাধ্যতামূলক সিয়াম ব্যতীত ইচ্ছাধীন সিয়ামের মধ্যে প্রতিমাসে তিনদিন সিয়াম পালন করিবার অভ্যাস রাখা খুব ভালো এবং এইরূপ করিলে বা করিতে চাহিলে চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে উহা পালন করিবার

www.draminlibrary.com

নির্দেশে রসুলাল্লাহ্ (আঃ) নিজে পালন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, এই কথা অপরাপর হাদিসে উল্লিখিত আছে। ইহা ছাড়া প্রতি শুক্রবারে তিনি সিয়াম পালন করিতেন এবং শুক্রবারে তিনি সিয়াম পালন করা কদাচিৎ বাদ দিতেন। "এফতার করা" অর্থ আনুষ্ঠানিক সিয়াম না করা। আবু দাউদ শুক্রবারের কথা উল্লেখ করেন নাই।

ইহুদী ও খৃষ্টানগণ সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ দিনকে সৎকর্মের জন্য বাছিয়া লয় এবং এইরূপ একটি ভাব লইয়াই তাহারা প্রতি শুক্রবারে সিয়াম পালন করিতে থাকে এবং ইহাতে বাকী ছয়দিনের এবাদতের গুরুত্ববোধ তাহারা কমাইয়া ফেলে। এই কারণে শুক্রবার দিন রসুলাল্লাহ্ (আঃ) নিজে সিয়াম করা সত্ত্বেও উম্মতকে সিয়াম পালন করিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া যে কয়টি হাদিস, হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সব কয়টি মিথ্যা হাদিস। এইগুলি রচনার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল : (১) পরধর্মে বিদ্বেষ ছড়ান এবং (২) রসুলের মতামতের মধ্যে স্থিরতার অভাব প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে সাধারণ মানুষরূপে সমাজে তুলিয়া ধরা। বিভিন্ন সময়ের উক্তিসমূহের মধ্যে পরস্পর আত্মবিরোধী উক্তি সাধারণ লোকের মধ্যেই প্রকাশ পাওয়া অতি স্বাভাবিক।

আমের ইবনে মাস্‌উদ হইতে বর্ণিত আছে; তিনি বলিয়াছেন যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন (স্নিগ্ধ) শীতলতা হইল সিয়ামের গণিমত—শীতকালে। *(আহমদ, তিরমিজি)*।

ব্যাখ্যা : শীতকালে সিয়াম করিলে যাহা উপার্জিত হয় তাহা (স্নিগ্ধ) শীতলতা। ইহার অর্থ কি? সায়েম একজন মোজাদেহ তুল্য। মোজাহেদ যেমন সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধ জয়ের দ্বারা বহু প্রকার "গণিমত" তথা কল্যাণ উপার্জন করিয়া থাকে সায়েম তদ্রূপ নিজের নফসের উপর জয়ী হইয়া নফসকে গণিমত তথা "কল্যাণ" এর অধিকারী করিয়া গড়িয়া তোলে। নফস প্রকৃতির নিয়মকে জয় করিতে থাকে। শীতকালে সিয়াম করিলে উপার্জন করে বা গণিমত রূপে লাভ করে শীতলতা। অর্থাৎ শীতলতা তাহার তীব্রতা সায়েমের উপর হারাইতে থাকে এবং উহা তাহার প্রতি স্নিগ্ধতা দান করিতে থাকে। তেমনই ভাবে (যদিও ইহার উল্লেখ এখানে নাই) গ্রীষ্মকালের সিয়াম উপার্জন করে বা গণিমতরূপে লাভ করে উষ্ণতা। অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল সায়েমের উপর তাহার তীব্রতা হারাইয়া ফেলে এবং উহা তাহার প্রতি স্নিগ্ধতা দান করিতে থাকে। এই হাদিসের ছোট বক্তব্যটি সিয়ামের প্রারম্ভের কথা নয়, ইহা সিয়ামের গন্তব্য।

প্রকৃতির সকল অবস্থা এবং পরিবেশ অটুট থাকে কিন্তু সায়েমের নফসকে উহা গ্রহণের জন্য এমন উপযুক্ত করিয়া আল্লাহ্ গড়িয়া লন যে, উহা তাহার জন্য সুন্দরভাবে গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সমন্বয় সাধিত হয়। প্রকৃতির কোনো অবস্থাই তখন সায়েমের জন্য অপ্রীতিকর থাকে না। নিজেকে প্রকৃতির সর্ব অবস্থার জন্য যোগ্য করিয়া তাহার আপন মৌলিক প্রকৃতি এমনভাবে পরিবর্তিত করিয়া লয় যে, তাহার জন্য সবই সুন্দর হইয়া যায়। অর্থাৎ আপন স্বভাব প্রকৃতি রবের গুণে গঠন করিয়া প্রকৃতির নিয়ম জয় করিয়া লওয়া হয়।

www.draminlibrary.com

এখানে সিয়ামের গণিমতের অর্থাৎ উপার্জনের সুন্দর একটি ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে। ইহার সঙ্গে তুলনীয় (৩০ ঃ ৩০), (৯২ ঃ ১০), (৮৭ ঃ ৮)। কোরানে বলিতেছেন—শীঘ্রই আমরা তাহাকে সহজ করিয়া দেহ সহজের জন্য (৯২ ঃ ১০)। অর্থাৎ জান্নাতের জন্য আল্লাহ্‌র দাসকে সহজ করিয়া দেওয়া হয়। জান্নাতের জন্য নিজেকে সহজ করিয়া লওয়াই সকল এবাদতের প্রধান উদ্দেশ্য যাহার মধ্যে সিয়াম একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র রসুল (আঃ) আইয়ামে ভেজে এফতার করিতেন না, গৃহে থাকুন অথবা সফরে। *(নেসাই)*।

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, এবং ১৫ তারিখকে একত্রে "আইয়ামে ভেজ" বলা হয়। এই দিনগুলিতে তিনি সিয়াম পালন করিতেন, এফতার করিতেন না অর্থাৎ খানা খাইতেন না। "ভেজ" অর্থ পূর্ণ আলো। "ইয়াওম" এর বহুবচন "আইয়াম"। "আইয়ামে ভেজ" অর্থ পূর্ণ আলোর সময়গুলি বা দিনগুলি। সফর অবস্থায়ও আইয়ামে ভেজে এফতার করিতেন না। অর্থাৎ সিয়াম পালন করিতেন একথা কতটুকু সত্য বলা মুসকিল।

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ্ (আঃ) বলিয়াছেন : প্রত্যেক বস্তুর জাকাত আছে এবং দেহের জাকাত হইল সিয়াম। *(ইবনে মা'জা)*।

ব্যাখ্যা : জাক্কা অর্থাৎ "পবিত্র করা" কথা হইতে জাকাত শব্দ আসিয়াছে। জাকাত মানুষের মনের ব্যাপার। জাকাত অর্থ মনের স্বকীয়তার উৎসর্গ। মনের উৎসর্গ দ্বারাই আল্লাহ্‌র সকল দানের ভোগসমূহ পবিত্র হইয়া থাকে। কৃপণের মতো আমিত্ব দ্বারা সকল বস্তু মনের মধ্যে আঁকড়াইয়া রাখিলে তাহা মনের জন্য অপবিত্র হইয়া যায়। মনের লালসা হইতে উহাকে ত্যাগ করিয়া উপভোগ করিতে হয়। ইহাই জাকাতের সংক্ষিপ্ত হাকীকত। দেহের জাকাত হইল সিয়াম, যেমন মনের জাকাত তাহার আমিত্বের উৎসর্গ (যাহা কোরানে সর্বত্র লিখিত আছে) এবং ধন-সম্পদের জাকাত শতকরা আড়াই ভাগ ত্যাগ করা নির্দিষ্ট করা আটটি খাতে ব্যয় হওয়ার জন্য।

এখানে আমাদের বক্তব্য হইল "দেহের জাকাত"। দেহের কোনো ভোগই পবিত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না যদি সিয়াম করা না হয়। অর্থাৎ সিয়াম ব্যতীত দেহের সকল চাহিদাই অপবিত্র। দেহের অবাধ ভোগ অধর্ম, ইহার উপর সংযম ও নিয়মের বাঁধন প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে পবিত্র করিতে হয়। যাহাতে আর না আসিতে হয় দেহের বন্ধনে। দেহের জাকাত হইলো সিয়াম" অর্থাৎ দেহকেই চিরতরে বিসর্জন দেওয়া বা ত্যাগ করিয়া ফেলা। দেহ মানব জীবনের সকল শিরিকের ভাণ্ডার। বিগত সকল জীবনের বিষয়বস্তুর চাহিদা সমূহের ফলশ্রুতি হইল এই দেহ। দেহকে চিরতরে ত্যাগ করার সাধনার অপর নাম সিয়াম। সিয়াম অর্থ Rejection, বিসর্জন, ত্যাগ বা পরিহার।

www.draminlibrary.com

সালাতুল ঈদ মাঠে সম্পন্ন করিবার বিধান কেন?

গৃহে সাধনায় থাকিয়া আপন প্রকৃতিকে জয় করার পর যখন তাহার এফতার হইয়া যাইবে তখন হইতে বাহিরের জগতের সঙ্গেই তাহার কর্মকাণ্ড শুরু হইবে। আত্মশুদ্ধির পর সমাজশুদ্ধির কর্তব্য আসিয়া হাজির হইবে। এইজন্য সাধনার দিন শেষে প্রত্যেক এলাকার সকল সায়েম একত্রিত হইয়া এফতার প্রাপ্তির আনন্দ দিবস উদ্‌যাপন করিবে এবং তাহা সম্ভব হইলে গৃহের বাহিরে অন্য দশজনকে লইয়া করিবে। সুতরাং এই ঈদ অনুষ্ঠানে প্রধানত দুইটি বিষয় থাকিবে : একটি এফতার প্রাপ্তির প্রশংসা এবং অপরটি রবের প্রতি শুকরিয়া। আপন প্রকৃতি জয় করিবার পর সায়েমের বিশ্বপ্রকৃতি জয়ের অভিযান শুরু হইল।

এফতারের পূর্বে গৃহের আশ্রয় প্রয়োজন ছিল। এফতার হইয়া গেলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহাকে আশ্রয় দিবে। এখান হইতে সে সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব লাভ করিতেছে। আজ হইতে তাহার জীবনে নূতন কাণ্ডকীর্তি শুরু হইবে। গৃহে আপন রবের দাসত্ব করিয়া বিশ্বরবের আশ্রয়প্রাপ্ত হইলে গৃহের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। এখন সে বিশ্বরূপী। তাঁহার কাবার রব বিশ্বরবে রূপান্তরিত হইল। কাবার তোয়াফ তাহার সার্থক হইয়া গেল। এখন তিনি সর্বকালের এবং সর্বজনীন।

সিয়াম ঘরের এবাদত, যে কারণে সফর অবস্থায় সিয়াম করা কোরানে নিষেধ আছে। অপর পক্ষে হজ্ব বাহিরের এবাদত। ঘরের শান্ত ও আরামের পরিবেশ ত্যাগ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মতো মাওলার সন্ধানে বাহির হইয়া যাওয়া। ত্যাগের সঙ্কীর্ণ ও শান্ত পরিবেশে যাহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই; বিস্তীর্ণ, বিশাল ও অনিশ্চিত পরিবেশে তাহা অর্জনের জন্য মস্তান হইয়া অসীম বিশ্বে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাই হইল হজ্ব। রমজানের সিয়াম আপন রবের সঙ্গ লাভের সাধনা আর হজ্ব বিশ্ব রবের অসীম রূপ দর্শনের সাধনা। রমজানের যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল বা থাকিবে তাহার সমাপ্তি ঘটান হইল হজ্ব।

রমজান মাসে পানাহারের হিসাব দেওয়ার মাশলা

মাশলা হিসাবে ইহা সাধারণভাবে কথিত আছে যে, সিয়াম কালে পানাহারের কোনো হিসাব নাই। যতই পানাহার করুক তাহার জন্য কৈফিয়ত দিতে হইবে না—যে কৈফিয়ত সিয়াম ছাড়া অন্য সময়ে দিতে হয়।

বিশ্লেষণ : সায়েম হওয়া অর্থই দুনিয়া হইতে বিরত হইয়া থাকা। দুনিয়ায় থাকিয়া বস্তু ভোগ করা অপরাধ। দুনিয়া হইতে ছুটিয়া সায়েম হইয়া বস্তু উপভোগ করিলে অপরাধ থাকে না। সেখানে উপভোগের পরিমাণ যতই বেশি হউক অপরাধ আসিবার প্রশ্নই থাকে না, যেহেতু সায়েমের অবস্থান দুনিয়াতে নয়।

আমরা যাহারা ভোর রাতে খাওয়া এবং সন্ধ্যা রাতে খাওয়ার মধ্যেই সিয়ামকে এবং রাত্রিকালে অতিরিক্ত কিছু নামাজ পড়ার মধ্যে সিয়ামকে সীমাবদ্ধ করি মাত্র, কিন্তু মনকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করি না, বরং অন্য সময় হইতে অধিক পরিমাণে দুনিয়ার সঙ্গে জড়াইয়া থাকি—পানাহারে এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডে,

www.draminlibrary.com

তাহাদের উপরে, উক্ত মাশলা অপ্রযোজ্য। তাহাদিগকে অতিরিক্ত পানাহারের কৈফিয়ত অবশ্যই দিতে হইবে। ইহার কারণ তাহাদের তথাকথিত সিয়াম প্রকৃতপক্ষে সিয়ামের নামে প্রহসনই বটে।

অপরপক্ষে দুনিয়ার থাকা অবস্থায়ও সিয়ামের ভাবের উপর থাকিবার চেষ্টা করিয়া উহার সহায়ক হিসাবে যতই পানাহার করা হয় তাহাতে শরীয়তে অপরাধ নাই। যেমন সেহ্‌রী প্রথমত ছিল না। পরে উহাকে সহায়ক পানাহার হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। তথাকথিত এফতার এবং সেহ্‌রী হাকীকতে এফতাররূপে গণ্য না হইলেও সিয়ামের সহায়ক খাদ্য হিসাবে যেমন অপরাধহীন তেমনই রমজান মাসের সকল ভোগ ঐরূপ দৃষ্টিতেই নির্দোষ বিবেচিত হইবে। এর কারণ সায়েম দুনিয়া হইতে ছুটিয়া যাইতে না পারিয়া থাকিলেও ইহা হইতে ছুটিবার চেষ্টায় সে আছে। লক্ষ্য ঠিক রাখিলে পানাহারে অপরাধ ধরা হইবে না।

রমজানের একটি দোয়া

সৃষ্টির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে এই মাসের ফজিলত, বরকত এবং রহ্‌মত অর্জন করিবার জন্য আমল হিসাবে কয়েক প্রকার দোয়া পাঠের ব্যবস্থা দিয়াছেন ফেকাশাস্ত্রবিদ আলেমগণ—যাহাতে সায়েম ঐগুলি আমল করিয়া গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আমলের জন্য তাহাদের লিখিত ঐ সকল দোয়া হইতে একটি মাত্র দোয়া এই পুস্তিকায় পেশ করিলাম। ইহা রমজান মাসের প্রতি ওয়াক্তের প্রত্যেক ওয়াজেব সালাত পাঠের পর পাঠ করিতে হয়।

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا غَفُوْرُ يَا رَحِيْمُ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ وَهٰذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهٗ وَكَرَّمْتَهٗ وَشَرَّفْتَهٗ
وَفَضَّلْتَهٗ عَلَى الشُّهُوْرِ وَهُوَ شَهْرُ الَّذِىْ فَرَضْتَ
صِيَامَهٗ عَلَىَّ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ
فِيْهِ الْقُرْاٰنَ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ وَجَعَلْتَ فِيْهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَهَا
خَيْرًا مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ فَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ
مُنَّ عَلَىَّ بِفَكَاكِ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ فِيْمَنْ تَمُنُّ
عَلَيْهِ وَاَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّا
حِمِيْنَ ٭

www.draminlibrary.com

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া আলীউ ইয়া আজিমু ইয়া গাফুরু ইয়া রাহিমু আন্‌তা রাব্বুল আরশেল্ আজিম আল্লাজি লাইসা কামিশলিহী সাইয়ূন অহুয়া সামিউল্ বাসির অহাজা শাহরুন্ আজজ্বাম্‌তাহু অকাররামতাহু আশাররাফতাহু অফাজ্জাল্‌তাহু আলা শুহুরে অহুয়া শাহরুল্‌লাজি ফারাজতা সিয়ামাহু আলাইয়া অহুয়া শাহরু রামাজানা আল্‌লাজি আনজাল্‌তা ফিহেল্ কোরয়ানা হুদান্ লিন্নাস অয়া বাইয়েনাতিন্ মিনাল্ হুদা অল্ ফুরকান অজায়াল্‌তা ফিহে লাইলাতাল্ কাদ্‌রে অজায়াল্ তাহা খাইরান মিন আলফে শাহরিন ফাইয়াজা আল্ মান্নে অলাইয়ুমান্ন আলাইনা মুন্না আলাইয়া বেফেকাকে রাকবাতী মিনান্নার ফিমান্ তামুন্ন আলাইহে অয়া আদ্‌খেলনীল্ জান্নাতা বে রাহমাতেকা ইয়া আরহামাররাহেমীন।

অনুবাদ : হে সমুচ্চ, হে মহান, হে ক্ষমাদানকারী, হে রহিম, তুমি মহান আর্শের রব। ঐ রব—যাহার সঙ্গে তুলনীয় কোনো কিছুই নাই। এবং তিনি হইলেন একমাত্র শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। এবং এই মাসকে তুমিই আজমত দিয়াছ এবং উহাকে তুমিই কেরামত দিয়াছ এবং তুমি শারাফত দিয়াছ উহাকে এবং তুমিই ফজিলত দিয়াছ উহাকে সকল মাসের উপর। এবং এই মাস যাহার সিয়ামকে ফরজ করিয়াছ আমার উপর।

এবং এই রমজান মাস যাহাতে তুমি কোরান নাজেল কর মানুষের জন্য হেদায়েত এবং হেদায়েতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং ফোরকান। এবং উহাতে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছ ক্বদর রাত্রি এবং ইহাকে (অর্থাৎ ক্বদর রাত্রিকে) করিয়াছ হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ।

অতএব হে কল্যাণকারী, তোমার উপর কোনো কল্যাণের আবশ্যক তোমার নাই। আমার কাঁধকে আগুন হইতে মুক্ত করিয়া আমার উপর কল্যাণ কর। আমাকেও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাহাদের উপর তুমি কল্যাণ কর। এবং আমাকে জান্নাতে দাখেল করাও, তোমার করুণায়, হে শ্রেষ্ঠ করুণাময়।

ব্যাখ্যা : "আলী" আল্লাহর একটি নাম। আলী অর্থ উচ্চ। হীনতার বিপরীত হইল উচ্চতা। আল্লাহ্ তাঁহার উচ্চতা গুণ মানুষকে দান করিয়া থাকেন। আজিম অর্থ আজমতের অধিকারী, মহিমার মালিক। তিনি তাঁহা হইতে আজমত দান করিয়া মানুষকে মহিমান্বিত করিয়া থাকেন। রহিমরূপে তিনি যাহাকে ক্ষমা দান করেন তাহার নফস "আল্লাহ্‌র আর্শ" হইয়া যায়। সেখানে কেবল আল্লাহ্‌তা'লার বিধানই কার্যকর হইয়া থাকে। নিরাকার আল্লাহ্‌র নিরাকার মহিমা তাঁহার আর্শের মধ্যেই শুধু প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ যেমন কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনীয় নয় আল্লাহ্‌র সৃজিত আর্শও কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। আল্লাহ্‌তা'লাই হইলেন একমাত্র শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। এই গুণ তিনি তাঁহার আর্শকেই শুধু দান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া দুনিয়ার সকল মানুষ বধির ও অন্ধ।

এই মাসকে তিনি অন্য সকল মাসের উপর আজমত, কারামত, শারাফাত ও

www.draminlibrary.com

ফজিলত দিয়াছেন। ইহার অর্থ কি? সময় নিজে কখনো ফজিলত অথবা জিল্লতের অধিকারী হয় না। কারণ "সময়"-এর নিজস্ব কোনো অনুভূতি নাই। নফস তাহার অনুভূতি দ্বারা সময় অতিবাহিত করে। নফসের জন্য সময় হইয়া থাকে ভালো বা মন্দ। সায়েমকে আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত গুণাবলী রমজান মাসে অধিক দান করিয়া থাকেন বিধায় রমজান মাসের সময়গুলি সায়েমের জন্য আজমত, কারামত, শারাফত ও ফজিলতে ভরপুর হইয়া থাকে।

রমজান মাসে মানুষের জন্য তিনি হেদায়েতরূপে সায়েমের নিকট কোরান জ্ঞান নাজেল করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন। এবং "বাইয়েনাতিম মিনাল হুদা" অর্থাৎ হেদায়েত বলিতে যে কি বুঝায় তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্পষ্ট করিয়া তোলার অবস্থা নাজেল করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন, এই মাসে। এবং তিনি রমজান মাসে সিয়াম সাধনায় রত মোমিনের উপর ফোরকান নাজেল করেন। ফোরকান কোরান নয়। সর্ববিষয়ের ভালো-মন্দ পৃথক করার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ফোরকান বলে। ইহা মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র পরম একটি অনুগ্রহের দান। ইহা নিজ হইতে অর্জন করা যায় না। ফোরকান সেই জ্ঞান যাহার নিকট ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, জ্ঞান-অজ্ঞানতা, আলো-অন্ধকার ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিপরীত ভাবের সকল পার্থক্যবোধ বা পার্থক্য-জ্ঞান স্বতস্ফূর্তভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

রসুলের (আঃ) নিকট বাণীরূপে সব মাসেই কোরান নাজেল হইয়াছে এবং সর্বপ্রথম নাজেল হওয়া আরম্ভ হইয়াছিল রবিউল আউয়াল মাসে। সুতরাং এখানে রসুলাল্লাহ্‌র (আঃ) নিকট কোরান নাজেল হওয়ার কথা বুঝান হয় নাই, রবং বিশিষ্ট সায়েমের নিকট কোরান-জ্ঞান নাজেল হওয়ার কথাই এথানে বুঝান হইয়াছে।

এবং এই মাসে তিনি সায়েমের জন্য ক্বদর রাত্রি দিয়াছেন—যে ক্বদর রাত্রিকে তিনি হাজার মাস হইতে মর্তবায় শ্রেষ্ঠ বানাইয়াছেন। এসবই তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ। অতএব সায়েম এতদ্বারা বিশেষ অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনা জানাইতেছে যেন তাহার ভাগ্যে আল্লাহ্‌র রহমতে ক্বদর রাত্রি হইয়া যায়—যাহার ফলে তাঁহার কাঁধ হইতে চিরতরে জাহান্নামের আগুন ঝরিয়া পড়িবে এবং ক্বদর রাত্রির দানের মাধ্যমে আল্লাহর উল্লিখিত সকল অনুগ্রহ ও দান লাভ করিয়া সায়েম জান্নাতবাসী হইতে পারিবে।

দুইটি বাক্যের ব্যাখ্যা (২ ঃ ২৫৬-২৫৭)

اَلدِّيْن (দ্বীন) = ধর্ম, যাহা কিছু জীবের জীবনকে সৃষ্টির মধ্যে ধরিয়া রাখে তাহাই ধর্ম। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া মস্তিষ্কে আগমনকারী সকল বিষয়বস্তুকে বলা হয় দ্বীন বা ধর্ম। অতএব ধর্ম এবং কর্ম একাকার।

www.draminlibrary.com

إِكْرَاهَ (ইকরাহ্) = বিরক্তি, অবাঞ্ছিত বিষয়, ভীতি, ঘৃণা, অপছন্দ dislike, disgust, aversion, abomination, ugliness, horror, hatred, loath.

اِسْتَمْسَكَ (এসতামসাকা) = দৃঢ়তার সহিত ধরে।

عُرْوَةٌ (উরুওয়াত) = পান পাত্রের হাতল, কিনারা, লোটা-বদনা ধারণ করার স্থান, কব্জি, কাটাযুক্ত বৃক্ষ, মানুষের দল, পদক, নক্সা।

وُثْقَى (উছকা) = নির্ভরযোগ্য, মজবুত, অত্যন্ত মজবুত To be firm, to make firm.

اِنْفِصَامَ (ইনফেসামুন) = ভেঙ্গে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া।

خَالِدُوْنَ (খালেদুন) = জাকাইয়া বা দৃঢ় হইয়া থাকা লোকগণ, শক্ত অবস্থানে থাকা লোক সকল।

طَاغُوْتِ (তাগুত) = বস্তুমোহ, কলুষিত বস্তুবাদ, মোহ সৃষ্টিকারী বিষয়বস্তু, Idol. tempter, ধর্মের মোহ তথা বিষয় মোহকে তাগুত বলে। ধর্মসমূহ সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়া গেলে পরবর্তী জীবন গঠনের উপাদান হইয়া যায়। ধর্মসমূহ আগমনকালে মস্তিষ্কে আগমনকালে যাহারা সজাগ থাকে তাহারা সেগুলির প্রতি মোহগ্রস্ত হয় না। তখন সেগুলি তাহাদের জন্য তাগুত নয়। বিষয়সমূহ তাগুত নয়। এগুলি একেবারে নিরপেক্ষ। মানবীয় নফস এগুলির প্রতি মোহাকর্ষণের পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করিয়া শিরিক নামক সকল বিপদ নিজের জন্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

২ ঃ ২৫৬।

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۖ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ
فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদ : ধর্মের মধ্যে ঘৃণা (অর্থাৎ অবাঞ্ছিত গুণ মিশ্রিত) নাই। নিশ্চয় ভ্রান্তি হইতে সুপথের বয়ান (বা প্রকাশ) স্পষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং যে (ব্যক্তি) তাগুতের সহিত কুফুরী করে (অর্থাৎ তাগুতকে ঢাকিয়া রাখে) এবং ইমানের কাজ করে আল্লাহর সহিত (অর্থাৎ সম্যক গুরুর সহিত) তাহা হইলে অবশ্য সে দৃঢ়তার সহিত ধরে অত্যন্ত মজবুত হাতল। নাই তাহার জন্য কোনো ভাঙ্গন। এবং আল্লাহ শ্রবণকারী জ্ঞানী।

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : এই বাক্যের প্রথম কথাটিকে "ধর্মের মধ্যে জবরদস্তী নাই" অর্থে ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইহা সত্য নয়। আসলে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের জবরদস্তী হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। জীবদেহ ধর্মের সমষ্টি। শক্তিশালী জীব দুর্বল জীবকে খাইয়া ফেলে। এইরূপে এক ধর্মের উপর অন্য ধর্মের বল প্রয়োগ চলিয়াই আসিতেছে। এখানে কথাটি "বল" নয় বরং ইহা হইল "অবাঞ্ছিত কলুষ"। কোনো ধর্মের মধ্যে ক্ষতিকর কলুষ বিদ্যমান নাই, যদি মনের দ্বারা উহা হইতে কলুষ কালিমা সংগ্রহ করা না হয়। বিষয়বস্তু সংক্রান্ত মনের ভ্রম এবং মোহকে তাগুত বলে। সুতরাং যে ব্যক্তি উপস্থিত সম্যক গুরুর নির্দেশিত পথে ইমানের কাজ করিবে অর্থাৎ বিষয়বস্তু তথা ধর্মসমূহ গ্রহণ এবং বর্জন করিবার পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া উহার সাহায্যে মস্তিকে আগমনকারী সকল বিষয়বস্তু হইতে তাগুতকে পরিত্যাগ করিবে তাহার সকল ভ্রম কাটিয়া যাইবে এবং বস্তুমোহ হইতে মুক্ত তথা তাগুত মুক্ত হইয়া মুক্তিপথের যাত্রী হইতে পারিবে। সৃষ্টির বন্ধনে আর ধরা পড়িবে না।

রূপক কথাটি হইল গুরুর দেওয়া "পান পাত্রের শক্ত হাতল" যে ধরিল সেই মুক্তির পথযাত্রী হইতে পারিল। ইন্দ্রিয় দ্বার সমূহদ্বারা যাহা কিছু আমাদের সংস্পর্শে আসে তাহা আমরা অজ্ঞাতে দুর্বল হাতে গ্রহণ করিয়া ফেলি। ইহাতে পুনর্জন্মের উপাদান তৈরি হইয়া আমাদিগকে নিম্নগতি করিয়া ফেলে। গুরুর দেওয়া পানপাত্রের হাতল বা কিনারাকে শক্তভাবে ধরিয়া লইলে তাহার জন্য আর ভাঙ্গন নাই। সে হইয়া যায় অটুট, অক্ষয়, অব্যয়। সম্যক গুরু একজন বিশেষ শ্রোতা এবং নিজের মধ্যে বিষয়বস্তুর আগমন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী। তাই তিনি অন্যান্যদের অবস্থা সম্বন্ধেও জ্ঞানময় হইয়া থাকেন।

২ ঃ ২৫৭।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ
اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অনুবাদ : আল্লাহ্ আমানুদের অভিভাবক বন্ধু, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করেন আলোর দিকে। আর যাহারা আজীবন অবিশ্বাসী তাহাদের সমূহ অভিভাবক বন্ধু হইল তাগুত ইহারা তাহাদিগকে বাহির করে আলো হইতে অন্ধকারের দিকে। তাহারাই আগুনের অধিবাসী (হইয়া আছে)। তাহারা ইহার মধ্যে দৃঢ় হইয়া অবস্থিত আছে।

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা : যে সকল আমানু তাহাদের দিকে আগমনকারী ধর্মসমূহ হইতে তাগুত অর্থাৎ মনের মিথ্যা এবং ভ্রমসমূহ ত্যাগ করিয়া চলে, আল্লাহ এইরূপ বিশ্বাসকারীর প্রতি তাহাদের সকল বিষয়ে সহায়ক অভিভাবক বন্ধু হইয়া থাকেন। তাই তিনি অবিশ্বাসের অন্ধকার হইতে তাহাদিগকে বাহির করেন নূরে মোহাম্মদীর দিকে। আর যাহারা অবিশ্বাসী, তাগুত তাহাদের নিত্য সহচর বন্ধুরূপে থাকিয়া অন্তর্নিহিত নূরে মোহাম্মদী হইতে উৎখাত করিয়া তাহাদিগকে অবিশ্বাসের অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রুহরূপে নূরে মোহাম্মদীর বীজ উপ্ত রহিয়াছে। মিথ্যা ও অনাচার মানুষকে এই নূর হইতে বাহির করিয়া অবিশ্বাসের অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়।

এই জাতীয় বস্তুবাদী লোকেরা আগুনের মধ্যেই থাকিয়া যায় এবং বস্তুমোহের কারণে জাহান্নামের আগুনের মধ্যেই দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের দিকে আগমনকারী প্রত্যেকটি ধর্মকে গ্রহণ ও বর্জন করার পদ্ধতির মধ্যে রহিয়াছে মুক্তি অথবা বন্ধন।

৯৭। সূরা ক্বদর

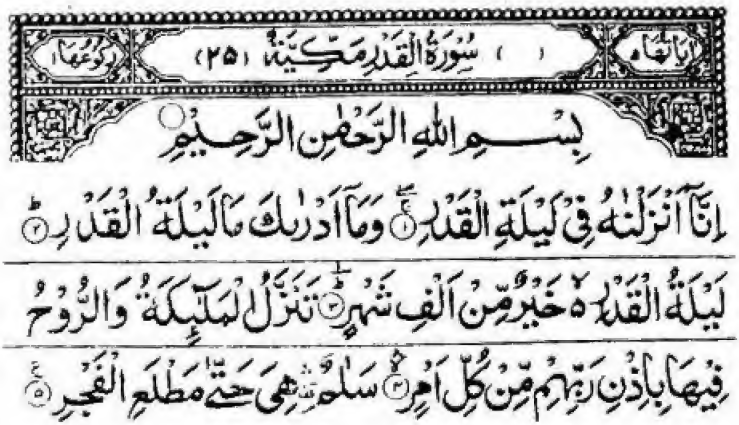

ভাববাদী অনুবাদ

১. নিশ্চয় আমরা ইহাকে উদয় করিয়া দেই শক্তিশালী রাত্রিতে।

২. এবং তোমাকে কিসে জ্ঞান দিবে ক্বদর রাত্রি কি?

৩. ক্বদর রাত্রি হাজার মাস হইতে উত্তম।

www.draminlibrary.com

অথবা—বস্তুবাদের মধ্যে তৃষ্ণাময় অবস্থায় রাজি হইয়া থাকা অপেক্ষা কৃদর রাত্রি উত্তম।

৪. ইহার মধ্যে মালায়কা এবং রুহ নাজেল হয়, তাহাদের রবের আজান দ্বারা অনুমতি প্রত্যেকটি আমর (Command) হইতে (শান্তি);

৫. শান্তি : ইহা ফজরের উদয় পর্যন্ত।

বুৎপত্তিগত শব্দার্থ তথা ভাববাদী শব্দার্থ

নাজেল = উদয়

হু = নিজের ভিতরের পুরুষ সত্তা বা আপন প্রভু তথা আপন আল কোরান। গুরুগণের প্রচেষ্টাতেই বা সহায়তায় এই পুরুষ সত্তা ভক্ত সাধক হইতে উদয় হইয়া উঠে।

কৃদর = সমূহ ধর্মের প্রতি ধ্যানকর্মে রাজি থাকিয়া অর্থাৎ সালাতে রাজি থাকিয়া শক্তিমান হওয়া।

লাইলাতুল কৃদর = গভীর একাগ্র চিত্ততা বা একাগ্র ভাবনা।

খায়রুন = কল্যাণকর, কল্যাণপ্রসূ।

আলফে = গায়রাল্লাহর মধ্যে থাকিয়া বস্তুবাদে ডুবিয়া থাকা।

শাহার = জ্ঞান তৃষ্ণা, কর্মজ্ঞানতৃষ্ণা

মালায়েকাত = শক্তিশালী সত্তা, মুলকিয়াত যাহার অর্জিত হইয়াছে।

রুহ = প্রজ্ঞাবান সত্তা, আপন আলোকিত সত্তা।

আমর = কর্ম, নির্দেশ, command. যে সত্তা তাহার শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের কারণে তার সব কাজকর্ম, আচরণ-বিচরণ তাহার চারিপাশে সবার উপরে খুব গভীর রেখাপাত করে তাহার সমস্ত আচরণ-বিচরণকে আমর বলে এবং তাহাকে আমির বলে। এই আমর জ্ঞানময় আমর। চরম পরম "আমি" এর উপরে অন্য কথায় আল্লাহর উপরে তন্ময় হইয়া থাকার রাজি অবস্থায় যে কর্মাদি প্রকাশিত হয় তাহাই আমর। এইরূপ আমর যিনি করিতে পারেন তিনি আমির। এই আমর শুধু আলীগণই করিতে পারেন।

فجر ফজর = বৃদ্ধির রাজির মধ্যে, অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থা। যাহা বৃদ্ধিময় তাহাই মন্দ। জ্ঞানেরও বৃদ্ধি আছে অজ্ঞানতারও বৃদ্ধি আছে, পরিণামে উভয়ই ত্যাজ্য।

اذن = অধিকার প্রাপ্ত অবস্থার ঘোষণা।

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা :

১. নিশ্চয় "প্রভুত্ব এবং প্রজ্ঞা" অর্থাৎ বিষয়ের উপরে তথা দুনিয়ার উপরে প্রভুত্ব এবং প্রজ্ঞা উদয় হয় গভীর এবং একাগ্র ভাবনার মধ্যে (অর্থাৎ সালাতের মধ্যে)।

২. একাগ্র ভাবনা কি? ইহা সাধককে কিসের দ্বারা বুঝান যাইবে? (একাগ্র ভাবনা বিষয়টি সম্যক গুরু ছাড়া কথায় বুঝান যাবে না। গুরুর গুণগ্রাম দেখার মধ্যে এই জ্ঞান নিহিত থাকে। সেইজন্য একাগ্র ভাবনাটা কি সেই প্রশ্ন করিয়াও উত্তর রাখা হয় নাই)।

৩. একাগ্র ভাবনা : অজ্ঞান এবং বস্তুবাদে থাকা অপেক্ষা অনেক কল্যাণকর। মহা আমিকে তথা আল্লাহকে নফি করিয়া বা নিজের মধ্যে জাগ্রত না করিয়া সর্বরকম আনুষ্ঠানিকতা ও কর্মবাদে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা একাগ্র ভাবনা কল্যাণকর। বস্তুবাদের মধ্যে তৃষ্ণাময় অবস্থায় রাজি হইয়া থাকা হইতে ইহা উত্তম।

৪. ইহাতে (অর্থাৎ একাগ্র ভাবনাতে) সর্বরকম বিষয়ের উপরে স্থায়ী প্রভুত্ব এবং প্রজ্ঞা বা রুহ উদয় হয়। অধিকারে আসা সর্বরকম সংস্কারের প্রত্যেক (রেখাপাতকারী) অবস্থা হইতে উদয় হয়।

৫. ইহাতে রহিয়াছে শান্তি। এই শান্তি বিরাজ করিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না একাগ্র ভাবনা ছুটিয়া গিয়া অজ্ঞানতাতে লিপ্ত না হয়।

সূরাটির সার কথা

সূরাটিতে সাধকের সালাতের মহা কল্যাণকর বৈশিষ্ট্যের দিকে সাধকদের দৃষ্টি আর্কষণ করা হইয়াছে। সালাতের মাধ্যমে সর্ববিষয়ের উপরে বা দুনিয়ার স্থায়ী প্রভুত্ব ও প্রজ্ঞা উদয় হয়। এবং তাহাতে রহিয়াছে শান্তি।

একটি কথা

কোরানে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি উহাদের অক্ষর অনুসারে বিশেষ একটি গভীর জীবনদর্শন মূলক ইঙ্গিত বহন করে। সকল ধর্মীয় সাহিত্যে এইরূপ একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় না হইলে ধর্মীয় সাহিত্য হইতে গভীর জীবন দর্শন উদ্ধার করা যায় না। এই কারণে কোনো ধর্মগ্রন্থই সাধারণের পাঠযোগ্য গ্রন্থ নয়। জনগণ পাঠ করিবে আপন আপন গুরুকে। গুরুপাঠে অগ্রসর হইলে জীবনগ্রন্থ পাঠ তথা ধর্মগ্রন্থ পাঠ বোধগম্য হইয়া থাকে।

www.draminlibrary.com

১০৮। সূরা কাওসার

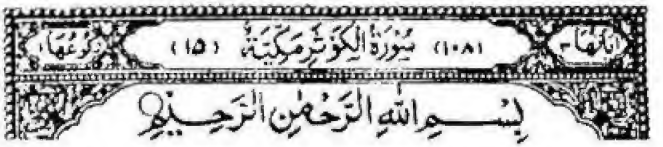

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

অনুবাদ :

১. নিশ্চয় আমরা তোমাকে বিশেষ আধিক্য দিয়াছি।

২. সুতরাং সালাত কর তোমার রবের জন্য (অর্থাৎ সংস্কার রাশির বেড়াজাল হইতে আপন রবের জাগরণের জন্য), এবং নাহার কর (অর্থাৎ কোরবানী কর)।

৩. নিশ্চয় তোমার গৌরব-উহাতো বিচ্ছিন্ন (অর্থাৎ সৃষ্টির বন্ধন হইতে তথা সংস্কার হইতে মুক্ত থাকার গৌরব)।

শব্দার্থ : কাওসার = প্রাচুর্য, আধিক্য, সংস্কাররাশি। অধিক সংখ্যক, আকাশের বড় নদী। নাহার = দাঁড়ান অবস্থায় কোরবানী করা। শানিয়াকা = তোমার গৌরব, মর্যাদা, Your estimation, honour, dignity, rank, status, আবতার = বিচ্ছিন্ন (সংস্কার হইতে), অপুত্রক, লেজকাটা (অর্থাৎ পশুত্ব হইতে মুক্ত), curtailed, bereft of children, free from the bondage of phenomenon. ভাবার্থে আবতার অর্থ বন্ধনমুক্ত পুরুষ বা অবতার পুরুষ।

ব্যাখ্যা :

১. এখানে অনুগত মানুষকে একবচনে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন : হে মানুষ, নিশ্চয় আমরা তোমাকে বিশেষ রকমের আধিক্য দিয়াছি। এই আধিক্য ধর্মের আধিক্য ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যে সকল ধর্ম জীবগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহাদের মধ্যে মানুষ নামক জীবের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে প্রবেশ করে। ইহাই আল কাওসার। যে মানুষ গুরুভক্ত শিষ্য হইয়াছে সেই কেবল এই প্রাচুর্যকে গ্রহণ ও বর্জন করার গুরুত্বের প্রতি জাগ্রত থাকে। এইজন্য ইনসান পর্যায়ের মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে : "যেহেতু তোমাকে আধিক্য দেওয়া হইয়াছে সেইহেতু তুমি উহাদের উপর সালাত কর"।

www.draminlibrary.com

আধিক্যের উপরে সালাত না করিলে মানুষ অসংখ্য সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া জন্মচক্রে নিপতিত হয়। আধিক্যের উপর তথা সংস্কারের উপর সালাত করাই রবের জন্য সালাত করা। আকাশের বড় নদী হইল আল কাওসার। অন্যত্র ইহাকে বলা হইয়াছে আল্লাহর আয়াত বা পরিচয়। চিত্তাকাশের উপর সংস্কারের এই প্রবাহকে চেনা ও জানার মাধ্যমেই রবকে চিনিতে ও জানিতে হয়। যে তাহার নফসকে চেনে সে তাহার রবকে চেনে।

২. "রবের জন্য সালাত কর" অর্থ নিজেই রব হইয়া যাওয়ার জন্য তথা সৃষ্টির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপন প্রকৃতিকে জয় করিয়া পুরুষ হইয়া যাওয়ার জন্য সালাত কর। "নাহার কর" অর্থ দাঁড়ান অবস্থায় উৎসর্গিত থাক। একজন মুক্ত পুরুষ দাঁড়ান অবস্থায় অর্থাৎ জীবন্ত অবস্থায় আপন দেহ ও মনকে নিজ সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবন যাপন করেন। এইরূপে তিনি আল্লাহর জন্য জবেহ হইয়া অর্থাৎ পবিত্র হইয়া যান। ইহাতে সমাজের কল্যাণ নিহিত। জবেহ না হইলে কেহই আল্লাহর সেবক হইতে পারে না। অতএব এই বাক্যে ভক্ত মানুষকে গুরুর দেওয়া সালাত ও কোরবানীর সাহায্যে মুক্ত পুরুষ হইবার নির্দেশ দিতেছেন।

৩. গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য নামের যে জীব ইনসানে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারে আগমনকারী অসংখ্য বিষয়াদি সম্বন্ধে সাবধান হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে বাহির হইতে এবং ভিতর হইতে প্রচুরভাবে ধর্মের অবিরাম যে আগমন হইতেই থাকে তাহার প্রতি সালাত ও নাহার করিবার পদ্ধতি ইনসান তাহার গুরু হইতে জানিয়া লইয়াছে। এইজন্য এই কর্তব্য পালন করিবার জোর তাগিদ তাহাকে দেওয়া হইতেছে যেন শীঘ্রই সে বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। ইনসান পর্যায়ের মানুষই কেবল আপন মর্যাদা ও শান-মান সম্বন্ধে জাগ্রত। সালাত ও নাহারের তথা জাকাতের সাহায্যে মানুষ যে বন্ধনমুক্ত অবতার পুরুষে পরিণত হইতে পারে এ কথার সম্যকতা গুরুর নিকট হইতে সে স্পষ্ট জানিতে পারিয়াছে। এই জন্য ইহা (অর্থাৎ সালাত ও নাহার) দৃঢ়তার সহিত পালন করিবার জন্য তাহার প্রতি আদেশ হইতেছে।

সূরাটির সার কথা

অন্য সকল জীব অপেক্ষা মানুষকে তার বৃত্তি সমূহের মধ্যে অধিক পরিমাণে যে সকল বৈশিষ্ট্য এবং সূক্ষ্ম গুণগ্রামের প্রাচুর্য দান করা হইয়াছে তাহাকেই বলা হইয়াছে আল কাওসার। এই সকল প্রাচুর্য প্রাপ্তির কারণেই মানুষ তাহার রবের নিকট আপন কৃত কর্মের জন্য দায়ী। আল্লাহ্ তা'লাই রবরূপে অর্থাৎ সম্যক গুরুরূপে তাহাকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করিয়া ক্রমশ উন্নত বৃত্তি দান করেন এবং উহার উপর সালাতের সাহায্যে জাহান্নাম ও জান্নাতের পরীক্ষা ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ

www.draminlibrary.com

করাইয়া লা-মোকামে লইয়া যাইতে চাহেন। রবের নির্দেশিত কর্তব্য পালনের দ্বারা মানুষের শান—মান সমুচ্চ করিয়া গুরু তাহাকে অবতারে তথা পুরুষে পরিণত করিয়া তুলেন। অবতার পুরুষ হওয়ার জন্যই গুরুগণ জীবজগতকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করিয়া ইনসানে রূপান্তরিত করেন যাহাতে তাহারা সালাত ও কোরবানী করিয়া মুক্ত হইয়া যাইতে পারে।

কাওসার কী?

কাওসার কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দল ও ব্যক্তিগণ যেইসব মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় তাহা মোটামুটি নিম্নরূপ :

১. শিয়া সম্প্রদায়ের মত অনুসারে কাওসার অর্থ আধিক্য, প্রাচুর্য, বর্ধিষ্ণুতা বা বরকত যাহা আল্লাহ্‌তা'লা রসুলাল্লাহ্‌কে (আঃ) দান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে, আবার "হাউজে কাওসার" কথাটির উল্লেখ যথেষ্ট শুনা যায়।

২. সুন্নি মত অনুসারে উহা একটি প্রবাহিত নহর বা স্রোতস্বিনী। এই দলের মতানুসারে ইহা একটি বিশাল চৌবাচ্চাও বটে, যাহার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান। কাওসার সুস্বাদু পানীয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, যাহা দুধ অথবা বরফের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি। ইহা জান্নাতে সুরক্ষিত রহিয়াছে। জান্নাতের অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে ইহা একটি বিশেষ নেয়ামত। ইহা হইতে পান করিলে দুনিয়ার দুঃখ-জ্বালা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সকলই মিটিয়া যাইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৩. কাওসার একটি হাউজ বা চৌবাচ্চা, বলেছেন আবু হানিফা সাহেব।

৪. ইমাম বাকের (আঃ) বলেছেন : "কাস্‌রাতুন নসল" অর্থাৎ বংশধরের সংখ্যাধিক্য।

৫. জোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) বলেছেন : কাওসার হইল শত্রু নিধনের আমোঘ অস্ত্র।

৬. ইমান নূরী বলেছেন—প্রবৃত্তি দমনের মহৌষধ।

৭. গাউসে গোয়ালিয়র অত্যাধুনিক সাধনা করিয়া বলিয়াছেন—৩০ দিন প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা আত্মবিস্মৃত হইতে পারিলে কাওসার লাভ হইবে। ৩০ × ২৪ = ৭২০। কাওসার শব্দটির অক্ষরগুলির আবজাদ মূল্য একত্র করিলে ৭২০ হয়। প্রচলিত উল্লিখিত অভিমতগুলির প্রকাশের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। সত্য কথা জানিয়াও অনেকে স্বাধীনতার প্রকাশ করিতে পারেন নাই বিধায় রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হোক, পাঠকের অবগতির জন্য এবং চিন্তা প্রয়োগের সুবিধার জন্য উল্লেখিত বিভিন্ন উক্তিগুলি পেশ করা হইল।

www.draminlibrary.com